

INEE

INEE

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি, দীর্ঘমেয়াদী সংকট এবং প্রাথমিক পুনর্গঠনের সময় শিক্ষার ন্যূনতম মান

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি,
দীর্ঘমেয়াদী সংকট এবং প্রাথমিক
পুনর্গঠনের সময় শিক্ষার ন্যূনতম মান



INEE

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি, দীর্ঘমেয়াদী সংকট এবং প্রাথমিক পুনর্গঠনের সময় শিক্ষার ন্যূনতম মান

দি ইস্টার - এজেন্সি নেটওয়ার্ক অন এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সিজ (INEE) দুর্যোগকালে, দীর্ঘমেয়াদী জরুরি পরিস্থিতিতে এবং পুনর্বাসনকালে শিক্ষার ন্যূনতম মান ও অভিজ্ঞমত্যা রক্ষার জন্য একটি বিশ্বজনীন মান নির্মাণের লক্ষ্যে বৃহৎ পরিসরে অত্যন্ত পরামর্শমূলক একটি প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করেছে।

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার ন্যূনতম মান (Minimum Standards for Education in Emergencies-MSEE), একই সঙ্গে একটি পুষ্টিকা এবং কিছু প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার, যা জরুরি পরিস্থিতিতেও শিশু, কিশোর এবং বয়স্কদের শিক্ষার অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। এটি কিয়দংশ প্রকল্পের মূল সূত্রেরই প্রতিশ্রুতি : যা বিশ্বাস করে দুর্যোগ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতিতে নিপতিত মানুষের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করতে হবে এবং অবশ্যই দুর্যোগকালেও মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার মানুষের রয়েছে।

এই মানগুলির ভিত্তি হল আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ, সবার জন্য শিক্ষা - ডাকার ২০০০ এর লক্ষ্য এবং দি কিয়দংশ এজেন্সি ও মানবিকতার ঘোষণা। দি কিয়দংশ এজেন্সির মতোই, এই মানগুলিও মানবিক সংস্থা, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শিক্ষা কর্মসূচির মান বৃদ্ধির জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যাবে, যাতে করে দুর্যোগ পীড়িত মানুষের জীবনে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন আনা যায়। এছাড়াও এটি শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, মানবিক কর্মী ও সংগঠনগুলির মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধি করা সহ তাদের জবাবদিহিতা ও কার্যক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

বাংলা সংস্করণের ISBN : 984-300-000927-4

নভেম্বর, ২০০৭

ডিজাস্টার ফোরাম

কমনওয়েলথ এডুকেশন ফান্ড

INEE

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি,
দীর্ঘমেয়াদী সংকট এবং ষাণ্ডমিক
পুনর্গঠনের সময় শিক্ষার ন্যূনতম মান



The Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) এমন একটি আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক, যার ১০০ সদস্য সংগঠন এবং ৮০০ ব্যক্তি সদস্য দুর্ভোগকালে ও দুর্ভোগ পরবর্তী পুনর্বাসনকালে শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একযোগে কাজ করছে। দুর্ভোগকালীন শিক্ষা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ, দুর্ভোগে আক্রান্ত মানুষের শিক্ষার অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা নেওয়া এবং সদস্য ও অংশীদারদের মধ্যে নিয়মিত তথ্য আদান-প্রদানের নিশ্চয়তা বিধান করা এই নেটওয়ার্কের অন্যতম দায়িত্ব। কেয়ার ইউএসএ, আন্তর্জাতিক রেসকিউ কমিটি, সেভ দ্যা চিলড্রেনের আন্তর্জাতিক জোট, নরওয়ে রিফ্যুজি কাউন্সিল, ইউনেস্কো, ইউএনএইচসিআর, ইউনিসেফ এবং বিশ্ব ব্যাংক থেকে প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত একটি স্টিয়ারিং গ্রুপ বর্তমানে INEE পরিচালনা করছে।

আরও তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন :-

INEE

C/O. UNESCO

ED/EPS

7 Place de Fontenoy

75007 Paris, France

coordinator@ineesite.org

www.ineesite.org

ইংরেজি সংস্করণের স্বত্ব : INEE @2004

ইংরেজি সংস্করণের ISBN 1-58030-034-0

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। তবে শিক্ষামূলক কাজের জন্য যেকোনোভাবে ব্যবহার করা যাবে। এ ধরনের ব্যবহারের জন্য আনুষ্ঠানিক অনুমতি নিতে হবে এবং এ ধরনের অনুমতি দ্রুত দেওয়া হয়ে থাকে। অন্য পরিবেশে ছায়ালিপি, অন্য প্রকাশনায় ব্যবহার বা অনুবাদ করার জন্য স্বত্বাধিকারীর নিকট থেকে অবশ্যই পূর্বানুমতি নিতে হবে।

প্রচ্ছদের ছবি : আন্তর্জাতিক রেসকিউ কমিটি

ডিজাইন ও মুদ্রণ : DS Print, Redesign, London

আমাদের কথা

দুর্যোগজনিত জরুরি অবস্থায়, সংকটকালে ও পুনর্বাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা কর্মসূচিকে জোরদার ও গণমুখী করে তোলার জন্য সারা বিশ্বে যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, "The Minimun Standard for Education in Chronic Crisis and Early Reconstruction" এর বাংলা সংস্করণ সেই প্রচেষ্টারই ধারাবাহিকতা। এই বইটি যারা ইংরেজিতে পড়েছেন তারা জানেন এর বাংলা অনুবাদ খুব একটা সহজ নয়। এছাড়াও আমরা চেষ্টা করেছি অনুবাদ সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য। এজন্য বইটির সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের সাথে আমরা বারবার আলোচনা ও মতবিনিময় করেছি। একাজে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল তবে আন্তরিকতার অভাব ছিলনা।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহলের মতামত ও সুপারিশ আমরা যথাসম্ভব গ্রহণ করেছি। অনুবাদ ও সম্পাদনায় আমাদের সময় লেগেছে প্রচুর। তারপরেও আমরা মনেকরি এই সংস্করণটি আরও ভালো হতে পারতো। পরবর্তী সংস্করণে এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠবার প্রতিশ্রুতি রইলো। বইটির অনুবাদ করেন মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ এবং খালেদ হোসেন। পরবর্তীতে এ কাজের সাথে যুক্তহন ও সহযোগিতা করেন মোঃ রেজাউল করিম (একশানএইড-এ কর্মরত), জাহিদ হায়দার (দুর্যোগ বিশেষজ্ঞ) অনিরুদ্ধ আলম (বিজ্ঞ-এ কর্মরত), পলাশ মন্ডল (নিরাপদ এ কর্মরত), মোঃ মুনতাসিম তানভীর (সিইএফ-এ কর্মরত), সুমাইয়া নূর (দুর্যোগ ফোরাম-এ কর্মরত), ফিরোজ আলম (এসো দেশ গড়ি তে কর্মরত), খন্দকার জিল্লুর রহমান (উদ্যোগ-এ কর্মরত), এফ এম সারোয়ার হোসেন (নেটজ্-এ কর্মরত), সুমন ইসলাম (কেয়ার-এ কর্মরত), দীপু মাহমুদ (কেয়ার-এ কর্মরত), বিলু কবীর (ইউডিপিএস-এ কর্মরত) এবং আজিজুল রাসেল (গল্পকার ও ইতিহাস গবেষক, সেভ দ্যা চিলড্রেন ইউকে তে কর্মরত)।

অনুবাদটির Validation এ অংশ নিয়েছেন ৪০ জন স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক NGO, সরকারী, নাগরিক সমাজ, মিডিয়ার শিক্ষা ও দুর্যোগ বিষয়ক কর্মকর্তাবৃন্দ। এ কাজে সমন্বয় ও প্রকাশনা বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব পালন করেছেন খালেদ হোসেন।

বাংলা অনুবাদ ও বইটি প্রকাশের সকল ব্যয়ভার বহন করেছে কমনওয়েলথ এডুকেশন ফাউন্ড এবং টেকনিক্যাল সহযোগিতা দিয়েছে সেভ দ্যা চিলড্রেন ইউকে। আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। বইটি অনুবাদ ও প্রকাশে আমাদের যে সব সদস্য সংগঠনের পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি, তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলা অনুবাদের সকল অংশ সংশোধন যোগ্য। আপনাদের মতামত সবসময় আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করবো।

ধন্যবাদ।

গণহতার নঈম ওয়ারা

প্রধান সম্পাদক

অনুবাদ ও সম্পাদনা পর্ষদ

The Minimun Standard for Education in
Chronic Crisis and Early Reconstruction

ডিজাস্টার ফোরাম

আমাদের কথা

দুর্যোগজনিত জরুরি অবস্থায়, সংকটকালে ও পুনর্বাসনের প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অধিকারকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষা কর্মসূচিকে জোরদার ও গণমুখী করে তোলার জন্য সারা বিশ্বে যে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে, "The Minimum Standard for Education in Chronic Crisis and Early Reconstruction" এর বাংলা সংস্করণ সেই প্রচেষ্টারই ধারাবাহিকতা। এই বইটি যারা ইংরেজিতে পড়েছেন তারা জানেন এর বাংলা অনুবাদ খুব একটা সহজ নয়। এছাড়াও আমরা চেষ্টা করেছি অনুবাদ সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য। এজন্য বইটির সম্ভাব্য ব্যবহারকারীদের সাথে আমরা বারবার আলোচনা ও মতবিনিময় করেছি। একাজে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা ছিল তবে আন্তরিকতার অভাব ছিলনা।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মহলের মতামত ও সুপারিশ আমরা যথাসম্ভব গ্রহণ করেছি। অনুবাদ ও সম্পাদনায় আমাদের সময় লেগেছে প্রচুর। তারপরেও আমরা মনেকরি এই সংস্করণটি আরও ভালো হতে পারতো। পরবর্তী সংস্করণে এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠবার প্রতিশ্রুতি রইলো। বইটির অনুবাদ করেন মোঃ মহিউদ্দিন আহমেদ এবং খালেদ হোসেন। পরবর্তীতে এ কাজের সাথে যুক্তহন ও সহযোগিতা করেন মোঃ রেজাউল করিম (একশানএইড-এ কর্মরত), জাহিদ হায়দার (দুর্যোগ বিশেষজ্ঞ) অনিরুদ্ধ আলম (বিজ্ঞ-এ কর্মরত), পলাশ মন্ডল (নিরাপদ এ কর্মরত), মোঃ মুনতাসিম তানভীর (সিইএফ-এ কর্মরত), সুমাইয়া নূর (দুর্যোগ ফোরাম-এ কর্মরত), ফিরোজ আলম (এসো দেশ গড়ি তে কর্মরত), খন্দকার জিল্লুর রহমান (উদ্যোগ-এ কর্মরত), এফ এম সারোয়ার হোসেন (নেটজ্-এ কর্মরত), সুমন ইসলাম (কেয়ার-এ কর্মরত), দীপু মাহমুদ (কেয়ার-এ কর্মরত), বিলু কবীর (ইউডিপিএস-এ কর্মরত) এবং আজিজুল রাসেল (গল্পকার ও ইতিহাস গবেষক, সেভ দ্যা চিলড্রেন ইউকে তে কর্মরত)।

অনুবাদটির Validation এ অংশ নিয়েছেন ৪০ জন স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক NGO, সরকারী, নাগরিক সমাজ, মিডিয়ার শিক্ষা ও দুর্যোগ বিষয়ক কর্মকর্তাবৃন্দ। এ কাজে সমন্বয় ও প্রকাশনা বিশেষজ্ঞের দায়িত্ব পালন করেছেন খালেদ হোসেন।

বাংলা অনুবাদ ও বইটি প্রকাশের সকল ব্যয়ভার বহন করেছে কমনওয়েলথ এডুকেশন ফান্ড এবং টেকনিক্যাল সহযোগিতা দিয়েছে সেভ দ্যা চিলড্রেন ইউকে। আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। বইটি অনুবাদ ও প্রকাশে আমাদের যে সব সদস্য সংগঠনের পরামর্শ ও সহযোগিতা পেয়েছি, তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলা অনুবাদের সকল অংশ সংশোধন যোগ্য। আপনাদের মতামত সবসময় আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করবো।

ধন্যবাদ।

গণ্ডহার নঈম ওয়ারা

প্রধান সম্পাদক

অনুবাদ ও সম্পাদনা পর্ষদ

The Minimum Standard for Education in
Chronic Crisis and Early Reconstruction

ডিজাস্টার ফোরাম

পরিচিতি : দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার ন্যূনতম মান

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার ন্যূনতম মান (Minimum Standards for Education in Emergencies-MSEE), একই সঙ্গে একটি পুস্তিকা এবং কিছু প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার, যা জরুরি পরিস্থিতিতেও শিশু, কিশোর এবং বয়স্কদের শিক্ষার অধিকারের স্বীকৃতি দেয়। এটি ক্ষিয়ার প্রজেক্টের মূল সুরেরই প্রতিফলন : যা বিশ্বাস করে দুর্যোগ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতময় পরিস্থিতিতে নিপতিত মানুষের দুর্যোগ লাঘবের জন্য সম্ভাব্য সবকিছুই করতে হবে এবং অবশ্যই দুর্যোগকালেও মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার পূর্ণ অধিকার মানুষের রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত সার

শিক্ষা সকল মানুষের অধিকার। একাধিক আন্তর্জাতিক নীতিমালা, সনদ, দলিলপত্রে এই অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যেমন : সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮); স্ট্যাটাস অব রিফিউজি সংক্রান্ত সনদ (১৯৫১); জেনেভা কনভেনশনের (IV) যুদ্ধকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের সুরক্ষা সংক্রান্ত অংশ; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তি (১৯৬৬); আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯) এবং দি ডাকার ওয়ার্ল্ড এডুকেশন ফোরাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন (২০০০); সবার জন্য শিক্ষা ধারণাটি সমর্থন করে।

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি এবং দীর্ঘমেয়াদী সংকটকালে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক পুনর্গঠন একই সাথে মানুষের জন্য জীবনরক্ষাকারী ও জীবনদায়ী (life sustaining) হতে পারে। ভূমিমাইন থেকে আত্মরক্ষার কৌশল বা এইচআইডি/এইডস প্রতিরোধ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রচার ও শোষণ নিপীড়ন থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে এটি জীবন রক্ষা করতে পারে। এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা শিশু ও কিশোর/কিশোরীদের

৬ দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার ন্যূনতম মান

সংকটকালেও স্থিতি, সুসময় ও পুনর্বাসনের স্বপ্ন সামনে এনে বেঁচে থাকার শক্তি যোগায়। এ ছাড়াও এই ব্যবস্থা বেদনাদায়ক স্মৃতি লাঘবে সহায়তা করে, দক্ষতা বৃদ্ধি করে, সর্বোপরি দ্বন্দ্ব-সংঘাত মিটিয়ে ফেলে শান্তি স্থাপনের পথ দেখায়।

সাম্প্রতিককালে জরুরি পরিস্থিতিতে প্রাতিষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে। লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোর ও বয়স্ক মানুষ, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলো এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতেও শিক্ষাকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়ার ব্যাপারে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে:

১. দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতেও মানুষের শিক্ষার অধিকার কেড়ে নেয়া যায় না এবং শিক্ষা-কার্যক্রম মৌলিক মানবাধিকারের বাইরে নয়, শিক্ষাকে মানবিক সাড়াদানের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে দেখতে হবে; এবং
২. দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার ন্যূনতম মান রক্ষার জন্য কঠোর মানসিকতা ও অঙ্গীকার প্রদর্শন করতে হবে। একই সাথে এ ধরনের শিক্ষায়, জনগোষ্ঠীর সকল অংশের অংশগ্রহণের অধিকার ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

এ প্রেক্ষিতে ২০০৩ সালে দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা-কর্মসূচির বিশ্বজনীন ন্যূনতম মান নির্ধারণের কাজটি করার জন্য একটি working group গঠন করা হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা ও দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি পরবর্তীকালে শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে গবেষক, পেশাজীবী, উৎসাহী ব্যক্তি, জাতিসংঘের অঙ্গ সংগঠনসমূহ, এনজিও এবং দাতাসংস্থার সমন্বয়ে ইন্টার এজেন্সি নেটওয়ার্ক অব এডুকেশন ইন ইমার্জেন্সি (Inter-Agency Network of Education in Emergencies-INEE) এ ধরনের একটি মুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এই নেটওয়ার্ক এ সংক্রান্ত ভালো দৃষ্টান্ত ও উদ্যোগ, উপকরণ ও গবেষণাকর্ম সংগ্রহ ও বিতরণের দায়িত্ব পালন করবে; এ্যাডভোকেসির মাধ্যমে দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে ভুক্তভোগী মানুষের শিক্ষার অধিকার রক্ষার চেষ্টা করবে এবং নিজের সদস্য ও সহযোগীদের মধ্যে নিয়মিত তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিত করবে। INEE প্রয়োজনীয় সম্পদের ঘাটতিও খুঁজে বের করবে এবং সদস্য সংগঠনসমূহের দ্বারা গঠিত এ বিষয়ক কমিটির (Task Teams) মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের চেষ্টা করবে।

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা-কর্মসূচির ন্যূনতম মান নির্মাণের যে ব্যাপক ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল, এই পুস্তিকাটিতে সেই বিশ্বজনীন মানসমূহই উপস্থাপন করা হয়েছে। INEE কর্তৃক গঠিত 'দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার ন্যূনতম মান নির্মাণ কমিটি (Working Group on Minimum Standards for Education in Emergencies-WGMSEE)' সেই ২০০৩ সাল থেকে ন্যূনতম মান,

মাপকাঠি ও সহায়িকা নির্মাণের জন্য বৃহত্তর পরিসরে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে কাজ করে আসছে, যা কিনা শেষ পর্যন্ত দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে এবং প্রাথমিক পুনর্বাসনকালে শিক্ষা প্রদানের ন্যূনতম স্তর নির্ধারণ থেকে শুরু করে এ জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দিকনির্দেশনা দেবে। এই নির্মাণ-প্রক্রিয়ার মূল উপাদান ছিল জাতীয়, উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক পরামর্শসভা, INEE-এর তালিকাভুক্ত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের অনলাইন পরামর্শ এবং সবশেষে একটি বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া। প্রতিটি স্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য পরবর্তী স্তরের প্রক্রিয়ার জন্য নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা হয়েছে।

এই ন্যূনতম মানসমূহ নির্মাণে ৫০টিরও বেশি দেশের ২,২৫০ জনেরও বেশি মানুষ অবদান রেখেছেন। ২০০৪ সালের জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়ে WGMSEE এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের দেশসমূহের অংশগ্রহণকারীদের সমন্বয়ে চারটি আঞ্চলিক পরামর্শসভা করেছে। এই আঞ্চলিক পরামর্শসভাগুলোতে ঐসব অঞ্চলের ৫১টি দেশের আক্রান্ত জনগোষ্ঠী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও, সরকার ও জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনের ১৩৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এর আগে INEE প্রতিনিধি ও সদস্যবৃন্দ ১১০ টিরও বেশি স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরামর্শসভা করেন। ৪৭টি দেশে অনুষ্ঠিত এসকল পরামর্শসভায় আক্রান্ত জনগোষ্ঠীসমূহ থেকে ১৯০০-এর বেশি ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষা ব্যক্তিত্বসহ শিক্ষাবিদ, সরকার, এনজিও, দাতা, জাতিসংঘের অঙ্গসংগঠনসমূহ এবং গবেষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন এবং তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেন। আঞ্চলিক পরামর্শসভাগুলোর প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় ও জাতীয় পরামর্শসভাগুলোতে প্রণীত মান, মানদণ্ড ও নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে তাদের মতামত দেন। এদিকে INEE কর্তৃক মনোনীত ১০০-এর বেশি তালিকাভুক্ত ব্যক্তি আঞ্চলিক মানসমূহ নির্মাণে তাদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। ২০০৪ সালের গ্রীষ্মকালে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভায় ৪০ জনের বেশি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন এবং বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আঞ্চলিক মানসমূহকে বিশ্বজনীন মানে রূপান্তরিত করেন।

এভাবে যে ন্যূনতম মানসমূহ পাওয়া গেল তার মূলভিত্তি হল : শিশু-অধিকার সনদ (CRC), দি ডাকার এডুকেশন ফর অল (EFA) Framework, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG) এবং ফিয়ার প্রজেক্টের মানবিকতার ঘোষণাপত্র। CRC, MDG এবং EFA সবার জন্য, এমনকি দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত মানুষেরও মানসম্মত শিক্ষার কথা বলে। এই পুস্তিকাটি শিক্ষার একটি ন্যূনতম মান অর্জন, মানুষের শিক্ষার অধিকার রক্ষা এবং এগুলি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা করবে।

১৯৯৭ সালে মানবিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত একগুচ্ছ এনজিও, রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট কর্তৃক 'দি ফিয়ার প্রজেক্ট : মানবিকতার ঘোষণাপত্র ও দুর্যোগে সাড়া দেয়ার ন্যূনতম মানসমূহ নির্মিত ও প্রকাশিত হয়। এখানে বলা হয়েছে, দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে মানবিক সহায়তা পাওয়া মানুষের অধিকার, দয়া বা করুণা নয়। দি

শিক্ষার প্রজেক্ট-এ পানি ও স্যানিটেশন, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও খাদ্য সহায়তা, আশ্রয়কেন্দ্র, স্বাস্থ্যসেবার ন্যূনতম মান সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে শিক্ষার অধিকার সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।

মানবিকতার ঘোষণার মূল ভিত্তি হল : আন্তর্জাতিক মানবিক আইন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, উদ্বাস্তু আইনের মূলস্তর ও চেতনা এবং আন্তর্জাতিক রেডক্রস, রেডক্রিসেন্ট ও দুর্যোগে কর্মরত এনজিওদের আচরণবিধি। এই ঘোষণাপত্রটি জরুরি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত মানুষের সহায়তা ও নিরাপত্তা পাবার অধিকার নিশ্চিত করার দৃঢ়সংকল্প পুনঃঘোষণা করে এবং এ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার মূলনীতিমালাসমূহ অনুমোদনের নির্দেশনা দেয়। এ ছাড়াও এটি দুর্গত মানুষের মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার অধিকার নিশ্চিত করারও ঘোষণা দেয়। এই ঘোষণাপত্রটি দুর্গত মানুষের নিরাপত্তা ও সহায়তা পাবার অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রসমূহ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের নৈতিক দায়বদ্ধতার বিষয়টিও চিহ্নিত ও নির্দেশ করেছে। এখানে এটিও বলা হয়েছে যে, কোনো সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি এই দায়িত্ব পালনে অপারগ / অসমর্থ হয়, তখন মানবিক সংস্থাগুলোকে এই কাজ করার অনুমতি ও সহযোগিতা দেয়া তাদের অবশ্য কর্তব্য।

ন্যূনতম মানসমূহ কখন ব্যবহার করা যেতে পারে

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার ন্যূনতম মানসমূহ জরুরি সাড়া প্রদানকালে ব্যবহারের জন্যই নির্মাণ করা হয়েছে। তবে এটি দুর্যোগ প্রস্তুতিকালে এবং মানবিকতা বিষয়ক অধিপরামর্শ (Advocacy) সম্পর্কেও ব্যবহার করা যেতে পারে। বস্তুর এটির ব্যবহারের ক্ষেত্র ব্যাপক, এটি যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে ব্যবহার করা যেতে পারে, তেমনই যুদ্ধকালীন সংঘাতময় পরিস্থিতিতেও অনুসরণ করা যেতে পারে। এই পুস্তিকাতে 'জরুরি পরিস্থিতি' (Emergency) শব্দটি একটি মৌলিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এটির দ্বারা প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ এবং জটিল জরুরি পরিস্থিতিকেও বোঝানো হয়েছে। মোট কথা যে পরিস্থিতি মানুষের স্বাভাবিক জীবনপ্রবাহ ব্যাহত করে, নিরাপত্তা, মৌলিক অধিকার ও জীবন যাপনে হুমকি সৃষ্টি করে এমন সব পরিস্থিতিকেই বোঝানো হয়েছে। সেগুলো প্রধানত নিম্নরূপ :

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলতে – বন্যা/ঘূর্ণিঝড়/হারিকেন/ টাইফুন, ভূমিকম্প, খরা এবং এ জাতীয় দুর্যোগ বোঝানো হয়েছে। কিছু প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন ভূমিকম্পের কোনো সতর্কীকরণ সংকেত নেই এবং যা ঘটনাস্থলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। অন্যদিকে খরা অত্যন্ত ধীরে আসে, কিন্তু মানুষের জীবনে একইরকম ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলে।
- অপর দিকে জরুরি পরিস্থিতি সাধারণত মানুষের তৈরি। সাধারণ সংঘাত, যুদ্ধ, গণঅসন্তোষের কারণে ঘটে থাকে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগ

যোগ হয়ে মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মানুষের জীবন, নিরাপত্তা, কল্যাণমুখী কাজ, মর্যাদা নানাভাবে সংকটের সম্মুখীন হয়।

এই পুস্তিকাটিতে যা রয়েছে তা কোনোভাবেই কোনো বিধিবিধান বা আইন নয়। এই ন্যূনতম মানসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীর ও পেশার পক্ষসমূহের মতামত অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে। এদের মধ্যে ছিলেন গৃহিণী ও বিভিন্ন সামাজিক পরিচিতির মানুষ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা, দাতাসংস্থা ও বাস্তবায়নকারী কর্মীবৃন্দ। ন্যূনতম মানসমূহ এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে, যেন পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে দেশের সরকার, অন্যান্য কর্তৃপক্ষ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ শিক্ষা-কর্মসূচি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য কীভাবে কাজ করবে তার দিকনির্দেশনা এখানে রয়েছে। এতক্ষণ যে ধরনের জরুরি পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে সরকার, সংশ্লিষ্ট পক্ষ, কমিউনিটি, মানবিক কর্মীদের ব্যবহার উপযোগী করেই মানসমূহ নির্মাণ করা হয়েছে।

সময়সীমা

সময়সীমা আসলে নির্ভর করে এটির প্রয়োগের ক্ষেত্রের উপর। এটা হতে পারে জরুরি অবস্থায় সাড়া দেবার একেবারে প্রথমদিকে বা পুনর্গঠনের সময়, এটি প্রয়োগ হতে পারে ধর্মীয়-সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে বৈচিত্রপূর্ণ সমাজের ক্ষেত্রে। এই পুস্তিকাতে বর্ণিত মানদণ্ডসমূহ সারা পৃথিবীর সকল পরিস্থিতিতে সমভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে বা সকল সমাজ-জনগোষ্ঠী বা কর্মীর জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। কেননা একটি মান বা মাপকাঠি অর্জন করতে স্থান-কাল-পাত্রভেদে কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস বা কয়েক বছর লেগে যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ন্যূনতম মান ও মানদণ্ডসমূহ অর্জনের জন্য কোনো বহিঃসাহায্যের প্রয়োজন নাও হতে পারে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটি অর্জনের জন্য শিক্ষাকর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সংস্থার পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন হতে পারে। তবে যখন ন্যূনতম মান এবং মানদণ্ডসমূহ অর্জনের জন্য কাজ করা হবে, তখন সংশ্লিষ্ট সকলকে এটি অর্জনের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা অবশ্যই নির্ধারণ করে নিতে হবে।

ন্যূনতম মানসমূহ কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে

আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং এনজিওরা জরুরি পরিস্থিতি ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ধরনের শিখন ও মনো-সামাজিক কাজের জন্য বেশ কিছু ম্যানুয়াল ও উপকরণ তৈরি করেছে। এগুলো ব্যবহারের জন্য সুন্দর ব্যবহারবিধি এবং অনুসারণিকাও রয়েছে। এই সংস্থাগুলো এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়সমূহ ও শিক্ষা-কর্মকর্তীবৃন্দ মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখার জন্য বেশ কিছু নীতিমালা এবং অনুসারণিকাও তৈরি করেছে। মাঠ-পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা-কর্মসূচির বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা বা কর্মকৌশল এই বইটিতে তুলে ধরা হয়নি।

পক্ষান্তরে এই বইটিতে এমন ন্যূনতম মানসমূহ, মানদণ্ড এবং অনুসারণিকার কথা বলা হয়েছে যা দুর্যোগ সাড়াদানের মানবিক কর্মসূচির সাথে শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রাথমিক পদক্ষেপ থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন করতে এবং অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবে। একই

১০ দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার ন্যূনতম মান

সাথে এটি সরকারি ও সামাজিক সহায়তার কথাও বলে। ন্যূনতম মানগুলোকে পাঁচটি ভাগে বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলো হল -

- **সকলের জন্য একই মান :** এখানে বর্ণিত ন্যূনতম মানসমূহ প্রয়োগের সময় স্থানীয় সম্পদের ব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট সামাজিক অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। একই সাথে এটা বলা হয়েছে দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া প্রদান হবে প্রাথমিক নিরূপনের উপর ভিত্তি করে। সাড়া প্রদান হবে যথার্থ আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিরবিচ্ছিন্ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অত্যাাবশ্যিক।
- **অভিগম্যতা ও শিখন পরিবেশ :** এ ধরনের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে সমন্বয়ের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। ‘অন্যান্য ক্ষেত্র’ বলতে স্বাস্থ্যসেবা, পানি ও স্যানিটেশন, খাদ্য-পুষ্টি ও আশ্রয়কেন্দ্রকে বোঝানো হয়েছে। এর ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মনোবল, সচেতনতা ও নিরাপত্তাবোধ বৃদ্ধি পায়।
- **শিক্ষাদান ও শিখন :** সেইসব জটিল পদ্ধতি ও কৌশলের উপর আলোকপাত করা হয়েছে যেগুলো কার্যকরী শিক্ষাদান ও শিখন নিশ্চিত করে। যেমন: ১. কারিকুলাম, ২. প্রশিক্ষণ, ৩. নির্দেশনা এবং ৪. চাহিদা নিরূপণ।
- **শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ক কর্মী :** কর্মী বাছাই ও নিয়োগ, চাকুরির শর্তাবলি, তত্ত্বাবধান ও সহায়তা নীতিমালা থেকে শুরু করে এ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, এবং
- **শিক্ষানীতি ও সমন্বয় :** সমন্বয়, পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং আইন প্রণয়ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

মান (standards) ও নির্দেশক-এর (indicators) মধ্যে পার্থক্য

দুর্গত মানুষেরও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে- এই বিশ্বাসই ন্যূনতম মানের মূলভিত্তি। জরুরি পরিস্থিতিতে অন্যান্য মানবিক সহায়তার সাথে সাথে শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ অব্যাহত রাখতে হবে - এখানে এই বিশ্বাসই প্রতিফলিত হয়েছে। এই ব্যবস্থা হবে গুণগত মানসম্পন্ন ও বিশ্বজনীন এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নযোগ্য। প্রতিটি ন্যূনতম মানের জন্য নির্ধারিত মূল নির্দেশকটি নির্দেশ করবে ঐ নির্দিষ্ট মানটি অর্জিত হয়েছে কি হয় নি। এই নির্দেশকগুলো শিক্ষা-কর্মসূচির প্রভাব ও কার্যকারিতা এবং ব্যবহৃত পদ্ধতি তা গুণগত বা পরিমাণগত যাই হোক না কেন, পরিমাপের জন্য মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। মূল নির্দেশকগুলো ছাড়া ন্যূনতম মানগুলি কিছু চমৎকার প্রতিশ্রুতি মাত্র এবং এভাবে ন্যূনতম মান বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব। প্রতিটি অধ্যায়ে যে পরিচালনা

এবং পরস্পরবিরোধিতা (dilemma)'র বিষয়সমূহ চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে। সহায়িকাগুলো নির্দিষ্ট নির্দেশকের সাথে সম্পর্কিত, যা এই পুস্তিকাতে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। মূল নির্দেশক এবং সেটির জন্য নির্দিষ্ট সহায়িকা একই সাথে পড়তে হবে। এটা মনে রাখা দরকার যে, প্রতিটি অধ্যায় পরস্পর সম্পর্কিত। একটি অধ্যায়ে বর্ণিত মানটি আলোচনার সময় প্রায়ই অন্য অধ্যায়ে বর্ণিত মান প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনায় চলে আসবে। যেখানে যেখানে দরকার, অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মান, সহায়িকা ও নির্দেশক চিহ্নিত করার জন্য সহায়ক নোট ব্যবহার করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহ

ন্যূনতম মানসমূহ নির্মাণের ক্ষেত্রে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। এগুলো সবই, মানবাধিকার ও শিশুঅধিকার, জেন্ডার, জনগণের অংশগ্রহণের অধিকার, এইচআইভি/এইডস, প্রতিবন্ধিতা এবং বিপন্নতার সাথে সংশ্লিষ্ট উপকরণ। এই সকল উপাদান আলাদা না করে সংশ্লিষ্ট মানসমূহের ভিতরেই আলোচনা করা হয়েছে।

সুযোগ ও সীমাবদ্ধতা

প্রতিটি বিষয়ের জন্য ন্যূনতম মানসমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ। তথাপিও, বিশ্বজনীন মান নির্মাণ এবং সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষমতার মধ্যে একটি অনিবার্য দ্বন্দ্ব (tension) রয়েছে। প্রতিটি বিষয়ই স্বতন্ত্র। সে কারণেই ন্যূনতম মানসমূহ নির্মাণে বিশ্বজনীন উন্নয়নপ্রক্রিয়া (global development process) অনুসরণ করা হয়েছে এবং মানবাধিকার কর্মী, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাকর্মী, সরকার, শিক্ষাকর্তৃপক্ষ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং বিভিন্ন দেশ ও সমাজের বিপন্ন মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় বিষয়সমূহ, ন্যূনতম মান ও মূল নির্দেশক অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে পুস্তিকায় কি কি মান ও নির্দেশক উল্লেখিত রয়েছে এবং এগুলোর কোনটি কোনটি অর্জন সম্ভব হয়েছে তার বিবরণ দিতে হবে। ন্যূনতম মান ও নির্দেশকগুলো কেনো অর্জন করা সম্ভব হলো না এবং কিভাবে এগুলো অর্জন করা যায় তা ব্যাখ্যা করতে হবে।

ন্যূনতম মানসমূহ বা স্কিমার মানবিকতার ঘোষণাসমূহ দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা-কর্মসূচির সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। তবুও ন্যূনতম মানসমূহ মানবিক সংস্থাগুলি, সরকার ও জনগণের হাতে শিক্ষা-কর্মসূচির কার্যকারিতা বাড়ানো ও উন্নয়নের একটি হাতিয়ার তুলে দিচ্ছে। এভাবেই ন্যূনতম মানসমূহ দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষণীয় পরিবর্তন আনছে।

১. সকলের জন্য একই ন্যূনতম মান

মুখবন্ধ

এই অধ্যায়ে ছয়টি মান সম্পর্কে বিস্তারিত বলা হয়েছে, বলা বাহুল্য এটি এই পুস্তিকায় বর্ণিত অন্যান্য মানের সাথে ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কিত। মানগুলি হল : ১) সামাজিক অংশগ্রহণ, ২) স্থানীয় সম্পদ, ৩) প্রাথমিক নিরূপন, ৪) সাড়াদানের কৌশল, ৫) পরিবীক্ষণ এবং ৬) মূল্যায়ন। এগুলোকে দু'টি ভাগে উপস্থাপন করা হল, সামাজিক অংশগ্রহণ (অংশগ্রহণ এবং সম্পদ) এবং বিশ্লেষণ (পর্যালোচনা, সাড়াদান, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন)। এখানে যে মানসমূহের কথা বলা হয়েছে সেগুলো প্রয়োগের সময়, অভিজ্ঞতা ও শিখনের পরিবেশ, শিক্ষাদান ও শিখন, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষানীতি ও সময়ের ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন কাজে মানবিক কর্মী ও সংস্থাগুলো এবং জনসাধারণ সহায়তা করবে।

আন্তর্জাতিক আইন ও দলিলপত্রের সাথে যোগসূত্র

মানবাধিকার সনদ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের শিক্ষা গ্রহণের অধিকারসহ, সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে। মানবিক সংস্থা ও কর্মীদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে এমনভাবে জনগণকে সহায়তা করা, তা যেন মানবাধিকার সনদের মূলচেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং একই সাথে যেন যে কোনো প্রকার বৈষম্যমুক্ত এবং অংশগ্রহণ ও তথ্য পাবার অধিকার সংরক্ষণ করে, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ এবং রিফিউজি আইনে বর্ণিত হয়েছে।

ফিয়ার প্রজেক্ট : মানবিকতার ঘোষণাপত্র, রেডক্রস ও রেডক্রিসেন্ট এবং ত্রাণ কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত এনজিও ইত্যাদি মানবিক সংস্থাসমূহের আচরণবিধি প্রণয়নের মাধ্যমে সহায়তা প্রত্যাশী মানুষের কাছে নিজেদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সর্বজনীন মানগুলো মূলত শিক্ষা সহায়তা প্রদানরত ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহের দায়িত্বেরই রূপরেখা।

সকল শ্রেণীর জন্য একই মানের গুরুত্ব

এই অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এখানে সামাজিক অংশগ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট কারিগরি (technical) বিশ্লেষণ সম্পর্কিত অধ্যায়ে যাওয়ার আগে এ অধ্যায়টি পড়তে হবে। কেননা এখানে যে মানসমূহের রূপরেখা দেয়া হয়েছে, সেগুলো একটি ছায়াবৃক্ষের মতো, ছায়া দিয়ে অন্যান্য মানকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। সেগুলো একটি বৃহত্তর বন্ধনী তৈরি করে বাকি সব ন্যূনতম মানকে বেষ্টিত করে আছে। দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির সকল পর্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ খুবই জরুরি। সঠিকভাবে কর্মসূচির রূপরেখা নির্মাণ ও সম্পদের যোগান দেয়ার জন্য দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির গুরুত্বই সম্পদ, চাহিদা ও ঘাটতিসমূহ অবশ্যই চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের জন্য একটি লাগসই জরুরি শিক্ষা কর্মসূচি নির্মাণের অভ্যাবশ্যিক ভিত্তি রচিত হবে প্রাথমিক নিরূপণের উপর। প্রাথমিক নিরূপণ জরুরি পরিস্থিতি, দুর্যোগের ধরন ও মানুষের উপর তার প্রভাব বিশ্লেষণ করে দেবে। আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সামর্থ্য ও হাতের কাছে পাওয়া যাবে এমন স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিত করতে হবে। একই সাথে জনগোষ্ঠীর চাহিদা, বিপন্নতা এবং জরুরি সেবা, সম্পদ ও চাহিদার মধ্যে ঘাটতিও নিরূপণ করতে হবে। কর্মসূচির কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য জরুরি দুর্যোগ পরিস্থিতি নিরূপণে দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠী (community) ছাড়াও স্থানীয় সরকার, শিক্ষা ও শিক্ষা কর্মসূচির বাইরে কাজ করে এমন মানবিক কর্মীদেরকেও যুক্ত করতে হবে। চাহিদা নিরূপণের সময় সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষাকে অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আলাদা করে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। এমনকি অর্থনীতি, সামাজিক, লোকজ ও ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, রাজনীতি বা নিরাপত্তার ক্ষেত্র থেকেও শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষাব্যবস্থা যেন দুর্যোগের সাথে বসবাস করার ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথে বাধা না হয়। দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির কার্যকারণ বিশ্লেষণ করা খুবই কঠিন। যদি সমস্যাটি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা বা বোঝা না যায়, তা হলে সঠিকভাবে সাড়া প্রদান করাও সম্ভব হবে না।

সাড়াপ্রদান কর্মসূচি অনেকগুলো বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন- সাড়াদানকারীদের সক্ষমতা, তাদের দক্ষতার ক্ষেত্র, তহবিলের সীমাবদ্ধতা, এলাকা পরিচিত কি-না বা দুর্যোগের সাথে পরিচিত কি-না এবং কর্মী ও শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার ঝুঁকি ইত্যাদি। এখানে যে মানসমূহের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা পরিষ্কার করার জন্য 'কে করবে, কী করবে এবং কখন করবে' (who does what when) কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। একটি লাগসই সাড়াদান পদ্ধতি নিরূপণ করার পর, লক্ষ্য নির্ধারণের কর্মকৌশল নির্মাণ করতে হবে, যাতে করে কর্মীরা চাহিদা অনুযায়ী এবং কোনো বৈষম্য না করে সেবা প্রদান করতে পারে।

কর্মসূচির গুরুত্বই তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার জন্য মনিটরিং নীতিমালা ও ব্যবস্থা স্থাপন করতে হবে। যাতে উদ্দেশ্যানুযায়ী অবিরামভাবে অগ্রগতি পরিমাপ করতে পারে এবং

কর্মসূচির গতি ও পরিবর্তনের ধারা পর্যবেক্ষণ করা যায়। মূল্যায়ন সাধারণত কর্মসূচির শেষে করা হয়, অবশ্য এটি কর্মসূচি চলাকালীন সময়েও করা যায়। তবে কর্মসূচির সময়কাল অনুযায়ী নিয়মিত বিরতিতে করা ভালো এবং অবশ্যই কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য ও কার্যকারিতা নির্ধারণ ও শিখনগুলো চিহ্নিত করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মসূচি আরও ভালোভাবে বাস্তবায়ন করা যায়। মূল্যায়নে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর এবং শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় যারা অংশগ্রহণ করবেন তারা বিব্রতবোধ করতে পারেন – এ বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পুরো প্রক্রিয়াটির পদ্ধতি, ধাপসমূহ, বিষয়বস্তু ও প্রাপ্ত ফলাফলের স্বচ্ছতা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো ও উপকারভোগীদের মধ্যে ফলাফলের ব্যাপক প্রচার (dissimination) নিশ্চিত করতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্য ও পরিস্থিতি, রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে স্পর্শকাতর হতে পারে। এক্ষেত্রে এগুলো খুব সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এবং কর্মকৌশল নির্মাণে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণই হচ্ছে একটি কার্যকরী জরুরি শিক্ষা কর্মসূচির মূল ভিত্তি। ‘সামাজিক অংশগ্রহণ’ বলতে বোঝায় কর্মকৌশল-প্রক্রিয়া ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মতামত নেয়া এবং তাদের মতামত অনুযায়ী কর্মকৌশল নির্মাণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা। নীতিমালা প্রণয়নে একটি পক্ষ হিসাবে তাদের স্বীকৃতি দেয়া এবং শিক্ষা বিষয়ক ইস্যুগুলোতে সরাসরি ভূমিকা গ্রহণে তাদেরকে উৎসাহী ও সক্ষম করে তোলা। অংশগ্রহণের অনেকগুলি স্তর ও মাত্রা আছে, যেমন- নামমাত্র অংশগ্রহণ, পরামর্শ গ্রহণ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ।

যখন প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে ‘সক্রিয় অংশগ্রহণ’ অসম্ভব হয়ে পড়ে, দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কর্মসূচির জন্য তখন ‘পরামর্শ গ্রহণ’ গ্রহণযোগ্য। কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে ‘সক্রিয় অংশগ্রহণ’ই আমাদের লক্ষ্য।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে নামমাত্র অংশগ্রহণ একটি ভুল পদ্ধতি এবং মানসম্মত ও টেকসই কর্মসূচি নির্মাণে একেবারেই অকার্যকর। দুর্যোগকালীন সাড়া প্রদানের যথার্থতা, কার্যকারিতা ও গুণগত মান অর্জনে মূল্যায়ন, পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ, তাদের কি ধরনের শিক্ষা বেশি দরকার এবং এক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি বেশি ফলপ্রসূ হবে তা নির্ধারণে সহায়ক হয়। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ স্থানীয় সম্পদ সমূহ খুঁজে বের করা ও কাজে লাগানোর একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। এবং এটি শিক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সচেতন ও সহযোগিতা দেয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে তোলে সামাজিক অংশগ্রহণ সত্যিকারের এবং টেকসই ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হওয়া দরকার।

যারা সাড়া প্রদান কাজে নিয়োজিত তাদের মধ্যে সমস্যা বোঝা ও সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয়

গড়ে তোলার জন্য সাড়া প্রদানকারী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নিয়মিত তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করা অত্যাবশ্যিক। তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মানসম্মত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি স্থাপন করতে হবে। এটা সংগৃহীত তথ্য লিপিবদ্ধকরণ, আদান-প্রদান ও বিতরণ সহজ করবে।

ন্যূনতম মানসমূহ এগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে গুণগত মানসম্পন্ন এবং শিক্ষা কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রমের ন্যূনতম স্তর নির্দিষ্ট করে।

মূল নির্দেশকসমূহ এগুলো এক ধরনের সংকেত, যা ন্যূনতম মান অর্জিত হল কি-না বুঝতে সাহায্য করবে। কর্মসূচির ফলাফল ও প্রভাব এবং বাস্তবায়নে ব্যবহৃত কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ পরিমাপ ও অনুধাবনের পথ বাতলে দেয়। এই নির্দেশকগুলো গুণগত বা পরিমাণগত হতে পারে।

পরিচালনা সহায়িকা এগুলো সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেবে, ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে ন্যূনতম মানসমূহ ও নির্দেশক কখন প্রয়োগ করতে হবে, বাস্তব সমস্যাগুলো কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে এবং ইস্যুগুলোর অগ্রাধিকারক্রম কি হবে। ন্যূনতম মান ও নির্দেশক সংক্রান্ত জটিলতা, সংকেত চিহ্নিতকরণ এবং চলমান অভিজ্ঞতার পরস্পর বিরোধিতা বা ঘাটতি চিহ্নিত করতেও সহায়িকাগুলো সাহায্য করে। সংযোজনী ২'এ এধরনের রেফারেন্স তালিকা রয়েছে, যেগুলো এই অধ্যায়ে সম্পর্কিত সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট কারিগরি ইস্যুভিত্তিক তথ্যের উৎস নির্দেশ করে।

সামাজিক অংশগ্রহণ

মান-১ অংশগ্রহণ

জরুরি পরিস্থিতি/দুর্যোগে
আক্রান্ত
জনগোষ্ঠীর সদস্যরা শিক্ষা
কর্মসূচি নিরূপণ, পরিকল্পনা,
বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও মূল্যায়নে
সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

মান-২ সম্পদসমূহ

শিক্ষা ও অন্যান্য শিখন কর্মসূচি
বাস্তবায়নে স্থানীয় সামাজিক
সম্পদসমূহ চিহ্নিত,
সমাবেশীকরণ ও ব্যবহৃত
হয়েছে।

সংযোজনী ২: রেফারেন্স ও রিসোর্স গাইড
সামাজিক অংশগ্রহণ অধ্যায়

সামাজিক অংশগ্রহণ বিষয়ক মান ১ : অংশগ্রহণ

শিক্ষা-কর্মসূচি নিরূপণে, পরিকল্পনায়, বাস্তবায়নে, মনিটরিং-এ এবং মূল্যায়নে জরুরি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে

মূল নির্দেশক (সহায়িকার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে)

- নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে, দুর্ভোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী শিক্ষা-কর্মসূচি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য এর কর্মকাণ্ডসমূহের অগ্রাধিকারক্রম নির্ধারণ ও পরিকল্পনা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবেন (সহায়িকা ১-৫ দেখুন)।
- শিশু এবং যুবকেরা শিক্ষণ কার্যক্রমের নির্মাণ ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করবেন (সহায়িকা ৬ দেখুন)।
- কমিউনিটির শিক্ষা কমিটি, শিক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ড ও এ বিষয়ক বাজেটের সামাজিক অডিট (Social Audit) করার জন্য জনসভার আয়োজন করবে (সহায়িকা ৭ দেখুন)।
- শিক্ষা-কার্যক্রমসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য, শিশু ও যুবসহ কমিউনিটির সকল সদস্যের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে (সহায়িকা ৮ দেখুন)।

পরিচালনা সহায়িকা

১. শিক্ষা-কর্মসূচিতে সামাজিক অংশগ্রহণ

ন্যূনতম মানসমূহে 'কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি' বলতে বোঝানো হয়েছে এমন একটি কমিটিকে যারা ঐ জনগোষ্ঠীর শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনগুলো অভিভাবক ও শিক্ষকদের সংগঠন, স্থানীয় সংস্থা, সুশীল সমাজ, জনগোষ্ঠীর সংগঠন (community association), যুবক ও মহিলাদের সংগঠন, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে (যেখানে প্রযোজ্য) আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের করবে এবং উপস্থাপন করবে। এ ধরনের একটি কমিউনিটি শিক্ষা কমিটির অধীনে এরই সদস্যদের নিয়ে কয়েকটি সাব-কমিটিও গঠন করা যেতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, একটি কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি একটি মাত্র শিক্ষা-কর্মসূচির দায়িত্ব পালন করে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি কমিটি কয়েকটি কর্মসূচিরও দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বাবা-মা ও অভিভাবকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরিবার, কমিউনিটি ও স্কুলের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি করলে তা দুর্ভোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিশু পরিবেশের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে। পরিবার, কমিউনিটি ও স্কুলের মধ্যে সম্পর্কের কাঠামোটি একটি অংশগ্রহণমূলক ও পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে। এর প্রায়োগিক দিকটি দেখাশোনা করবে কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি, অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি, ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় পারিপার্শ্বিকতা ও সমস্যা সমূহের মোকাবেলা ও বিবেচনায় আনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে (যেমন, শিশু প্রধান পরিবার)। একটি সমাজভিত্তিক প্রচেষ্টা প্রয়োজনীয় কাঠামো তৈরিতে সহায়তা করে (যদি তা না থাকে) এবং বিদ্যমান কাঠামোকে, যা স্থানীয়ভাবে খাপ

খাওয়ানোর ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে নির্মিত এবং স্থানীয় সংস্থাটি প্রচলিত শিক্ষাদান-পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

২. কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি

স্থানীয় এনজিও, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিদ্যমান নেতৃত্ব, বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রয়োজন এমন গোষ্ঠীসমূহ, প্রান্তিক গোষ্ঠীসমূহ, নারী ও বালিকা, স্থানীয় গোত্রসমূহ, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, বিশেষ বয়সশ্রেণী ইত্যাদি থেকে প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণে এই কমিটি গঠন করতে হবে। প্রতিনিধি নির্বাচনে অবশ্যই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। পুনর্বাসন পর্যায়ে গিয়ে কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি একটি বিধিবদ্ধ ও আইনানুযায়ী নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। যেখানে একই দায়িত্ব ও কার্যক্রম পালনরত কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি রয়েছে, যেখানে সমান্তরাল আরেকটি কমিটি না করে ঐ কমিটিকেই গ্রহণ করা যেতে পারে।

কমিউনিটি শিক্ষা কমিটি হবে ভারসাম্যপূর্ণ ও সমাজের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব এখানে থাকবে কিন্তু এ কমিটি শুধু লিঙ্গ, বয়স, জাতিগত, ধর্মীয় ও সামাজিক শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কমিউনিটি শিক্ষা কমিটিতে নারী ও তরুণীদের অংশগ্রহণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। একই সঙ্গে তাদের সাথে সমতা ও সম্মানজনক আচরণ এবং সহায়তার মাধ্যমে উন্নয়নে সমান অংশীদারীত্বের স্বীকৃতি দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ

কমিউনিটি শিক্ষা কমিটির সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির সকলকে সেগুলো জানাতেও হবে। নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, কিন্তু এগুলোতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে, এমন কোনো শর্ত নেই:

- নিয়মিত সভার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে;
- সভার প্রতিবেদন, সিদ্ধান্তসমূহের বিবরণ, কমিউনিটির আর্থিক ও বস্তগত সহায়তার হিসাব রাখতে হবে;
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির সংস্কৃতির সাথে সংগতিপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে (নমনীয়/পরিবর্তনযোগ্য স্কুলসূচি, কমিউনিটি সদস্যদের অংশগ্রহণ ও কমিউনিটির বাস্তব অবস্থা প্রতিফলিত করে এমন শিক্ষাসূচি);
- কমিউনিটির সাথে ফলপ্রসূ যোগাযোগ স্থাপন, শিক্ষা-কর্মসূচি এবং/অথবা জাতীয় বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা-কর্মসূচি ও কমিউনিটির সদস্যের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবেন।

৪. শিক্ষায় সাড়াদান কর্মসূচি নির্মাণে কমিউনিটির অংশগ্রহণ

শিক্ষায় সাড়াদান কর্মসূচি নির্মাণে সামাজিক অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তাটি সরকারি দপ্তরসমূহ স্বীকৃতি দেবে এবং অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করবে। তাৎক্ষণিক সাড়াদানের প্রথমদিন

থেকেই এই ধরনের অংশগ্রহণের সুযোগটি অত্যন্ত জরুরি এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিসমূহ নিম্নের বিষয়গুলোকে অতি দ্রুততার সাথে নিশ্চিত করবে:

- বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য তাৎক্ষণিক প্রয়োজনীয় শিক্ষাচাহিদা (শিশু, যুবক এবং বয়স্ক);
- প্রচুর পরিমাণে মানবসম্পদ এবং সময়, একই সাথে আর্থিক ও বস্তুগত সম্পদ;
- বিভিন্ন ভাষাভাষী ও শ্রেণীর মধ্যকার নিহিত শক্তি ও ক্ষমতার বিকাশ;
- নিরাপত্তার সীমাবদ্ধতা;
- শিক্ষা-কর্মসূচি পরিচালনার জন্য নিরাপদ স্থান; এবং
- জরুরি ত্রাণ-কর্মসূচির সকল ক্ষেত্রে জীবনরক্ষাকারী শিক্ষাকৌশল সম্পৃক্তকরণ।

(আরও দেখুন মান ২, ২৬ পৃষ্ঠার পরিচালনা সহায়িকা ৫, ২৯ পৃষ্ঠার মান ৩ এবং শিক্ষানীতি ও সমন্বয় সাধন মান ২, পৃষ্ঠা ৯২)

৫. স্থানীয় শিক্ষা-কর্মপরিকল্পনা

কম্যুনিটি এবং কম্যুনিটি শিক্ষা কমিটি তৃণমূলপর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা-পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা কর্ম-কৌশলের অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও পরিকল্পনা করবে। এই পদ্ধতিটি আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সর্বাধিক বিপন্ন শ্রেণীসহ সকল শ্রেণীর চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধ প্রতিফলিত করবে। এই পরিকল্পনা-পদ্ধতি একটি কম্যুনিটিভিত্তিক শিক্ষা-পরিকল্পনা তৈরি করবে। এই কর্ম-পরিকল্পনা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাসেবা ও কর্মসূচির মান উন্নয়নের কাঠামো তৈরি করে দেবে।

একটি শিক্ষা কর্ম পরিকল্পনার অনেক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এতে থাকতে পারে, শিক্ষার পরিবেশ কেমন হতে পারে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর একটি সম্মিলিত মতামত(শুধু তাই নয় কর্ম পরিকল্পনার মধ্যে আরও বিষয় থাকতে পারে, এটি শুধু একটি উদাহরণ মাত্র)। আর এ মতগুলো কার্যক্রম, নির্দেশক ও লক্ষ্যের মাধ্যমে এগিয়ে নেয়া হয়।

- শিক্ষার পরিবেশ কেমন হতে পারে, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর একটি সম্মিলিত দর্শন, যা কার্যক্রম, নির্দেশক ও লক্ষ্যের মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌছাবে;
- শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট শর্তসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে অংশীদারিত্বমূলক অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি প্রতিষ্ঠা করবে; এবং
- কর্মপরিকল্পনায় যে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর দায়িত্ব ও কাজ নির্দিষ্ট করে দেয়ার ক্ষেত্রে একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পদ্ধতি তৈরি করে দেবে।

স্থানীয় শিক্ষা পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর (যেমন সহযোগী সংস্থা, কম্যুনিটি শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থা) মধ্যে সহযোগিতামূলক ভূমিকা নির্ধারণ করবে।

কর্মপরিকল্পনায় নিয়মিত কম্যুনিটি মনিটরিং ও মূল্যায়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে। শুধু তাই নয় কর্মপরিকল্পনায় এমনকিছ বিষয় অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে যা শিক্ষা কার্যক্রমে

দীর্ঘমেয়াদে কমিউনিটির বৃহত্তর অংশগ্রহণ বাড়াতে সাহায্য করে। অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলো হতে পারে পরিকল্পনা, শিশুসুরক্ষা, মেয়ে শিশু ও মহিলাসহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে সাহায্য করা, শিক্ষণ এবং শিখন ক্রিয়া বাস্তবায়ন, তদারকি, মনিটরিং, সম্পদের ব্যবহার, নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দল, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের অবকাঠামো, যে সংস্থাগুলো এ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় এবং স্বাস্থ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সমন্বয়করণ (প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়গুলো প্রয়োগ করতে হবে)। কমিউনিটির সব সদস্যদের তথ্য জানতে পারার অধিকার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতে করে তারা কমিউনিটি শিক্ষা কমিটিকে পরামর্শ দিতে পারবে কি করে ভালোভাবে শিক্ষা কর্মসূচিকে চালানো যায়। (এছাড়া ৮১ পৃষ্ঠায় শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষণকর্মীর মান ২ ও ৯৪ পৃষ্ঠায় শিক্ষানীতি ও সমন্বয় মান ৩ দেখুন)।

৬. শিক্ষা-কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণ

জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের ১৩ নং অনুচ্ছেদে পরিণত বয়সে শিশুদেরকে নিজেদের দায়িত্ব নিজেদের বহন করতে প্রস্তুত করার জন্য যে বিষয়গুলো তাদের জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সে সব বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশের অধিকার দিয়েছে। এই অনুচ্ছেদটি যে কোন দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি, যেমন, দীর্ঘমেয়াদী সংকট ও প্রাথমিক পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। শিক্ষার্থী, বিশেষত যুবা ও বয়স্কগণ, তাদের শিক্ষা প্রদান পদ্ধতির উন্নয়ন ও ব্যবস্থানায় সম্পৃক্ত হবে। শিশুরা অনুশীলনের মাধ্যমে শিখবে যা তাদের এবং সমাজের অন্যান্য শিশুর সুরক্ষায় সহায়তা করবে। প্রশিক্ষণ গঠনমূলকভাবে অংশগ্রহণ ও ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতাকে সমৃদ্ধ করবে যেমন- স্কুলের কার্যাবলি ও প্রতিবেদন উন্নত করার পরামর্শ দান এবং শিক্ষার পরিবেশের মধ্যে সকল বদ অভ্যাস রহিত করা। (৫২ পৃষ্ঠার অভিজ্ঞতা ও শিখন পরিবেশ মান ২ এবং ৮৩ পৃষ্ঠার শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষণকর্মীর মান ৩ দেখুন)।

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে উদ্ভব হয় এমন কার্যক্রমে (যেমন- শিশু ও যুবাদের আমোদ-প্রমোদ) যুবকদের, বিশেষত যারা স্কুলে যায় না তাদের, সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলিতে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। এটা অপরাধ, জঙ্গী তৎপরতা ইত্যাদি নেতিবাচক প্রভাবের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে তাদের ইতিবাচক বিকল্প পথের সন্ধান দেয়।

৭. সামাজিক নিরীক্ষা

এটা হচ্ছে শিক্ষা-কার্যক্রমের সামাজিকভিত্তিক মূল্যায়ন। এর মানবিক, আর্থিক ও বস্তুগত নিরূপণ, প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ ও প্রকৃত প্রাপ্যতা যাচাই এবং শিক্ষা-কার্যক্রমের কার্যকারিতা পরিবীক্ষণের জন্য সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালিত হওয়া উচিত।

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির শুরুতে অথবা মধ্যবর্তী পর্যায়ে বা সব সময়েই সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। যখন দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি স্থায়ী হয় (যেমন- দীর্ঘস্থায়ী সংকট বা পুনর্গঠনের সময়) তখন সামাজিক নিরীক্ষা, শিক্ষা-কার্যক্রম

অধিকতর কার্যকরভাবে পরিবীক্ষণ করার দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে। (২৯ পৃষ্ঠার পর্যালোচনা মান ৩ দেখুন)।

৮. দক্ষতা বৃদ্ধি

পর্যাপ্ত ও যথাযথ প্রশিক্ষণ ও পরিবীক্ষণ ছাড়া মানবিক কর্মীগণের শিক্ষা-কার্যবলীর ব্যবস্থাপনা ও ধারণ করার কৌশলগত দক্ষতা আশা করা যায় না। প্রশিক্ষণ-কার্যক্রমগুলো সমাজের প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করবে এবং চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করবে। কম্যুনিটি শিক্ষা কমিটির সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি ছাড়াও শিক্ষা-কার্যক্রমের মান ও স্থায়ীত্বের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য মানবিক কর্মীদের শিক্ষা-কার্যক্রমসমূহে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

সামাজিক অংশগ্রহণ মান ২ : সম্পদ

স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ, কার্যকরীকরণ এবং শিক্ষা কার্যক্রম ও অন্যান্য শিখন সুযোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যবহার করা।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- সমাজ, শিক্ষাকর্মী এবং শিক্ষার্থীগণ সমাজের শিক্ষা সম্পদসমূহ চিহ্নিত করবে। (পরিচালনা সহায়িকা ১ দেখুন)
- শিক্ষা-কার্যক্রমের মান, সুরক্ষা ও শিক্ষার অধিকার সুদৃঢ় করার জন্য সামাজিক সম্পদসমূহ কার্যকরী করতে হবে। (পরিচালনা সহায়িকা ২-৩ দেখুন)
- সামাজিক বসবাসকারীগণ সমাজের দক্ষতার স্বীকৃতি দেয় ও সহায়তা করে এবং স্থানীয় দক্ষতার সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য শিক্ষা-কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৪-৫ দেখুন)

পরিচালনা সহায়িকা

১. সামাজিক সম্পদ

সমাজের মানুষ, বুদ্ধিজীবী, আর্থিক ও বস্তুগত সম্পদ, সবকিছুই সামাজিক সম্পদের অন্তর্গত, শিখন পরিবেশের মান উন্নয়নের সাথে সম্পদ সমাবেশীকরণের যোগসূত্র স্থাপন করা প্রয়োজন। এটা হতে পারে ভৌত পরিবেশ (যেমন স্কুল নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য অনুদান হিসাবে দ্রব্য ও শ্রম দান) এবং মানসিক ও আবেগঘন পরিবেশ (যেমন- ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য মনস্তাত্ত্বিক ও সুরক্ষা বিষয়ে সহায়তা)। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত

পর্যালোচনা

মান-১ প্রাথমিক নিরূপণ

জরুরি
পরিস্থিতিতে একটা
সময়োপযোগী
শিখন নিরূপণ যা
পরিচালিত হয়
একটি সামগ্রিক
এবং অংশীদারী
প্রক্রিয়ায়।

মান-২ প্রতিবেদন কৌশল

শিখন
প্রতিবেদনের
একটি কাঠামো
তৈরি করা হয়
যাতে
সমস্যাগুলোর
বিবরণ ও লিখিত
কর্মকৌশল
অন্তর্ভুক্ত থাকে।

মান-৩ পরিবীক্ষণ

সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহ
শিখন প্রতিক্রিয়া
কার্যাবলি ও
আক্রান্ত
জনগোষ্ঠীর
ক্রমবর্ধিত শিখন
প্রয়োজনীয়তা
নিয়মিত পরিবীক্ষণ
করবে।

মান-৪ মূল্যায়ন

পদ্ধতির উন্নয়ন ও
জবাবদিহিতা
বৃদ্ধির উদ্দেশে
শিখন প্রতিক্রিয়ার
একটা সুব্যবস্থিত
ও নিরপেক্ষ
মূল্যায়ন-পদ্ধতি
রয়েছে।

পরিশিষ্ট ১

নিরূপণ কাঠামো

পরিশিষ্ট ২

জরুরি পরিস্থিতিতে কর্মপরিকল্পনা: পরিস্থিতি বিশ্লেষণ চেকলিস্ট

পরিশিষ্ট ৩

তথ্য সংগ্রহ ও চাহিদা নিরূপণ ফরম

সংযোজনী ২

তথ্যনির্দেশক ও সম্পদ গাইড, বিশ্লেষণ অধ্যায়

পর্যালোচনা

মান-১ প্রাথমিক নিরূপণ

জরুরি পরিস্থিতিতে একটা সময়োপযোগী শিখন নিরূপণ যা পরিচালিত হয় একটি সাময়িক এবং অংশীদারী প্রক্রিয়ায়।

মান-২ প্রতিবেদন কৌশল

শিখন প্রতিবেদনের একটি কাঠামো তৈরি করা হয় যাতে সমস্যাগুলোর বিবরণ ও লিখিত কর্মকৌশল অন্তর্ভুক্ত থাকে।

মান-৩ পরিবীক্ষণ

সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহ শিখন প্রতিক্রিয়া কার্যাবলি ও আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধিত শিখন প্রয়োজনীয়তা নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে।

মান-৪ মূল্যায়ন

পদ্ধতির উন্নয়ন ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির উদ্দেশে শিখন প্রতিক্রিয়ার একটা সুব্যবস্থিত ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন-পদ্ধতি রয়েছে।

পরিশিষ্ট ১

নিরূপণ কাঠামো

পরিশিষ্ট ২

জরুরি পরিস্থিতিতে কর্মপরিকল্পনা: পরিস্থিতি বিশ্লেষণ চেকলিস্ট

পরিশিষ্ট ৩

তথ্য সংগ্রহ ও চাহিদা নিরূপণ ফরম

সংযোজনী ২

তথ্যনির্দেশক ও সম্পদ গাইড, বিশ্লেষণ অধ্যায়

পর্যালোচনা মান-১ : প্রাথমিক নিরূপণ

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে একটা সময়োপযোগী শিখন নিরূপণ যা পরিচালিত হয় একটা সামাজিক ও অংশীদারী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্নতার বিষয়কে বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব দ্রুত একটি প্রারম্ভিক দ্রুত শিখন নিরূপণ পরিচালনা করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ১-৩ দেখুন)
- মানদণ্ডসমূহের উন্নয়ন, ব্যাখ্যা ও বিশুদ্ধতা এবং তথ্যব্যবস্থাপনা ও প্রচারের জন্য কী ধরনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে তা চিহ্নিত করার জন্য মূল পক্ষগুলোকে সম্পৃক্ত করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৪-৫ দেখুন)
- শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় ও ধরনের এবং সকল জরুরি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত স্থানের জন্য মূল পক্ষগুলোর অংশগ্রহণে শিখন প্রয়োজনীয়তা ও সম্পদের একটি ব্যাপক চাহিদা নিরূপণ পরিচালনা করা হয় এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৪ দেখুন)
- শিক্ষা আন্তঃক্ষেত্র (Inter-sectoral) নিরূপণের একটি অংশ যা দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীর সেবার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের জন্য দরকার হয় এমন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব এবং বিদ্যমান সম্পদের তথ্য সংগ্রহ করে। (পরিচালনা সহায়িকা ৬ দেখুন)
- এইরূপ নিরূপণ হুমকি, বিপন্নতা এবং সমতার কাঠামোগত (structured) ঝুঁকিনিরূপণ-কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থী সুরক্ষার জন্য বিদ্যমান ও সম্ভাব্য হুমকি পর্যালোচনা করে। (পরিচালনা সহায়িকা ৭ দেখুন)
- দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির আগে ও চলাকালীন উভয় সময়েই শিখন ও শিক্ষার জন্য স্থানীয় দক্ষতা, সম্পদ ও কৌশলসমূহ চিহ্নিত করা হয়।
- এই নিরূপণ কোনো উদ্দেশ্যের স্থানীয় বিশ্বাস শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা এবং শিক্ষার অগ্রাধিকারক্রম, প্রয়োজনীয়তা ও কার্যাবলি চিহ্নিত করে।
- নিরূপণের পর্যবেক্ষণ সকলের সাথে মতবিনিময় ও শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য একটা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৮ দেখুন)

পরিচালনা সহায়িকা

১. নিরূপণের সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিরূপণকারী দল ও আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্নতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা সীমিত এমন সব ক্ষেত্রে বিকল্প কৌশল, যেমন, অপ্রধান বা গৌণ উৎস, স্থানীয় নেতৃত্ব ও জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগের

উপর নির্ভর করতে হবে। যেখানে অভিজ্ঞতা সম্ভব সে সকল ক্ষেত্রে পূর্বের নিরূপণ হালনাগাদ হতে হবে এবং তা হতে হবে সংগৃহীত অধিকতর ব্যাপক তথ্য ও উপাত্তের উপর ভিত্তি করে। এই নিরূপণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মসূচির অর্জন ও সমস্যাসমূহের পর্যালোচনা ও অমীমাংসিত চাহিদার তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিয়মিত হালনাগাদ (অন্তত ১৫ দিনে একবার) করতে হবে।

২. নিরূপণের উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ (Assessment data and information collection) হতে হবে সুপারিকল্পিত এবং শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, সক্ষমতা, সম্পদ ও ঘাটতিসমূহ বোঝার জন্য এটা পরিচালনা করতে হবে। সকল ধরনের শিক্ষা ও সকল স্তরে একটা ব্যাপক নিরূপণ যত শীঘ্র সম্ভব সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু এটা যেন জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে আংশিক নিরূপণের দ্রুত প্রস্তুতির কাজে দেরি করিয়ে না দেয়। যেখানে সম্ভব, বিভিন্ন শিক্ষা সহায়তাকারীগণ দ্বারা সমন্বয়ের ভিত্তিতে মাঠ পরিদর্শন (field visit) হতে হবে। পরিদর্শকের ক্রমাগত পরিদর্শন যেন কর্মীদের মনোযোগ জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদান করা থেকে অন্যদিকে সরিয়ে না দেয়।

গুণগত ও পরিমাণগত নিরূপণী পছা আন্তর্জাতিক মান, সকলের জন্য শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রা (EFA goal) এবং অধিকার-ভিত্তিক নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। এটা বিশ্বজনীন উদ্যোগসমূহকে স্থানীয় সমাজের সাথে সংযুক্ত করে এবং বিশ্বজনীন কাঠামো ও নির্দেশকসমূহের সাথে স্থানীয় পর্যায়ের যোগসূত্রকে উৎসাহিত করে। তথ্য সংগ্রহের ছকসমূহ আন্তঃসংস্থা পর্যায়ে প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ের সুবিধার জন্য দেশীয় (in-country) নির্ধারিত মান অনুযায়ী তৈরি হতে হবে যা বিভিন্ন তথ্য সরবরাহকারীর চাহিদা পূরণ (minimize) করবে। স্থানীয় উত্তরদাতার (respondent) কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এমন অতিরিক্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য ছকে জায়গা রাখতে হবে।

যে কোনো প্রকার মানবিক সাড়াদানের তথ্য সংগ্রহের জন্য নৈতিক বিষয় বিবেচনা করা অপরিহার্য। পরিবীক্ষণ, নিরূপণ ও জরিপ, যে উদ্দেশ্যেই তথ্য সংগ্রহ করা হোক না কেন তা মানুষকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে পারে। কেবল সংগৃহীত তথ্যের স্পর্শকাতর প্রকৃতির জন্যই নয় বরং শুধুমাত্র তথ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করলেও মানুষ ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যেতে পারে বা লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে পারে। শ্রদ্ধাবোধের মূলনীতি, কোনো ক্ষতি না করা, ভেদাভেদ না করার (non-discrimination) বিষয় অবশ্য বিবেচনায় রাখতে হবে এবং তথ্য সংগ্রহকারীদের দায়িত্ব থাকবে তথ্য প্রদানকারীগণকে সুরক্ষা করা এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে জানানো। (দেখুন ৯৪ পৃষ্ঠার বিশ্লেষণ রেফারেন্স। এটি "Making Protection A Priority: A Guidebook for Incorporating Protection into Data Collection in Humanitarian Assistance" নামক দলিলের যোগসূত্র।)

৩. বিশ্লেষণের পদ্ধতিসমূহ: পক্ষপাতদূষ্টতা কমানোর লক্ষ্যে যে কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে বিচার-বিশ্লেষণ করার সময় বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্যসমূহ ত্রিমুখীভাবে

(triangulated) সংগ্রহ করা উচিত। দ্বৈততা এড়িয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ত্রিমুখীভাবে তথ্য সংগ্রহ একটি মিশ্র প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করে। ত্রিমুখীভাবে তথ্য সংগ্রহের আরো অনেক সুবিধাও আছে। এটি তথ্যের বৈধতা ও গুণগত মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঢালাওভাবে বাহিরের ধারণা প্রাধান্য ভিত্তিক মানবিক সাড়াদান পরিহার করার জন্য স্থানীয় বিশ্বাসগুলো (local perceptions) বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৪. আক্রান্ত জনগোষ্ঠী থেকে যত বেশি সম্ভব আক্রান্ত মানুষ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। প্রাথমিক নিরূপণের (initial assessment) সময় পরিবেশগত কারণে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ বিশ্লেষণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচারের সময় ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষসমূহের অংশগ্রহণ সীমিত হতে পারে কিন্তু পরবর্তী নিরূপণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের সময় এই সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত।

৫. নিরূপণী ফলাফলের প্রাপ্যতা যত শীঘ্র সম্ভব নিশ্চিত করা প্রয়োজন যাতে বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা করা সহজ হয়। সংকটপূর্ব উপাত্ত ও সংকটপরবর্তী নিরূপণ যা শিখন প্রয়োজনীয়তা ও সম্পদ চিহ্নিতকরণে সহায়তা করে সেগুলো সকল পক্ষের (actor) (কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি সংস্থা, মানবিক সমাজের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ এবং স্থানীয় সমাজ) কাছে চাহিবামাত্র প্রাপ্যতা (readily available) নিশ্চিত করতে হবে। এটা বিশেষত তখনই দরকার, যখন পক্ষসমূহ (actors) জরুরি পরিস্থিতির কারণে সঠিক স্থানে পৌঁছতে পারে না।

৬. সাধারণ জরুরি পরিস্থিতি নিরূপণের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সম্পদের তথ্য সংগ্রহের জন্য জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যরত দলগুলোতে (emergency team) একজন শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এই সমস্ত কাজ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো সম্পদের যোগান দেবার ব্যবস্থা করবে, কর্মীবাহিনী ও সাংগঠনিক কাঠামো গঠন করবে।

৭. কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঝুঁকি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া শিশু ও যুব সমাজের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে। সেই সকল পরিস্থিতিতে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। কারণ শিক্ষা কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুরক্ষা আবার ঝুঁকিও তৈরি করতে পারে। এই নিরূপণীতে অন্তর্ভুক্ত হবে ঝুঁকিসমূহের একটি তালিকা বা ছক। একটি ঝুঁকি বিশ্লেষণ ছক যাতে বিভিন্ন বয়স ও আক্রান্ত দলসমূহের সাথে জড়িত ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়সমূহ যেমন : প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশগত বিপত্তি, ভূমিহীন ও অবিস্ফোরিত গোলাবারুদ, দালাল ও অন্যান্য অবকাঠামোর নিরাপত্তা, শিশু নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি, শিক্ষকের যোগ্যতা সম্পর্কিত সমস্যা, স্কুলে ভর্তি ও পাঠ্যসূচি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সন্নিবেশিত করবে। (ঝুঁকি বিশ্লেষণ হকের নমুনার জন্য MSEE সিডি দেখুন)

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিরূপ প্রকৃতির (adverse events of natural and provoked nature) সময়ে জরুরি পরিস্থিতির (প্রকৃতি, সাড়াদান, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন) সঙ্গে সম্পর্কিত নিবারণ, প্রশমন ও কর্মপন্থা, ঝুঁকিব্যবস্থাপনা কৌশলের বিষয়টি নিরূপণীতে

বর্ণিত হওয়া উচিত। কিন্তু কিছু কিছু পরিস্থিতিতে জরুরি অবস্থা নিবারণ ও সাড়াদানের জন্য প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে একটি ‘স্কুল সুরক্ষা ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা’ থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রত্যেক শিক্ষাকেন্দ্রে একটি ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি করবে, যেখানে সম্ভাব্য হুমকি চিহ্নিত করা হবে এবং আক্রান্ত হতে পারে এমন দুর্বল ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করবে।

৮. নিরূপণী পর্যবেক্ষণে অংশ নেওয়া : এটা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন। যদি এ কাজ করার মতো কোনো যোগ্য কর্তৃপক্ষ না থাকে সেক্ষেত্রে এই পর্যবেক্ষণ সমন্বয় ও তথ্য গ্রহণে অংশ নেয়ার কৌশল তৈরির জন্য আন্তর্জাতিক মূল চালক (lead actor), যেমন জাতিসংঘের বা মানবিক বিষয়সমূহ সমন্বয়ের নির্ধারিত দপ্তরকে এটা পরিচালনার জন্য বলা যেতে পারে। নিরূপণী পর্যবেক্ষণের ফলাফলের যথাযথ বিনিময় একটি পরিসংখ্যান কাঠামো খাড়া করতে সহায়তা করে। এবং প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ থেকে পাওয়া উপাত্ত সকলে ব্যবহার করতে পারবে। (৯৪ পৃষ্ঠার শিক্ষানীতি ও সমন্বয় মান ৩ দেখুন)।

পর্যালোচনা মান ২ - সাড়াদানের কৌশল

শিক্ষা-সাড়াদানের জন্য একটি কাঠামো তৈরি করা হয় যেখানে সমস্যার স্বচ্ছ বিবরণ ও কর্মকৌশলের লিখিত বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকার সঙ্গে পড়তে হবে)

- ভিত্তিরেখা (baseline)- কর্মসূচির শুরুতে পদ্ধতিগতভাবে ভিত্তিরেখা তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
- দুর্যোগজনিত জরুরি অবস্থায় শিক্ষায় সাড়াদান-কৌশলে সার্বিক তথ্যসমূহের একটি পরিষ্কার বোধগম্যতার প্রতিফলন ঘটে। (পরিচালনা সহায়িকা ১-২ দেখুন)
- শিশু, যুবসমাজ ও সমগ্র সমাজের উপর শিখন-সাড়াদানের প্রভাব পরিবীক্ষণ করার জন্য যথাযথ (valid) তুলনীয় মান (benchmark) এবং সূচক চিহ্নিত করা হয়।
- প্রাথমিক নিরূপণের সময় সংগৃহীত তথ্যসমূহ সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত দিয়ে হালনাগাদ করা হয় যা চলমান কর্মসূচির প্রসার সম্পর্কে অবগত করে। (পরিচালনা সহায়িকা ৩ দেখুন)
- শিক্ষা-সাড়াদান কৌশল সকল শিশু ও যুবসমাজসহ যারা বিপন্ন এবং যাদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে তাদের অগ্রাধিকার দেয়।
- শিখন-সাড়াদান-কৌশল বেশ প্রগতিশীলভাবে জরুরি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন মেটায় এবং জাতীয় শিক্ষা-কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে সহায়তা করে (পরিচালনা সহায়িকা ৪-৬ দেখুন)।

পরিচালনা সহায়িকা

১. সাড়াদানের প্রস্তাব (proposals for response) এখানে বর্ণিত ন্যূনতম মান নিশ্চিত করার জন্য অপরিহার্য কার্যাবলির বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ের ও ধরনের নিরূপণকৃত প্রয়োজনের ব্যাপ্তির পরিমাণ, সাড়াদানের প্রস্তাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। সাড়া প্রদানের প্রস্তাবনায় (proposal) উল্লেখ করতে হবে কোন স্থানে কি কি শিক্ষা কার্যক্রম চলছে, এ কার্যক্রমের আওতায় কোন কোন এলাকা এসেছে, শিক্ষা কর্মসূচির কোন কোন ক্ষেত্রে কি কি চাহিদা মেটানো দরকার এবং এটিও উল্লেখ করতে হবে অন্যান্য সংস্থাগুলো এসব চাহিদা মেটাবার উদ্যোগ নিচ্ছে কি না। শিক্ষার প্রকৃত চাহিদার সাড়াদান যদি অনুসন্ধানের চেয়ে বেশি হয়, সেজন্য যত বেশি সম্ভব নমনীয় হওয়া প্রয়োজন। দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির শিক্ষাব্যয়ের ধরন ও বিভিন্ন স্তর (সম্মানী, সরঞ্জাম ইত্যাদি) নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংগঠনসূহের মধ্যে স্থায়িত্ব এবং ঐক্যমত উৎসাহিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

২. তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধি : মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্য-পরিচালনা করার জন্য যারা ভিত্তিরেখার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করবে, সেই সকল কর্মী, বিশেষত জাতীয় কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয় প্রস্তাবে অন্তর্ভুক্ত রাখা উচিত। এগুলো প্রস্তাব প্রক্রিয়ায় প্রায়শই বিবেচনা করা হয় না।

৩. কৌশলসমূহের হালনাগাদ (Updating strategies): দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি ও পুনর্গঠনের সময় সাড়াদানের প্রস্তাবগুলো ন্যূনপক্ষে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা ও হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত সাফল্য, দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং অমীমাংসিত চলমান হিসাবসমূহ তাদের বিবেচনায় নেয়া উচিত। কৌশলের উদ্দেশ্য হবে চলমান উন্নয়ন মানের ক্রমোন্নতি এবং ব্যাপ্তির দিকে নজর দেওয়া। এছাড়া যদি প্রয়োজন হয়, কর্মসূচিগুলো দীর্ঘ মেয়াদে নেয়া যায় কি না সেদিকেও নজর দিতে হবে।

৪. দাতাদের সাড়াদান: দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির শিক্ষা সাড়াদানের মান ও ব্যাপ্তিসহ, বিপন্ন গোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের স্কুলে ভর্তি ও স্থিতির বিষয়টি দাতাদের নিয়মিত পর্যালোচনা করা উচিত। তাদের উচিত বিভিন্ন দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি উপদ্রুত এলাকায় শিক্ষা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা। যে সকল স্থানে শরণার্থী বা অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীকে আশ্রয়দান করা হয়েছে সেখানে স্থানীয় জনগণের শিক্ষার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা রাখা উচিত। (দেখুন ৪৮ পৃষ্ঠার শিক্ষার অধিকার ও পরিবেশ মান-১: সম-অধিকার এবং ৫২ পৃষ্ঠার পরিচালনা সহায়িকা ৮)।

৫. জাতীয় কর্মসূচি শক্তিশালীকরণ (strengthening national programme):

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিখন সাড়াদান, বিশেষত স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর জন্য এবং পুনর্গঠনের সময় জাতীয় শিক্ষা-কার্যক্রমসহ জাতীয় ও স্থানীয় শিক্ষা পরিকল্পনা, প্রশাসন,

ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তা, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও শক্তিশালীকরণের জন্য পরিকল্পনা করতে হবে।

৬. সাংগঠনিক কর্তৃত্বের বাধ্যবাধকতাকে জয় করা (overcoming constraints of organizational mandate): কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মরত সহযোগী সংগঠনসমূহের (যেমন শিশু, শরণার্থী এবং তাদের সফল স্বদেশ প্রত্যাগমনের) নিয়ন্ত্রণ (mandate) নির্ধারণের সময় এটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে, তাদের শিক্ষা-সাড়াদান এবং সরকার ও অন্যান্য সংগঠনের শিক্ষা-সাড়াদান একটি ব্যাপক নিয়ন্ত্রণের সাথে যুক্ত রয়েছে এবং এই কর্মরত পক্ষগুলোর সমন্বিত নিয়ন্ত্রণ ও উদ্যোগের মাধ্যমেই সকল শিখন চাহিদা মেটানো সম্ভব। প্রত্যেক দুর্ঘোষ কবলিত এলাকার জনশিক্ষা-কৌশল, শৈশবকালীন উন্নয়ন প্রয়োজনীয়তা এবং যুবকশ্রেণীর প্রয়োজনীয়তাসহ মাধ্যমিক, উচ্চ এবং পেশাভিত্তিক শিক্ষা, পেশাপূর্ব শিক্ষক প্রশিক্ষণ (Pre-service training) এবং যথাযথ বিকল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। যেসকল মানবিক সংস্থার সাড়াদানের নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে তাদের সহায়তায় প্রত্যাবর্তনকারীদের ফিরে আসার এলাকাগুলোতে দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাউন্নয়ন-কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যাতে প্রত্যাবর্তনকারীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। (যেমন প্রত্যাবর্তন ও প্রাথমিক প্রত্যাবাসনে সহায়তা করা)

পর্যালোচনা মান ৩ : পরিবীক্ষণ (Monitoring)

ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান শিক্ষা চাহিদা এবং শিক্ষায় সাড়াদান কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো নিয়মিত পরিবীক্ষণ করবে।

মূল নির্দেশক : (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- দুর্ঘোষজনিত জরুরি পরিস্থিতির এবং ব্যবস্থাসমূহে চলমান মনিটরিং ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে এবং তা কাজ করছে। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ১-২)
- সকল আক্রান্ত গোষ্ঠী, নারী, পুরুষ, শিশু এবং যুবক-যুবতীর সাথে নিয়মিত পরামর্শ করা হচ্ছে এবং মনিটরিং কাজে তাদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ২)
- ভিত্তিরেখা (baseline) তথ্য থেকে শুরু করে এবং পরবর্তী পরিবর্তন ও প্রবণতাসমূহের ধারা অনুসরণ করে শিখন তথ্য-উপাত্তসমূহ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক নিয়মিত সংগ্রহ করা হয়। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৩-৪)
- সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত নির্ভরযোগ্য এবং এর বিশ্লেষণ যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য, এটা নিশ্চিত করার জন্য তথ্য সংগ্রহকারী কর্মীদের তথ্যসংগ্রহ-পদ্ধতি বিশ্লেষণের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৫)

৩০ সকলের জন্য একই ন্যূনতম মান

- পূর্বনির্ধারিত নিয়মিত বিরতিতে শিখন-উপাস্তসমূহ বিশ্লেষণ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সাথে বিনিময় করা হয়। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৩)
- নতুন প্রবণতা ও সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিফলনের জন্য মনিটরিং পদ্ধতি ও ফলাফলের ভিত্তিতে নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।
- যে সকল তথ্য উপাস্ত পরিবর্তন, নতুন প্রবণতা, প্রয়োজনীয়তা এবং সম্পদসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো নিয়মিত শিক্ষা-কর্মসূচি ব্যবস্থাপকদের যোগান দেয়া হয়।
- মনিটরিং-এর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রয়োজন অনুসারে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা হয়।

পরিচালনা সহায়িকা

১. **প্রয়োজনীয় সাড়াদান করার উদ্দেশ্য এবং উন্নতির সম্ভাবনাকে বিবেচনায় রাখার জন্য মনিটরিং**, জনগোষ্ঠীর পরিবর্তনশীল শিখন প্রয়োজনীয়তা (changing educational need) এবং প্রয়োজন মেটাচ্ছে এমন কর্মসূচির পরিমাণের প্রতিফলন ঘটাবে। সকল তথ্যই একইভাবে বারবার সংগ্রহ করার দরকার হয় না। প্রয়োজনের ভিত্তিতে কত দ্রুত নির্দিষ্ট ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হবে এবং তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ করতে কেমন সম্পদের প্রয়োজন হবে, তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি মনিটরিং-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। প্রয়োজনীয়তা এবং সমস্যার দ্রুত নির্দেশনা দিয়ে নমুনা হিসাবে স্কুল ও অন্যান্য শিখন কর্মসূচির থেকে বহু ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা যায় (উদাহরণস্বরূপ- ভর্তি, ঝরে পড়া স্কুলে আসার আগে শিক্ষার্থীরা খাদ্য গ্রহণ করে কিনা, পাঠ্য বইয়ের সংখ্যা, শিক্ষক ও শিখন উপকরণের প্রাপ্যতা ইত্যাদি)। কোনো নির্বাচিত গৃহে এবং গোষ্ঠীর সাথে, স্কুল বহির্ভূত শিশু ও তাদের স্কুলে ভর্তি না হওয়া বা স্কুলে উপস্থিত না হওয়ার কারণ খুঁজে দেখার জন্য মনিটরিং পরিচালনা করা উচিত।

২. **মনিটরিং এ জনসম্পৃক্ততা (People involved in monitoring):** সেইসব মানুষ যারা সংস্কৃতিগতভাবে স্বীকৃত উপায়ে জেভার ও ভাষার দক্ষতার বিষয়ে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সকল দলের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে তাদের মনিটরিং-এ সম্পৃক্ত করতে হবে। স্থানীয় সাংস্কৃতিক আচার এবং প্রয়োজন অনুভব করতে পারে এমন কোনো ব্যক্তি নারী বা সংখ্যালঘু দলগুলোর সঙ্গে আলাদাভাবে পরামর্শ করবে।

৩. **শিক্ষাব্যবস্থাপনা তথ্যসংরক্ষণ পদ্ধতি (Education Management Information System):** দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে এটা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। মৌলিক তথ্য সংগ্রহ এবং সহজ প্রক্রিয়াকরণ-ব্যবস্থা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুনঃস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। তা হওয়া প্রয়োজন জাতীয় কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা ও সহায়তার মাধ্যমে। প্রাপ্ত তথ্যের উন্নয়ন, সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা, ব্যাখ্যা, প্রয়োগ ও বিস্তৃতির জন্য জাতীয় জরুরি শিক্ষাব্যবস্থার তথ্য

সংরক্ষণ পদ্ধতির জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধি ও সম্পদের প্রয়োজন হতে পারে। এই কর্মকাণ্ড দুর্ভোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে যত শীঘ্র সম্ভব শুরু করা উচিত। এই লক্ষ্যে পুনর্গঠন পর্যায়ে একটি কার্যকরী পরিবীক্ষণ-পদ্ধতি যথাস্থানে বিদ্যমান থাকবে। জরুরি শিক্ষাব্যবস্থা তথ্য সংরক্ষণের (EMIS) একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে লাগসই তথ্যপুঞ্জি। তথ্য বিনিময়ের সুবিধার জন্য জাতীয় ও জেলা পর্যায়ের শিক্ষা দপ্তর ও অন্যান্য শিক্ষা বিষয়ক sub-sector (যেমন জাতীয় প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট) এ একটি সুসঙ্গত তথ্যভাণ্ডার স্থাপন করার জন্য সম্পূরক Software থাকা উচিত।

৪. শিক্ষার্থীদের মনিটরিং : একটি কোর্স শেষ করা বা কোর্স ত্যাগ করার পরে যখনই সম্ভব শিক্ষার্থীদের পরিবীক্ষণ করা উচিত। মনিটরিং-এ অক্ষরজ্ঞান ও মৌলিক বিজ্ঞান বিষয়ক দক্ষতার ধারণক্ষমতা এবং সাক্ষরতাপরবর্তী পাঠ্যসমূহে অভিজ্ঞতামূলক বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিকল্প কর্মী ও অব্যাহত শিক্ষার অনুসরণের মাধ্যমে মনিটরিং, প্রাক্তন প্রশিক্ষণার্থীদের চাকুরির সুযোগ ও পেশাগত দক্ষতার ব্যবহার এর পথ অনুসরণ করবে। কর্মসূচি পরবর্তী মনিটরিং কর্মসূচি পরিকল্পনার জন্য মূল্যবান তথ্য যোগায়। (আরো দেখুন ৭০ পৃষ্ঠায় শিক্ষণ এবং শিখন মান ২)।

৫. তথ্যের যৌক্তিকতা : সকল বিশ্লেষণ দলিল হিসাবে সংরক্ষণ করতে হবে যা ১) সূচকের সংজ্ঞা ২) তথ্যের উৎস ৩) তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি ৪) তথ্যসংগ্রহকারী এবং ৫) তথ্যবিশ্লেষণের পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেবে, পরিচালনা, সংগ্রহ এবং তথ্যবিশ্লেষণের সময় কোনো বিশৃঙ্খলা (anomaly) সৃষ্টি হলে তাও লিপিবদ্ধ করতে হবে। সম্পদ বন্টন অতিরঞ্জিত (maximize) করা, যেমন ভর্তি বা উপস্থিতির সংখ্যা বেশি দেখানো বা দোষত্রুটি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য উত্তরদাতাগণ ভুল তথ্য উপাত্ত সরবরাহ করতে পারে। তথ্যউপাত্তের উৎকর্ষ সাধনের জন্য কর্মীপ্রশিক্ষণের সময় অঘোষিত (unannounced) পরিদর্শনের নীতি সংযোজিত হতে পারে।

বিশ্লেষণ মান ৪ : মূল্যায়ন

শিক্ষা সাড়াদানের কর্মপ্রথার (Practice) উৎকর্ষসাধন ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একটি নিয়মমাফিক ও পক্ষপাতহীন (impartial) মূল্যায়ন করা হয়।

মূল নির্দেশক (পরিচালন সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- সার্বিক সাড়াদান কৌশল, সুনির্দিষ্ট শিক্ষা ও শিশু সুরক্ষা উদ্দেশ্যসমূহ এবং ন্যূনতম মানের স্বপক্ষে একটি যথোপযুক্ত বিরতিতে নীতিমালা, কর্মসূচি এবং কার্যক্রমের ফলাফলের মূল্যায়ন পরিচালনা করা হয়।
- কার্যক্রমসমূহে অনভিপ্রেত (unintended) ফলাফলের উপর তথ্য চাওয়া হয় (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ১)।
- আক্রান্ত জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য সেস্টরের সহযোগীসহ সংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছ থেকে স্বচ্ছ ও পক্ষপাতহীনভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।
- প্রান্তিক গোষ্ঠীসমূহ, কম্যুনিটি শিক্ষা কমিটি, জাতীয় ও স্থানীয় শিক্ষাকর্মকর্তা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীসহ সকল পক্ষসমূহ মূল্যায়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত হন। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ২)
- জাতীয় এবং বিশ্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যে অবদান রাখার জন্য প্রশিক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা ও ভালো কাজগুলো জাতীয়, স্থানীয় সমাজ ও মানবিক সহায়তাকারীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিনিময় করা হয় এবং দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি পরবর্তী এ্যডভোকেসি কর্মসূচি ও নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সেগুলো যোগান দেয়া হয়। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৩)

পরিচালনা সহায়িকা

১. মূল্যায়নের একটা বিশুদ্ধ রূপ দেয়ার জন্য গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্যই সংগ্রহ করা দরকার। গুণগত উপাত্ত যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সরবরাহ করে এবং সংগৃহীত পরিসংখ্যানগত তথ্য ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে। গুণগত তথ্য সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ ও লিখিত দলিলপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত হতে পারে। পরিমাণগত উপাত্তসমূহ জরিপ ও প্রশ্নমালার মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

মূল্যায়ন, উচ্চ শিক্ষা ও নিয়োগের সুযোগ এবং বৃহত্তর সমাজের উপর প্রভাবসহ মানবিক, বস্তুগত এবং আয়ের সুযোগ, শিক্ষার্থীর সুযোগ, স্থিতি, অন্তর্ভুক্তি ও সুরক্ষা, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া, শিখনের স্বীকৃতি ও প্রত্যয়ন, চাকুরিকালীন শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং একক শিক্ষার্থীর উপর এর প্রভাবের একটি সার্বিক মূল্যায়ন করে।

২. মূল্যায়নের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি:

মূল্যায়নের ধারণা উপস্থাপন করা, অংশগ্রহণের ভিত্তিতে মূল্যায়ন কাঠামো ও প্রক্রিয়া গড়ে

তোলা এবং পর্যবেক্ষণসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য মূল্যায়ন বাজেটে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে নিয়ে কর্মশালা পরিচালনা করার জন্য ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা-কার্যক্রমের কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা বিশেষভাবে সুবিধাজনক হবে। এটা পরবর্তী মালিকানা এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের ধারণাগত ভিত্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। প্রকল্প উপকারভোগীদের (শিক্ষক ও অন্যান্য শিখন কর্মীগণ) কোনো সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ফলাফল হিসাবে প্রাপ্ত চলমান সমস্যাসমূহ এবং যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সেগুলো চিহ্নিত করতে পারেন।

৩. পর্যবেক্ষণে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও বিনিময় (sharing findings and lessons learned):
মূল্যায়নকারীগণ তাদের প্রতিবেদন এমনভাবে তৈরি করবেন যাতে, এটির প্রথম অংশ হবে জনসাধারণের জন্য এবং দ্বিতীয় অংশে প্রতিফলিত হবে গোপনীয় ও অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণসমূহ যা ব্যাপকভাবে সকলের সাথে বিনিময় (share) করা হবে না।

সকলের জন্য একই (common) ন্যূনতম মান : পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : নিরূপণী কাঠামো

সক্ষমতা ও বিপন্নতা বিশ্লেষণে (বয়স ও জেতার) অংশগ্রহণ	সুরক্ষা (শারীরিক, আইনগত ও বস্তগত), মানবাধিকার ও আইনের শাসন					নির্দিষ্ট জন, মৃত্যুর পরিসংখ্যান (demography), মোট জন সংখ্যা, সুনির্দিষ্ট বিনামূলী জনগোষ্ঠী, অভ্যন্তরীণ জনসংখ্যার আকার, স্থানচ্যুত, হারিয়ে যাওয়া বয়স ও লিঙ্গ বর্জন	
	মৃত্যু হার						
	ব্যাদিগত (morbidity)		পুষ্টিগত অবস্থা				
	নিরাপদ পানি পাবার অধিকার	মৌলিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও মনো-সামাজিক সেবা পাবার অধিকার	খাদ্য গ্রহণ	আশ্রয় প্রাপ্যতা ও পর্যাপ্ততা	সুস্থ ব্যবহার /আচরণ		সেনিটেশন ব্যবস্থা
	খাদ্য নিরাপত্তা স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শারীরিক সেবাসমূহের কার্যসম্পাদনের অবস্থা						
	পরিবারের আর্থনৈতিক ও বাজার প্রেক্ষাপট	শিক্ষা	সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট		বৈষম্য		
জাতীয় প্রেক্ষাপট রাজনৈতিক, আর্থিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, সরকার, সামর্থ, কাঠামো, পদ্ধতি, ভূগোল, আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ আন্তর্জাতিক সংস্থা ইত্যাদি		জাতীয় বাজার কার্যকর (বাহিরের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা কমে আসে) বা অকার্যকর					

নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদার ক্ষেত্রে একটি মতৈক্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে নিরূপণী কাঠামো আলোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই বিশ্লেষণের সাথে সাক্ষ্যপ্রমাণ ও বিবেচনা যুক্ত হয়। নিরূপণী কাঠামো সকল শ্রেণীর তুলনা করে, চাহিদার স্বাতন্ত্র্যের জন্য নয় বরং যোগ্যতার বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের জন্য। বিভাগসমূহের মধ্যে কার্যকারণের পরামর্শ দানের ক্ষেত্রে এই কাঠামো সুনির্দিষ্টভাবে এটা উল্লেখ করে না এবং নিরূপণীদলের সহায়তার জন্য অধিকতর বিস্তারিত পছার প্রয়োজন হয়। সেরূপ পছা গড়ে না তোলা পর্যন্ত নিরূপণ দলগুলো কী উপায়ে সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করবে তা নির্ধারণ করে নেবে। সংকটকালে একটি অগ্রাধিকারমূলক মানবিক সাড়াদানের পরিকল্পনা করার লক্ষ্যে তথ্যে অংশীভাগ করার জন্য একটি অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থা করতে

পারে। যখন কাঠামোর প্রত্যেক পর্যায়ে ক্রমাধিকারের বিষয়টি প্রতিফলিত হয় তখন এটা পরবর্তী অগ্রাধিকারমূলক সাড়াদান সূচিত করে না। কাঠামোর মধ্যস্থ প্রত্যেক শ্রেণীকে এককভাবে এবং সমন্বিত নিরুপণীর একটি অংশ হিসাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন (যেমন কাঠামোর মধ্যে শিক্ষা ও অন্যান্য শ্রেণীর উপর অবস্থার প্রভাব)। সুরক্ষা, মানবাধিকার, আইনের শাসন ইত্যাদি উচ্চ পর্যায়ের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এবং এগুলোকে পৃথকভাবে বিবেচনা করা ও মূলধারায় আনা প্রয়োজন। নিরুপণীর শুরু হবে ভৌগোলিক অথবা জনগোষ্ঠী থেকে।

পরিশিষ্ট ২ : জরুরি পরিস্থিতিতে পরিকল্পনা প্রণয়ন পরিস্থিতি বিশ্লেষণের তালিকা

কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য যে সহায়ক পরিস্থিতি, বিষয়সমূহ, জনগণ ও সংস্থা সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন।

১. ভিত্তিরেখা নিরুপণী (baseline assessment)

- ভিত্তিরেখা পর্যবেক্ষণ করার জন্য কী তথ্য প্রয়োজন।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের বিপরীতে কী তথ্য বিদ্যমান আছে। যেমন স্কুলের স্থানের ক্ষেত্রে (সংখ্যা, স্থান, প্রত্যাশিত ছাত্রসংখ্যা, শিক্ষকের সংখ্যা ইত্যাদি)।
- কর্মসূচি শুরু করার পূর্বে ভিত্তিরেখা তথ্য সংগ্রহের কোনো সুযোগ আছে কিনা?

২. পরিস্থিতির প্রকৃতি

- পরিস্থিতি কেমন (মহুর সূত্রপাত বা আকস্মিক [slow onset or sudden])।
- জরুরি পরিস্থিতির দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত ও বিপন্ন কোন গোষ্ঠী (সংস্কৃতি, বয়স ও জেভার ইত্যাদি) আছে কিনা?

৩. পরিস্থিতির সুস্থিতি (stability)

- পরিস্থিতি কি এখনও স্থিতিশীল (স্বল্প মেয়াদি/মধ্য মেয়াদি) বা এখনও বিবর্তিত হচ্ছে।
- কোনো আপদকালীন ঘটনা, যেমন নতুন কোনো জরুরি অবস্থা বা বিদ্যমান জরুরি পরিস্থিতির কোনো বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে কিনা?
- এমন কোনো সংকেত কি পাওয়া যায়, যা কোনো আকস্মিক বা তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ডেকে আনার সম্ভাবনা জাগায়।

৪. বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা

শিক্ষা ব্যবস্থা

- একটি কার্যকর শিক্ষাপদ্ধতি আছে কিনা?
- অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে একের বেশি কার্যকর শিক্ষাপদ্ধতি বিদ্যমান আছে কিনা?
- বিদ্যমান জরুরি পরিস্থিতি কীভাবে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে?

৩৬ সকলের জন্য একই ন্যূনতম মান

- স্কুল দালান ও কাঠামো (রান্নাঘর, পয়ঃব্যবস্থা, ভান্ডার ইত্যাদি) সমূহের অভাব রয়েছে কিনা বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে কিনা?
- শিখন পরিবেশের (স্থান, শিক্ষা উপাদান, শ্রেণীকক্ষ, এলাকাকর্মী ইত্যাদি) বর্তমান অবস্থা কেমন?
- ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক/নৃতাত্ত্বিক/সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর বালক, বালিকা ও শিশুদের জন্য কি একইরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে?
- শিশুরা কি স্কুলে ভর্তি হয়েছে এবং নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে (যদি না হয়, তবে কেন)?
- শিশুরা স্কুলে থাকা অবস্থায় কি ক্ষুধায় কাতর হচ্ছে? (যেমন- নাস্তার অভাবে, দূর থেকে স্কুলে আসা, অপুষ্টি ইত্যাদি)।
- শিশুরা সুনির্দিষ্ট পুষ্টিউপাদান (micronutrient) অভাবজনিত রোগে ভুগছে কিনা? যদি হয় তবে কেন?

পাঠ্যসূচি এবং নির্দেশনা

- সবার জন্য সমান একটি পাঠ্যসূচি আছে কিনা?
- নির্দেশাবলির জন্য সকলের কাছে গ্রহণীয় ভাষা আছে কিনা?
- শিক্ষক, শিক্ষণ ও শিখন সহায়িকাসমূহ আছে কিনা?
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা?
- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কর্মসূচির (অব্যাহতিপ্রাপ্ত শিশু সৈনিক, স্কুল বহির্ভূত শিশু ও অন্যান্য নির্দিষ্ট অসুবিধাসম্পন্ন গোষ্ঠী) প্রয়োজন আছে কিনা?

৫. মূল সংশ্লিষ্ট পক্ষ

মূল সংশ্লিষ্ট পক্ষ চিহ্নিতকরণ

- কে কী কাজ করছে?
- কে কী কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত?
- কে কী পরিকল্পনা করছে?
- কে কোন সম্পদের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত?
- কে কোন সিদ্ধান্তের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত?
- অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা
- আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা
- সরকার
 - জাতীয় ও স্থানীয় সরকারের বর্তমান অবস্থা কী? (বৈধ, অন্তর্বর্তী)
 - শিক্ষা পরিচালনা করে?
- স্কুল (শিক্ষক, অধ্যক্ষ, PTAs)
- সমাজ (নেতাগণ, বয়স্ক, ধার্মিক, নারীবাদী সংস্থা, স্বাস্থ্যকর্মী এবং অন্যান্য মানবিক গোষ্ঠী/দল)
- পরিবার
 - প্রধান কাঠামো কী?
 - জরুরি পরিস্থিতি কি পারিবারিক কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত করেছে?

- শিশুদের (বিশেষত বালিকাদের) শিক্ষায় অংশগ্রহণের বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে?

৬. বিদ্যমান সম্পদ

শিক্ষার জন্য (উপরের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি দেখুন)

- নিরাপদ শিক্ষার স্থান রয়েছে কি?
- প্রাপ্ত স্কুলের সুবিধাসমূহ সম্পূর্ণ কার্যকর রয়েছে কি?
- স্কুলের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করার জন্য স্কুলে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী রয়েছে কি?

খাদ্য সহায়তার জন্য

- খাদ্য বিতরণ শুরু করা কতখানি জরুরি?
- খাদ্য তৈরি করার জন্য কী রকম কর্মী পাওয়া গেছে?
- খাবার তৈরির জন্য স্কুলে কী ধরনের সুবিধা আছে?
(স্কুলের রান্নাঘর, ভাণ্ডার, রান্নার/খাবার বাসনপত্র, রান্নার জ্বালানি, পানির উৎস)
- এই সকল সুবিধাসমূহ গড়ে তোলা কি সম্ভব হবে?
- পরিবহণ/সরবরাহ/মজুদের জন্য কি কোনো কাঠামো আছে?
- কী কী খাদ্য সামগ্রী যোগাড় করা যাচ্ছে? কোথায় এবং কত দ্রুত সেগুলো যোগাড় করা এবং খাদ্য বিতরণকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া যাবে।
- স্কুল স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলো কি প্রয়োজন মাফিক/নির্ভরযোগ্য।
- বর্তমানে কি কোনো দাতাসংস্থা কাজ করছে?
- কোন সম্ভাবনাময়/শক্তিশালী বাস্তবায়ন সহযোগী কাজ করছে?

৭. বর্তমান ও সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ

নিরাপত্তা

- শিক্ষার স্থানটি কি নিরাপদ?
- শিশু, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কি নিরাপদ স্থলে যাতায়াত করার পরিস্থিতি আছে?
- খাবার গ্রহণ ও বিতরণের জন্য নিরাপদ জায়গা আছে কি?
- খাদ্যের পরিবহণ ও বিতরণ ব্যবস্থা কি নিরাপদ?
- খাদ্য কি নিরাপদে মজুদ রাখা হয়?

জেভার/নৃতাত্ত্বিক/সামাজিক সমস্যা

- এক বা অন্য জেভারের জন্য কোনো বিশেষ বিষয়/সমস্যা আছে কি?
- বিভিন্ন (ভৌগলিক, নৃতাত্ত্বিক) গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্কিত কোনো বিষয়/সমস্যা আছে কি?

বৈধতা

- কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য কোন স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট সরকারি সহযোগী রয়েছে কি?

৩৮ সকলের জন্য একই ম্যনতম মান

- শিক্ষা-কার্যক্রমের সৃষ্টি ও সহায়তার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও স্থানীয় নেতৃত্বের সহায়তা/সহযোগিতা আছে কি? (যদি না থাকে, তা হলে কেন নেই)
- এই সকল সহযোগিতা ছাড়া অগ্রসর হওয়া কি ঝুঁকিপূর্ণ?
- এ সকল সহযোগিতা ছাড়া অগ্রসর হওয়া কি যুক্তিযুক্ত?
- এদের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা কি সম্ভব?
- এদের মধ্যে সহায়তা গড়ে তোলা এবং/ও আকর্ষণ করার জন্য কর্মসূচির পরিকল্পনা করা যেতে পারে কি?

Adapted from: World Food Programme, Planning for School Feeding in the Emergency Setting - Situation Analysis, Designing the Programme, Implementation, 2004. <http://www.wfp.org>

**পরিশিষ্ট ৩ : তথ্য সংগ্রহ এবং চাহিদা
প্রশ্নপত্র**

স্থান :

জরুরি পরিস্থিতির ধরন :

প্রধান সমস্যাসমূহ :

কিছু স্কুল কি এখনও চলছে ?

ইয়া / না	স্থান	উপস্থিত শিশুদের সংখ্যা	
		বালিকা	বালক
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

১. সমস্যার প্রধান কারণসমূহ

- | | | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| স্কুলের দালান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে | <input type="checkbox"/> | মজুরি না পেয়ে শিক্ষকরা কাজ করবেন | <input type="checkbox"/> |
| স্কুল প্রাঙ্গনে পানি নেই/নিরাপদ নয় | <input type="checkbox"/> | যাতায়াত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে | <input type="checkbox"/> |
| শিশুরা unoccupied/স্কুলে আসে না | <input type="checkbox"/> | শিক্ষকরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে | <input type="checkbox"/> |
| যন্ত্রপাতি/জিনিসপত্র পাওয়া যায় না | <input type="checkbox"/> | কিছু শিশু আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে | <input type="checkbox"/> |
| পরিবারগুলো স্কুলের জিনিসপত্র কিনতে পারে না | <input type="checkbox"/> | কিছু শিশু অক্ষম হয়ে পড়েছে | <input type="checkbox"/> |
| শিক্ষকরা স্কুল ত্যাগ করেছে অথবা ভীত হয়ে পড়েছে | <input type="checkbox"/> | শিশুরা সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছে | <input type="checkbox"/> |
| শিক্ষকদের পরিবর্তনে বয়স্ক শিক্ষাকর্মীর অভাব ঘটেছে | <input type="checkbox"/> | | |

২. শিশুদের সংখ্যা নির্ধারণ

বিবরণ	মোট	বালিকা	বালক
শিশুর সংখ্যা	-----	-----	-----
০৫ বছর বয়স্ক	-----%	-----%	-----%
৬-১৩ বছর বয়স্ক	-----%	-----%	-----%
১৪-১৮ বছর বয়স্ক	-----%	-----%	-----%
আবাসিক	-----%	-----%	-----%
ভাসমান	-----%	-----%	-----%

৪০ সকলের জন্য একই ন্যূনতম মান

৩. জরুরি অস্থার সাথে তুলনা

বিবরণ	মোট	বলিকা	বালক
শিশুর সংখ্যা	কম বা বেশি	কম বা বেশি	কম বা বেশি
০-৫ বছর বয়স্ক	কম বা বেশি	কম বা বেশি	কম বা বেশি
৬-১৩ বছর বয়স্ক	কম বা বেশি	কম বা বেশি	কম বা বেশি
১৪-১৮ বছর বয়স্ক	কম বা বেশি	কম বা বেশি	কম বা বেশি
আবাসিক	কম বা বেশি	কম বা বেশি	কম বা বেশি
ভাসমান	কম বা বেশি	কম বা বেশি	কম বা বেশি

জেভারের ক্ষেত্রে কোনো বড় ধরনের পার্থক্য হলে তার ব্যাখ্যা করুন

আর কোনো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় আছে কিনা যা বিবেচনা করতে হবে, যেমন নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর উপস্থিতি। ব্যাখ্যা দিন

৪. শিশুদের শিক্ষার পর্যায়

	শৈশবপূর্ব শিক্ষা	প্রাথমিক শিক্ষা	মাধ্যমিক শিক্ষা
বয়স্ক জনগোষ্ঠীর শতকরা	-----	-----	-----
ভাগ সম্পন্ন করেছে (%)			

৫. শিশুরা কোন ভাষা (গুলো) ব্যবহার করেছে

	মাতৃভাষা	(কথ্য)☑	(লিখিত)☑
স্থানীয় ভাষা (উল্লেখ করুন)	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

৬.ক. আপনার কি এই অঞ্চলের একটি মানচিত্র আছে যেখানে সামাজিক স্থাপনাসমূহ (যেমন- স্কুল, ধর্মীয় স্থান, গীর্জা ইত্যাদি) চিহ্নিত করা হয়েছে?

৬.খ. যদি ৬.ক. প্রশ্নের উত্তর না হয় তবে আপনি কীভাবে তেমন একটি মানচিত্র পেতে পারেন?

৬.গ. যদি ৬.খ. প্রশ্নের উত্তর না হয় তবে এই তথ্যগুলো কীভাবে পেতে পারেন জানান।

৭. শ্রেণীকক্ষের জন্য কোন স্থান ব্যবহার করা যেতে পারে?

	<input checked="" type="checkbox"/>	শ্রেণীকক্ষ স্থান সংকুলান হওয়া ছাত্রের সংখ্যা
স্কুল/শ্রেণীকক্ষ	<input type="checkbox"/>	-----
পুনর্বাসনকেন্দ্র	<input type="checkbox"/>	-----
আশ্রয়কেন্দ্র	<input type="checkbox"/>	-----
খোলা স্থান (ছায়া/গাছতলা)	<input type="checkbox"/>	-----
বসতবাড়ি	<input type="checkbox"/>	-----
ধর্মীয় স্থাপনা	<input type="checkbox"/>	-----
চিকিৎসাকেন্দ্র	<input type="checkbox"/>	-----
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	<input type="checkbox"/>	-----

৮. নিম্নবর্ণিত সুবিধাসমূহ সহজপ্রাপ্য কিনা?

	নিকটবর্তী স্থানে <input checked="" type="checkbox"/>	দূরে (meter) <input checked="" type="checkbox"/>	যাওয়া যায় না এমন <input checked="" type="checkbox"/>
পানির উৎস (উল্লেখ কর)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
শৌচাগার	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
স্নানাগার	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
প্রসাধনাগার	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
চিকিৎসাব্যবস্থা	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যবস্থা	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
বিদ্যুৎব্যবস্থা	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

৯. শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হবার জন্য শিশুদের কতটা পথ হাঁটতে হয়?

বিবরণ	শিশুদের শতকরা ভাগ			
	০-২৫%	২৬-৫০%	৫১-৭৫%	৭৬-১০০%
মিটার				
৫০০ মিটারের কম	-----	-----	-----	-----
৫০০ থেকে ১০০০ মিটার	-----	-----	-----	-----
১০০০ মিটারের বেশি	-----	-----	-----	-----
মাইলে				
অর্ধ মাইল ও কম	-----	-----	-----	-----
অর্ধ থেকে ১ মাইল	-----	-----	-----	-----
১ মাইলের বেশি	-----	-----	-----	-----

১০. শিশুরা গৃহস্থালী বা অন্যান্য কাজে জড়িত কিনা?

	বালিকা	বালক
শতকরা %		
দিনে কত ঘণ্টা	-----	-----
প্রধানত দিনে বা রাতে	-----	-----

১১. কী পরিমাণ (আনুমানিক) শিখনউপকরণ বিদ্যমান ও প্রয়োজন

(শিখনপ্রতি)	বিদ্যমান	প্রয়োজন
পাঠ্যবই	-----	-----
বিষয়-১	-----	-----
বিষয়-২	-----	-----
বিষয়-৩	-----	-----
স্লেট	-----	-----
চক	-----	-----
স্পঞ্জ বল	-----	-----
অনুশীলনী বই/খাতা	-----	-----
পেন্সিল, কলম	-----	-----
রঙিন পেন্সিল	-----	-----
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	-----	-----

১২. কী পরিমাণ (আনুমানিক) শিক্ষা উপকরণ আছে ও প্রয়োজন

(প্রতি শ্রেণীকক্ষে)	আছে	প্রয়োজন
সহায়িকা/পুস্তিকা	-----	-----
রেকর্ড বই	-----	-----
ব্ল্যাক বোর্ড	-----	-----
চকের বাস্র	-----	-----
ওয়াল চার্ট/মানচিত্র	-----	-----
পেন/পেন্সিল	-----	-----
অফিসের জিনিসপত্র	-----	-----
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	-----	-----
বিনোদন উপকরণ	-----	-----

১৩. শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য কাকে পাওয়া যাবে?

	সংখ্যা	নারী	পুরুষ
প্রশিক্ষিত শিক্ষক	-----	-----	-----
আধা-পেশাজীবী (Para Professional)	-----	-----	-----
অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আগত পেশাজীবী	-----	-----	-----
যেমন চিকিৎসা প্যারা চিকিৎসা)	-----	-----	-----
বয়স্ক শিশু	-----	-----	-----
মানবিক/সামাজিক কর্মীগণ	-----	-----	-----
এনজিও কর্মীগণ	-----	-----	-----
স্বেচ্ছাসেবক	-----	-----	-----
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	-----	-----	-----

১৪. শিক্ষকদের সহায়তা করার জন্য বয়স্ক মানব সম্পদ আছে কি?

	সংখ্যা	নারী	পুরুষ	শিক্ষার মান/যোগ্যতা
আধা-পেশাজীবী (Para Professional)-----	-----	-----	-----	-----
অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে আগত পেশাজীবী (যেমন চিকিৎসা প্যারা চিকিৎসা)	-----	-----	-----	-----
বয়স্ক শিশু	-----	-----	-----	-----
মানবিক/সামাজিক কর্মীগণ	-----	-----	-----	-----
এনজিও কর্মীগণ	-----	-----	-----	-----
স্বেচ্ছাসেবক	-----	-----	-----	-----
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	-----	-----	-----	-----

১৫. শিশুদের কি সঙ্গ দেয়া হয়?

শিশুদের দলের শতকরা % হার

তাদের সমগ্র পরিবারের দ্বারা	-----
অন্তত একজন অভিভাবকের দ্বারা	-----
বড় ভাই-বোনের দ্বারা	-----
পরিবারের অন্যান্য সদস্যের দ্বারা	-----
স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা	-----
একা	-----

১৬. পরিবারের প্রধান কে

শিশুদের দলের শতকরা% হার

মাতা	-----
পিতা	-----
অন্যান্য বয়স্কজন (উল্লেখ করুন)	-----
অন্য শিশু (বড় বোন)	-----
অন্য শিশু (বড় ভাই)	-----
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	-----
শিশু নিজেই	-----

১৭. শিশুদের পরিবারের অর্থনৈতিক পটভূমি

%

কৃষক পরিবার	-----
-------------	-------

কারিগর বা মিস্ত্রি	-----
বেদে বা যাযাবর	-----
পশু পালক/উৎপাদক (raiser)	-----
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	-----

১৮. শিশুদের জানানোর জন্য বিশেষ কী কী বার্তা/শিক্ষা রয়েছে?

পয়ঃ ও স্বাস্থ্যবিধি : -----
 স্বাস্থ্য বিষয়ক বার্তা : -----
 ভূমিমাইনের মতো সম্ভাব্য বিপদের বার্তা : -----
 দক্ষতা বিষয়ক বার্তা : -----
 অন্যান্য (উল্লেখ করুন) : -----

১৯. আক্রান্ত/ভুক্তভোগী সমাজে কর্মরত মূল (key) সংস্থাসমূহের উপস্থিতি (কিছু নাম উল্লেখ করুন)

সামাজিক কমিটি	সর্বজনীন	সাধারণ	বিরল	নেই
১. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
২. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সর্বজনীন	সাধারণ	বিরল	নেই
১. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
২. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটস	সর্বজনীন	সাধারণ	বিরল	নেই
১. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
২. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
শিক্ষা-সক্রিয় দেশীয় এনজিও	সর্বজনীন	সাধারণ	বিরল	নেই
১. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
২. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
শিক্ষা-সক্রিয় আন্তর্জাতিক এনজিও	সর্বজনীন	সাধারণ	বিরল	নেই
১. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
২. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ	সর্বজনীন	সাধারণ	বিরল	নেই
১. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
২. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	সর্বজনীন	সাধারণ	বিরল	নেই
১. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
২. _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

সূত্র: ইউনিসেফ

২.

অভিগম্যতা ও শিখন পরিবেশ

সূচনা

দুর্যোগজনিত জরুরি অবস্থায়, শিক্ষা নামক মৌলিক অধিকার এবং সম্পদ পাবার অধিকার অত্যন্ত সীমিত হয়ে আসে। যাহোক, যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা এবং পুনর্জীবন অর্জনের দক্ষতা এবং জীবনে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং একই সাথে দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম সংগঠিত করা একটি অত্যন্ত দুঃসাধ্য বিষয় এবং আশঙ্কা থাকে যে বিপন্ন গোষ্ঠীগুলো তাদের জন্য প্রস্তাবিত শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হবে। সরকার, সামাজিক ও মানবিক সাহায্য সংস্থাসমূহের দায়িত্ব এটা নিশ্চিত করা যে, সকল ব্যক্তির প্রাসঙ্গিক, মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ পাবার অধিকার আছে এবং এই শিক্ষার পরিবেশ হয় নিরাপদ এবং শিক্ষার্থীর সুরক্ষা, মানবিক, আবেগীয় এবং শারীরিক কল্যাণে সহায়তা করে।

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার্থী বিশেষত শিশু, যুবক ও শিক্ষা কর্মীদের শারীরিক, সামাজিক ও পারম্পরিক সুরক্ষা দিতে পারে। তবে শিক্ষার্থীরা এমনকি শিক্ষা পরিবেশের মধ্যেই স্কুলে যাওয়া আসার পথে শারীরিক ও মানসিক সংকটের শিকার হয়। এই সমস্যা বালিকা ও নারী শিক্ষকদের সমভাবে প্রভাবিত করে। শিক্ষা সহায়তা দেয়ার ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত করা একটা বাধ্যবাধকতা যে, শিক্ষা পরিবেশের মধ্যে স্কুলে যাওয়া-আসার পথে শিক্ষার্থীরা নিরাপদ থাকবে।

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাসুযোগের একটি প্রগতিশীল বিন্যাস থাকা প্রয়োজন। যদি দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির প্রারম্ভেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করা সম্ভব না হয় তবে শিক্ষা কর্মসূচিগুলো বিনোদনমূলক কার্যক্রম (ক্রীড়া ও খেলাধুলা), অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, বয়স্কশিশুদের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ, শিখন দক্ষতা গড়ে তোলা এবং তা অক্ষুন্ন রাখার সুযোগ করবে।

একই সাথে যে সকল শিশু, যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তি, যারা এখনও মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ শুরু

অথবা শেষ করেন নি তাদের জন্য বিকল্প অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বা দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার অধিকার পাবার ক্ষেত্রে কিছু গোষ্ঠী (group) বা ব্যক্তির নির্দিষ্ট কিছু অসুবিধা থাকতে পারে। তবে কোন ব্যক্তিরই বৈষম্যের কারণে শিক্ষা ও শিখনের সুযোগ পাবার অধিকার অস্বীকার করা যাবে না। শিক্ষা প্রদানকারীগণ বিপন্ন গোষ্ঠীর সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন, বিশেষত প্রতিবন্ধী, কিশোরী, যুদ্ধরত বাহিনীর সাথে জড়িত শিশু, অপহৃত শিশু, কিশোরী মাতার বিশেষ প্রয়োজন নিরূপণ করবে, এটা নিশ্চিত করতে যে তারা শিখন সুযোগ থেকে উপকৃত হচ্ছে। শিক্ষা কার্যক্রমসমূহ শুধু আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সেবাদানের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে না বরং বৈষম্য, স্কুলের ফিস ও ভাষাগত বাধা, যার জন্য কোন গোষ্ঠী বঞ্চিত হতে পারে তেমন বাধা বিপত্তির বিষয়ও বিবেচনা করবে। বিশেষভাবে সেইসব বালিকা ও নারী যারা শিক্ষা পাবার অধিকার পায় নি বা যারা তাদের শিক্ষা চালু রাখতে বাধার সম্মুখীন হয়েছে তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় আনার জন্য আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক বা বৃত্তিমূলক যে কোন শিক্ষার অতিরিক্ত সুযোগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সকলের জন্য সমান মানের (standard common to all) যোগসূত্র

যে প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষায় সাড়াদান পদ্ধতি গড়ে তোলা ও বাস্তবায়ন করা হয় তা এর কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশটুকু সকল শ্রেণীর জন্য সমমান সহযোগে ব্যবহার করতে হবে, যা সামাজিক অংশগ্রহণ, স্থানীয় সম্পদ, প্রারম্ভিক নিরূপণ, সাড়াদান, মনিটরিং ও মূল্যায়ন সব কিছুকেই আওতাধীন করবে। বিশেষত এর যথোপযুক্ততা ও মান নিশ্চিত করার জন্য বিপন্ন গোষ্ঠীগুলোসহ দুর্যোগে পীড়িত জনগণের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

ন্যূনতম মান : এগুলোর বৈশিষ্ট্য গুণবাচক এবং শিক্ষা সাড়াদান ব্যবস্থায় একটা ন্যূনতম পর্যায় অর্জন করার বিষয়টি উল্লেখ করে।

মূল নির্দেশক : এটা হচ্ছে সেই সংকেত যা মান অর্জিত হয়েছে কি না তা নির্দেশ করে। এগুলো ব্যবহৃত কর্মসূচি এবং প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির প্রভাব বা ফলাফল পরিমাপ করা ও আদান প্রদান করার পছন্দ জানিয়ে দেয়। নির্দেশকসমূহ গুণগত ও পরিমাণগত উভয়ই হতে পারে।

পরিচালনা সহায়িকা : এটাতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মান ও নির্দেশক প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ বিবেচনা করা, বাস্তব সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করার নির্দেশনা প্রদান এবং অগ্রাধিকারমূলক ব্যাপারে পরামর্শ প্রদানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। এতে আরও অন্তর্ভুক্ত থাকে, মান ও নির্দেশকের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এবং সমসাময়িক অভিজ্ঞতার উভয় সংকেত, বিরোধিতা ও ঘাটতির বিবরণ। সংযোজনী-২-এ তথ্যসূত্রসমূহের একটি তালিকা অন্তর্ভুক্ত আছে, যা এ অংশের সাথে সম্পর্কিত ও সাধারণ বিষয় ও সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত বিষয়সমূহ, উভয়েরই তথ্যের উৎস নির্দেশ করে।

অভিগম্যতা ও শিখন পরিবেশ

মান-১ সম অধিকার

সব মানুষের মান সম্পন্ন ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার সুযোগ পাবার অধিকার রয়েছে

মান-২ সুরক্ষা ও কল্যাণ

শিখন পরিবেশ, নিরাপদ সুরক্ষায় সহায়তা করে এবং শিক্ষার্থীর মানসিক ও আবেগীয় (Emotional) কল্যাণ সাধন

মান-৩ সুযোগ সুবিধাসমূহ

শিক্ষা সুবিধা শিক্ষার্থীর শারীরিক কল্যাণের সহায়ক।

পরিশিষ্ট-১

মনো-সামাজিক তালিকা (Checklist)

পরিশিষ্ট-২

স্কুলে খাদ্য প্রদান কর্মসূচি তালিকা।

সংযুক্তি-২ তথ্যসূত্র ও উৎস নির্দেশিকা

শিক্ষা পাবার অধিকার ও শিখন পরিবেশ অংশ।

শিক্ষার অধিকার ও পরিবেশ মান-১: সম-অধিকার

সকল মানুষের মানসম্পন্ন ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার সুযোগ পাবার অধিকার রয়েছে।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- বৈষম্যের কারণে কোন ব্যক্তির শিক্ষার সুযোগের অধিকারকে অস্বীকার করা যায় না।
(দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ১-২)
- প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভর্তির ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা নয়। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৩)
- আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর শিক্ষা চাহিদা মেটানোর জন্য একটি সুবিন্যস্ত আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ তাদের ধারাবাহিকভাবে দেয়া হয়। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৪-৫)
- প্রশিক্ষণ এবং সংবেদনশীলতার মাধ্যমে, সমাজের সকল সদস্যের মানসম্পন্ন ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়টিতে সমাজ আরও ভালোভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে।
(দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৬-৭)
- দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি ও পুনর্গঠনের সকল পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমের অবিচ্ছিন্নতা এবং মান নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, দাতাগোষ্ঠী, এনজিও, অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী ও সমাজ পর্যাণ্ড সম্পদের ব্যবস্থা করে থাকে। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৮)
- দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির কারণে কোন বিচ্ছিন্নতার পর যত শীঘ্র সম্ভব শিক্ষার্থীদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতিতে নিরাপদে অভিগম্যতা ও পুনঃঅভিগম্যতার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।
- শিক্ষা কর্মসূচি, যে দেশে বসবাস করছেন এবং নিজ দেশ (host country and/or country of origin) এর শিক্ষা কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্বীকৃত হতে হয়।

পরিচালনা সহায়িকা

১. বৈষম্য এতেই সীমিত না রেখে দারিদ্র্য, জেভার, বয়স, জাতীয়তা, নৃগোষ্ঠী, নৃসাংস্কৃতিক, ধর্ম, ভাষা, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক যোগাযোগ, যৌন অভ্যাস (sexual orientation), আর্থ-সামাজিক পটভূমি, ভৌগলিক অঞ্চল ও বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক ঘোষণাসমূহ নিম্নলিখিতভাবে বিষয়সমূহ বর্ণনা করে:

– অনুচ্ছেদ-২ যে কোন জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা ভিন্ন মতাদর্শী, জাতীয়

- অনুচ্ছেদ-১৩ প্রত্যেকের শিক্ষার অধিকারের স্বীকৃতি দিচ্ছে যা মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাবোধের পূর্ণ উন্নয়নের পথে পরিচালিত হবে এবং মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতাকে সম্মান করার বিষয়টি দৃঢ় করবে। শিক্ষা একটি মুক্ত সমাজে কার্যকরভাবে সকলকে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে তুলবে, সকল জাতীয়, জাতিগত, নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সমঝোতা, সহনশীলতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে এবং জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা করবে।
- অনুচ্ছেদ-১৩ রাষ্ট্রসমূহের কাছে এই অধিকার পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যকে স্বীকৃতি দিতে অঙ্গীকার করে যে ১) প্রাথমিক শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে ও বিনামূল্যে প্রদান করা হবে, ২) প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক শিক্ষাসহ মাধ্যমিক শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধ্যে যথার্থ উপায়ে, বিশেষত বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের প্রগতিশীল প্রচলনের দ্বারা সাধারণভাবে সহজলভ্য ও পাবার অধিকার নিশ্চিত করা হবে এবং ৩) সেই সকল ব্যক্তি, যারা তাদের প্রাথমিক শিক্ষার সকল পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ বা সমাপ্ত করতে পারেননি তাদের জন্য মৌলিক শিক্ষা যতটা সম্ভব উৎসাহিত ও শক্তিশালী করা হবে।

২. দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার অধিকার সম্পর্ক ঘোষিত **আন্তর্জাতিক দলিলপত্র ও কাঠামোসমূহ** সমর্থন করা হবে। এতে সীমিত না রেখে যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকবে তা হচ্ছে:

- দ্যা ডাকার ওয়ার্ল্ড এডুকেশন ফোরাম ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন' (the Dakar world Education Forum Framework For Action) সকলের জন্য শিক্ষা কর্মসূচীকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করে। এটি ঘোষণা করে, যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সরকার প্রয়োজনীয় সর্বকম চাহিদা পূরণ করবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালনা করবে যাতে পারস্পারিক বোঝাপড়া, শান্তি-শৃঙ্খলা ও সহনশীলতা বজায় থাকে। এটি যদি করা হয় তাহলে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্ভাবনা থাকে না।
- যুদ্ধকালীন সময়ে বেসামরিক ব্যক্তিদের সুরক্ষা সংক্রান্ত জেনেভা সনদ (IV) অনুচ্ছেদ-৫০ দখলদার বাহিনী জাতীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায়, শিশুদের যত্ন, দেখাশোনা ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে এমন সব সংস্থার সুষ্ঠুভাবে কাজ করার ব্যবস্থা করতে সহায়তা করবে।
- দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিখনের শারীরিক, মনো-সামাজিক ও সুরক্ষার জন্য শিশু অধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদ একটি মাননির্ণয়ক কাঠামো প্রদান করে।

৩. ভর্তি ও তাগিকাজুক্তি (Admission and Enrolment)

দলিলপত্রের প্রয়োজনীয়তা নমনীয় করতে হবে এবং নাগরিকত্বের প্রত্যয়নপত্র, জন্ম ও বয়সের প্রত্যয়নপত্র, পরিচয়পত্র, স্কুলের রিপোর্ট ইত্যাদির প্রয়োজন হবে না। কারণ দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত মানুষের এই সব কাগজপত্র নাও থাকতে পারে।

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি পীড়িত শিশু ও কিশোরদের জন্য বয়সসীমা বলবৎ করা উচিত হবে না। বরং পড়া শিখনদের জন্য দ্বিতীয়বার ভর্তির অনুমতি দিতে হবে। সর্বাপেক্ষা প্রান্তিক ও বিপন্ন শিক্ষার্থী চিহ্নিত ও সম্পৃক্ত করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যেখানে নিরাপত্তার বিষয় জড়িত সেখানে দলিলপত্রাদি ও ভর্তির তথ্য গোপনীয়ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৪. শিক্ষা সুযোগের আওতা : (Range of Education Opportunities)

এইসব সুযোগের মধ্যে শৈশবকালীন, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা, lifeskill, প্রশিক্ষণ, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা (অক্ষর ও হিসাব জ্ঞানসহ) ও ত্বরান্বিত (accelerated) শিক্ষা সুযোগ, যেখানে যেমন প্রয়োজ্য, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির কারণে যে আঘাত শিশুরা পেতে পারে, তা শিক্ষা না পাবার অধিকারের মাধ্যমে আরও বাড়িয়ে তোলা উচিত হবে না। পরিবর্তনীয় স্কুলের সময় ও পালা, সম্প্রসারিত শিক্ষা কর্মসূচি, অল্পবয়সী মাতাদের জন্য শিশু তত্ত্বাবধান সেবাসহ নমনীয় সময়সূচি তৈরি, ক্লাশরুম ঠিক করার ব্যাপারে বিরাজমান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে এমন ছাত্রদের জন্য সংগঠিত peer সহায়তা এবং শিক্ষা কর্মসূচি ও ছুটিকালীন পাঠের মাধ্যমে শিক্ষা সুযোগ থেকে আরও বেশি শিক্ষার্থী উপকার পেতে পারে। বয়স্ক শিক্ষার্থীদের সাথে অপেক্ষাকৃত কম বয়স্কদের জোর করে পাঠ গ্রহণ করানো বা শিশুরা স্বতপ্রবৃত্ত হয়েও নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করলে, এটি বয়স্ক ও কম বয়স্ক শিশুদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ফলশ্রুতিতে সকলের জন্য এটা অকার্যকর শিক্ষায় পর্যবসিত হয়। বিকল্প উপায় হিসাবে বয়স্ক শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা শ্রেণীকক্ষ এবং ত্বরান্বিত পাঠ্যক্রমের যখন যেমন প্রয়োজ্য, ব্যবস্থা করা যেতে পারে। নিয়মিত স্কুল কার্যক্রমের বিকল্প ব্যবস্থা প্রচলনের পূর্বে যুব সমাজের প্রতিনিধি, নারী, অন্যান্য সামাজিক কর্মী এবং নেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিতে হবে।

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানে শিক্ষা কার্যক্রমের সম্পূর্ণ বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানের সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের ব্যয়সাশ্রয়ী শিক্ষার অধিকার পাবার জন্য জরুরি পরিস্থিতির সময়ে ও পরে স্কুল ম্যাপিং-এর মতো কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. বয়সভিত্তিক দল :

শিক্ষার সুযোগ বয়সভিত্তিক দল (যেমন শিশু ও কিশোর) এবং বিষয়সূচির (যেমন- দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির শুরুতে এবং দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির সময় সকলের জন্য জীবন রক্ষাকারী তথ্যাবলী) দ্বারা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হতে পারে। যদি দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি স্থায়ী হয়, তাই একটি প্রাসঙ্গিক উপায়ে সকলের জীবনমান উন্নয়নের জন্য শিখন সুযোগ সকল জনগোষ্ঠীর জন্য সম্প্রসারিত করা উচিত।

৬. মানসম্পন্ন ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা : (Quality and relevant education)

সংযোজনী ১ঃ দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার ন্যূনতম মান : এই পরিভাষার সংজ্ঞার জন্য ৯৩ পাতায় দেখুন।

৭. সামাজিক সম্পৃক্ততা :

সকল সামাজিক সম্প্রদায়ের শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়া উচিত। এটা যোগাযোগের ঘাটতিপূরণে ও বর্ধিত সম্পদ সমাবেশীকরণে প্রান্তিক গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে নিরাপত্তার বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে এবং অংশগ্রহণে উৎসাহিত করার জন্য সহায়তা করে। (আরো দেখুন ৮৫ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট ১ এবং ১৭-২১ পৃষ্ঠার সামাজিক অংশগ্রহণ মান ১-২)।

৮. সম্পদ :

দাতাগোষ্ঠী হবে নমনীয় এবং তারা দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির প্রারম্ভিক অবস্থা থেকে পুনর্গঠন পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রমের অবিচ্ছিন্নতা (continuity) নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত কৌশলগুলোকে সহায়তা করবে। শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সরকারগুলোর চূড়ান্ত দায়িত্ব রয়েছে এবং তারা বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ করতে পারে। অন্যান্য দাতাগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় (দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয়), আন্তর্জাতিক ও দেশীয় এনজিও, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ধর্ম বিশ্বাসভিত্তিক সংস্থাসমূহ, সুশীল সমাজ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীগণ। (আরো দেখুন ২৭ পৃষ্ঠায় পর্যালোচনা মান ২ এবং ২৮ পৃষ্ঠার পরিচালনা সহায়িকা ৪)।

সম্পদের পরিকল্পনা অত্যাসন্ন শিক্ষা সুযোগ সম্প্রসারণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে কিন্তু সেই সাথে, টেকসই, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা (দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এ আশংকা মাথায় রেখে) ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন পরিপ্রেক্ষিত (scenario) বিবেচনায় রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ও সমন্বয় স্থিতিশীলত অবস্থা নিশ্চিত করতে সহায়ক হতে পারে। (দেখুন ৯৪ পৃষ্ঠার শিক্ষানীতি ও সমন্বয় মান ৩)।

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত শিক্ষা সাড়াদানের জন্য প্রয়োজন তাড়াতাড়ি তহবিল প্রাপ্তি, যেমন- জরুরি ভবিষ্যৎ সঞ্চয় বা প্রারম্ভিক তহবিল ব্যবহার করার সুযোগ। দীর্ঘায়িত দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে শিশু ও কিশোরদের শিক্ষা সহায়তা তহবিল পর্যাণ্ড হতে হবে যা সাধারণ স্কুল কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের অগ্রগতি অব্যাহত রাখার ব্যাপারে সহায়তা করবে। প্রারম্ভিক পুনর্গঠন পর্যায়ে জাতীয় ও স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসন ও পরিকল্পনা শক্তিশালীকরণের জন্য প্রয়োজন অনুসারে তহবিলের ব্যবস্থা করতে হবে। সাময়িক আশ্রয়কেন্দ্র এবং শিক্ষা ও শিখন উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে দাতাদের সম্পদ সকল স্থানে শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় শুরু করতে সহায়তা করতে পারে।

অভিজ্ঞতা ও শিখন পরিবেশ মান-২ : সুরক্ষা ও কল্যাণ

শিখন পরিবেশ সুরক্ষায় সহায়তা করে এবং শিক্ষার্থীর মানসিক ও আবেগীয় কল্যাণ সাধন করে।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- যে জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করা হচ্ছে স্কুল ও অন্যান্য শিখন পরিবেশ তাদের কাছাকাছি অবস্থিত হওয়া উচিত। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ১-২)
- শিখন পরিবেশ পাবার উপায় সকলের জন্য উন্মুক্ত, নিরাপদ ও বিপদমুক্ত। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৩)
- শিক্ষার্থীদের ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন বিপদ থেকে শিখন পরিবেশ মুক্ত। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৪-৫)
- নিরাপত্তা, নির্বিঘ্নতা ও সুরক্ষায় সহায়তা করার জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সম্প্রদায়ের সকলের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বিদ্যমান রয়েছে।
- শিক্ষার্থীর কল্যাণে সহায়তা করতে তাদের মনো-সামাজিক সহায়তা দেবার শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাকর্মীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৬)
- শিক্ষার্থীরা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন, এটা নিশ্চিত করার জন্য পদ্ধতি ও নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে এবং শিখন পরিবেশের স্থান নির্ধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সমাজকে সম্পৃক্ত করা হয়।
- শিখনকেন্দ্রে কার্যকরী শিখন ঘটানোর জন্য শিক্ষার্থীর পুষ্টি ও স্বল্প মেয়াদী ক্ষুধাউপশমী খাদ্যের প্রয়োজন বিবেচনা করা হয়। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৭)

পরিচালনা সহায়িকা

১. নৈকট্য (Proximity): নিরাপত্তার সমস্যা ও অন্যান্য নিরাপত্তাজনিত বিষয়সমূহকে বিবেচনায় রেখে স্থানীয়/জাতীয় মান অনুসারে সংজ্ঞায়িত হবে। যেখানে দূরত্ব একটি বিবেচ্য বিষয়, সেখানে দূরে যাত্রা করতে অক্ষমদের, যেমন শিশু বা কিশোরীদের জন্য তাদের বাড়ির কাছাকাছি সহায়ক (subsidiary) বা সংযোগ স্থাপনকারী) ক্লাস নেয়ার বিষয় উৎসাহিত করা হবে।

২. নিরাপত্তা: যদি প্রচলিত স্কুল প্রাঙ্গণ পাওয়া না যায় বা বিপদাপন্ন হয় তবে নিরাপদ ও

নির্বিঘ্ন বিকল্প স্থান নির্বাচন করতে হবে। স্কুলগুলো নিরাপত্তা বাহিনীর সামাজিক আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়।

৩. যাওয়া-আসার পথে নিরাপত্তা (Access route):

নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। এবং স্থানভেদে এই নিরাপত্তা নির্ভর করে যথাযথ নিরাপত্তা ও সামরিক বাহিনী মোতায়েনের উপর। সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষা কর্মীদের (জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বয়স-জেশার-প্রতিবন্ধী নির্বিশেষে) জন্য চলাচলের নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্নতা নিশ্চিত করা এবং সুরক্ষা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সমাজ একটি কার্যকর উপায়ের বিষয়ে (যেমন বয়স্ক নিরাপত্তা রক্ষী) আলোচনা করবে এবং মতৈক্যে পৌছাবে। এটা সামাজিক শিক্ষা কমিটির আলোচ্যসূচির অংশ হতে পারে।

৪. সুরক্ষা :

শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হতে পারে এমন সব বিপদ থেকে রক্ষা করতে হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, আশ্রয়কেন্দ্র, গোলাবারুদ, ভূমিহীন, অবিস্ফোরিত বোমা, সশস্ত্র বাহিনীর ভয় এবং সৈন্যদলে নিয়োগ ইত্যাদি বিপদসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এতেই সীমাবদ্ধ নয়।

শিক্ষার্থীরা, বিশেষত সংখ্যালঘু এবং কিশোরীরা স্কুলে যাওয়া ও ফেরার সময় প্রায়শই কটুকথা, হিংসাত্মক ঘটনা, সৈন্যদলে ভর্তি ও অপহরণের শিকারে পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রে সামাজিক প্রচারাভিযান এবং সমাজের বয়স্কদের দ্বারা তাদের প্রহরা দেয়া, এই দুইয়ের সংমিশ্রণে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিছুটা উন্নত হতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সঙ্কায় স্কুল থেকে ফিরতে হয়, সেসব ক্ষেত্রে তাদের ব্যাগে বা পোশাকে আলো প্রতিফলক, প্রতিফলক টেপ বা তাদের নিরাপত্তা রক্ষীর জন্য আলোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মায়েরা কন্যাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা-অঙ্গনসমূহে উপস্থিত হবেন। অধিকন্তু, কিশোরী ও নারীদের হয়রানির অবস্থা জানার জন্য শিক্ষা কর্মসূচিতে মনিটরিং এর ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

৫. নিরাপদ শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা :

অন্যান্য বিষয়সমূহের সাথে সাথে ভীতি প্রদর্শনের (intimidation) অর্ন্তুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে, মানসিক চাপ, কটুবাক্য ও বৈষম্য। যেন ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপার না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকদের অনুকূল শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনার (positive classroom management) উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। শারীরিক শাস্তি দেয়া উচিত হবে না।

৬. কল্যাণ:

শিক্ষা প্রদানকারী ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা, সুরক্ষা, সেবার মান, সুখ এবং উষ্ণ ব্যবহার, আবেগীয় ও মানসিক কল্যাণের বিষয়গুলির কোনটা ভাল তা সম্পূর্ণ অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হবে। শিক্ষার্থীদের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য যেসকল কার্যাবলী অনুশীলিত হয় তা সুন্দর পারস্পরিক উন্নয়ন (sound cognitive development),

সুদৃঢ় পারস্পরিক কার্যকলাপ (interaction) এবং সুস্বাস্থ্য বৃদ্ধির উপর দৃষ্টি নিবন্ধ করে (focus)। কল্যাণ নিশ্চিতকরণ শিক্ষার্থীর আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে শেষ করতে অবদান রাখে। (মনোস্তাত্ত্বিক চেকলিস্টের জন্য ৫৭ পৃষ্ঠায় পরিশিষ্ট ১ দেখুন)।

৭. পুষ্টি:

শিখন কর্মসূচির বাইরে খাদ্য যোগান কর্মসূচি এবং অন্যান্য খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে পুষ্টিগত ও তাৎক্ষণিক ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে। যদি স্কুলে পুষ্টিকর খাদ্যদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে সেখানে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির (World Food Programme) মতো অন্য কোন স্বীকৃত সংস্থার নীতিমালা অনুসরণের মাধ্যমে করতে হবে। (স্কুলে খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির চেকলিস্টের জন্য ৫৯ পৃষ্ঠায় পরিশিষ্ট ২ দেখুন)।

অভিগম্যতা ও শিখন পরিবেশ মান-৩ : সুযোগ সুবিধা

সুরক্ষা সুবিধা শিক্ষার্থীদের শারীরিক কল্যাণের জন্য সহায়ক

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- শিখন কাঠামো ও এলাকায়, শারীরিক সক্ষমতা নির্বিশেষে সকলের অভিগম্যতা থাকে।
- শিখন পরিবেশ যেন উপযুক্ত, সুস্পষ্ট সীমারেখা/সীমানা ও বোধগম্য চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।
- শিখন অঞ্চলের (site) জন্য ব্যবহৃত ভৌত কাঠামো জরুরি পরিস্থিতির জন্য যথোপযুক্ত এবং এতে শ্রেণীকক্ষ ও প্রশাসন, বিনোদন ও সেনিটেশনের জন্য পর্যাপ্ত স্থানের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ১)
- অংশগ্রহণমূলক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি গড়ে তুলতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শ্রেণী অনুসারে স্থানের একটি স্বীকৃত অনুপাতে শ্রেণীকক্ষের স্থান ও বসার ব্যবস্থা করা হয়। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ১)
- শিখন পরিবেশ তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণে কম্যুনিটি অংশগ্রহণ করে। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ২)
- শিখন পরিবেশে মৌলিক স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধিকে উৎসাহিত করা হয়।
- বয়স, জেন্ডার এবং বিশেষ শিক্ষা চাহিদা ও বিবেচ্য বিষয়সহ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পর্যাপ্ত সেনিটেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৩)
- শিখন স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ পানীয় জল এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ব্যবহারের জন্য পানি সহজলভ্য করা হয়েছে। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৪)

পরিচালনা সহায়িকা

১. **কাঠামো:** ভৌত অবকাঠামোর যথোপযুক্ততার ক্ষেত্রে এর দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার (জরুরি পরিস্থিতি পরবর্তী), প্রাপ্ত বাজেট, সামাজিক সম্পৃক্ততা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সম্প্রদায় একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যয়ে এর রক্ষণাবেক্ষণ করবে কিনা সে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে। কাঠামো হতে পারে অস্থায়ী, আধা-স্থায়ী কোন ভবনের সম্প্রসারিত অংশ বা ভ্রাম্যমাণ।

নিম্নলিখিত উপাদানগুলো স্মরণ রাখতে হবে

- দালান তৈরির ক্ষেত্রে প্রাণ্ডিসাপেক্ষে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত, উপকরণ ও কাঠামোগুলো ব্যয়সাশ্রয়ী এবং এর ভৌত বৈশিষ্ট্যসমূহ (ছাদ, মেঝে ইত্যাদি) টেকসই এই বিষয় নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।
- মান সম্মত শিক্ষা ও শিখন পরিবেশে সহায়তা করার জন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা, আড়া-

আড়ি বায়ু চলাচল (cross-ventilation) এবং যখনই প্রয়োজন উষ্ণতার ব্যবস্থা করতে হবে।

- শ্রেণীকক্ষের সর্বোত্তম আকারের একটি স্থানীয়ভাবে বাস্তবসম্মত মান নির্ধারণ করতে হবে। যদি ভর্তি/তালিকাভুক্তি বৃদ্ধি পায় তা বিবেচনায় রেখে অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষের জন্য পর্যাপ্ত স্থান রাখার প্রচেষ্টা নিতে হবে এবং শিফট সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে।
- উপরে বর্ণিত সকল অবকাঠামোগত অংশ এবং পর্যাপ্ত স্থান নিশ্চিত না করা পর্যন্ত শিক্ষা কর্মসূচি অপেক্ষায় থাকবে না।

২. শিখন পরিবেশের রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সুবিধাসমূহ (পায়খানা, পানি, পাম্প) ও আসবাবপত্র (desk, chair, blackboard, cabinet) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩. সেনিটেশন সুবিধার মধ্যে কঠিন বর্জ্য অপসারণ, ডাস্টবিন (ধারক বাস্র আবর্জনার গর্ত) এবং ব্যক্তি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সেনিটেশনের জন্য পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শিখন পরিবেশে পুরুষ ও নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট থাকবে এবং তাতে পর্যাপ্ত গোপনীয়তার ব্যবস্থা থাকবে। নারীদের জন্য পরিচ্ছন্নতা উপকরণ (sanitary materials) সহজলভ্য করতে হবে। (সংশ্লিষ্ট ক্ষিয়ার মানের জন্য সিডি দেখুন)

৪. পানি: স্থানীয়/আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শিখন পরিবেশের মধ্যে বা নিকটতম স্থানে পানির ব্যবস্থা করতে হবে। (সংশ্লিষ্ট ক্ষিয়ার মানের জন্য সিডি দেখুন)

অভিগম্যতা ও শিখন পরিবেশ : পরিশিষ্টসমূহ

পরিশিষ্ট ১ : মনো-সামাজিক তালিকা

সুনির্দিষ্ট জরিপ পদ্ধতিগুলো স্থানীয় অবস্থা ও সংস্কৃতির উপর নির্ভর করবে। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ মনো-সামাজিক কল্যাণ ও আরোগ্যলাভের সাথে বিচার্য বিষয়সমূহ বিবেচনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যের ধরন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দান করবে।

সাধারণ অবস্থা

- শিশু অধিকার লঙ্ঘনের পরিস্থিতি শুরুতেই মনো-সামাজিক আঘাত ঘটিয়েছিল কিনা?
- কটুকথা বলার ঘটনা কি বন্ধ হয়েছে অথবা শিশু এবং পরিবারের নিরাপত্তার বিষয় ঘটিয়ে চলেছে?
- পরিবারগুলো কি একত্রে বসবাস করছে?
- তাদের কি পর্যাপ্ত গোপনীয়তা আছে?
- পরিবারগুলো মর্যাদার সাথে বসবাস এবং শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে? এর অতিরিক্ত আর কি করা যেতে পারে?
- বিভিন্ন সমস্যা আছে এমন শিশুদের সহায়তা করার জন্য সমাজে কি কি স্বাভাবিক কার্যক্রম রয়েছে?
- মনো-সামাজিক দুর্দশায় সাড়াদান ও ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে সমাজের স্বাভাবিক কর্মকৌশল (mechanism) কি কি? সেগুলো কিভাবে অধিকতর শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য করা যায়?
- বসবাসের স্বাভাবিক ব্যবস্থা ও সামাজিক সংগঠনসমূহ শিশুদের সুরক্ষা ও যত্ন গ্রহণের বিষয়টিকে কিভাবে প্রভাবিত করে?
- শিশু এবং তাদের পরিবারের বাসস্থানের ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ/বাস্তবায়ন করা হয়েছে?
- শিশুদের জন্য নিয়মিত কার্যক্রম যেমন : অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, খেলাধুলা, বিনোদন ইত্যাদি প্রদান করার মতো কোনো ব্যক্তিবর্গ সমাজে আছেন কিনা?

পিতামাতা

- পিতামাতা কি ধরনের দুর্দশা ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হচ্ছেন, কেমনভাবে তারা তাদের শিশুদের যত্ন নিচ্ছেন?
- এই দুর্ভোগ/দুর্দশা লাঘবের জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?
- নিজস্ব সামাজিক পরিমণ্ডলে যা স্বাভাবিকভাবে অনুমতি দেয়, পিতামাতা কি শিশুদের তারচেয়ে বেশি প্রহার করে?
- পিতামাতা ও তাদের শিশুরা যে বেদনাদায়ক সংকটে ভুগছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য

আলোচনা করা ও সহায়তা চাওয়ার জন্য কোন সুযোগ রয়েছে কিনা?

শিশু

- শিশুদের পর্যাপ্ত প্রতিপালন সেবা ও যত্ন হচ্ছে কি?
- শিশু কম যত্ন পেলে তা উন্নত করার জন্য কি উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে?
এমন শিশু আছে কি যে একা?
- আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক আচরণ করছে এমন শিশু আছে কি?
- শিশুদের মধ্যে জমে থাকা (গুরুত্বপূর্ণ) বিষয়সমূহ, ধ্যানধারণা এবং প্রশ্নের ব্যাপারে কথা বলার জন্য সাংস্কৃতিকভাবে/সামাজিকভাবে যথার্থ কোনো সুযোগ শিশুদের আছে কিনা?
- শিশুদের খেলার সুযোগ আছে কি?
- বন্ধু/সহচরবিহীন, ক্যাম্পে দীর্ঘদিন অবস্থান করা এবং আটককৃত শিশুদের বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে কি?

সহায়তাসমূহ

- শিশুদের শিক্ষা এবং অন্যান্য সহায়ক কার্যাবলী প্রদান করা হচ্ছে কিনা যাতে তারা নিয়মিত উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও নিয়ম শৃঙ্খলাবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়।
- বয়স্ক শরণার্থী ও শিশুদের দুর্দশা লাঘবের জন্য সামাজিক সেবাসমূহ পাবার অধিকার আছে কি?
- মানসিক দুঃখ দুর্দশায় আক্রান্ত হচ্ছে এমন শিশুদের চিহ্নিত ও সহায়তা করার জন্য কোন পদ্ধতি বিদ্যমান আছে কি?
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হচ্ছে কি?
- শিশুদের আরও ভালভাবে সহায়তা দেবার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যপরিচর্যা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্যকর্মী আছে কি?
- কোন বিশেষায়িত মানসিক স্বাস্থ্য সেবাদান কেন্দ্র বিদ্যমান আছে কি, যেখানে দুর্দশাগ্রস্ত (distressed) শিশুদের চিকিৎসা সেবা দানের জন্য নেয়া যাবে।

পরিশিষ্ট ২: স্কুলে খাদ্য প্রদান কর্মসূচির চেকলিস্ট

শিক্ষা কার্যক্রমের একটি সম্পদ (resource) হিসাবে যদি খাদ্যকে বিবেচনা করা হয় তাহলে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করাটা গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

- যদি খাদ্য প্রদানের কর্মসূচি নেয়া হয় তাহলে তা কিভাবে দেয়া হবে? সেটা কি স্কুলে খাদ্য প্রদান, নির্ধারিত খাদ্য বাসায় নিয়ে যাওয়া, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, প্রশিক্ষণের বিনিময়ে খাদ্য, শিখনের জন্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হবে?
- বর্তমান পরিস্থিতিতে স্কুলে খাদ্য প্রদান কর্মসূচি (বা অন্যান্য) কেন যুক্তিযুক্ত?
- এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য কি? খাদ্যের প্রস্তাবিত ব্যবহার কি তাই, যা শিক্ষার চিহ্নিত চাহিদা মেটাতে সহায়তা করবে? (প্রদানকৃত) খাদ্য কি অধিকহারে (বিশেষভাবে সংখ্যায়) শিশুদের স্কুলে আকৃষ্ট করতে পারে?
- এই সকল উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে কোনটি দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কযুক্ত?
- এই সকল উদ্দেশ্যসমূহের প্রয়োজনের যথার্থতা নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আছে কি? (পুষ্টিগত অবস্থা, ভর্তি ও উপস্থিতির পরিসংখ্যান)।

অভীষ্ট জনগোষ্ঠী

- কর্মসূচির অভীষ্ট উপকারভোগী কারা?
- সর্বাঙ্গীণ ক্ষতিগ্রস্ত ও সবচেয়ে বেশি সহায়তা প্রয়োজন এমন স্কুল বা এলাকা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আছে কি? (খাদ্য নিরাপত্তার অবস্থা, অক্ষরজ্ঞান পরিসংখ্যান, ভর্তি ইত্যাদি)।
- নির্ধারিত খাদ্য বাসায় নিয়ে যাওয়া থেকে কোন দল/পক্ষ, (নারী শিশু, সংখ্যালঘু) উপকৃত হবে?

দক্ষতা বৃদ্ধি স্থিতিশীলতা ও সমন্বয় সাধন

- কর্মসূচি শুরু করার আগে কি ধরনের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন?
- খাদ্য প্রদান কর্মসূচি পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য স্কুলে যথার্থ অবকাঠামো (পানি, রান্নার সুবিধা, বাসনপত্র) পাবার ব্যবস্থা আছে কিনা?
- গোষ্ঠী/সম্প্রদায়, পিতামাতা ও শিশুদের নিজেদের মধ্যে শিক্ষার বর্তমান চাহিদাসমূহ কি কি? খাদ্য কিভাবে এটা পরিবর্তন করবে?
- সমাজ, পিতামাতা, শিক্ষার্থী, শিক্ষা কর্মকর্তাগণ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রচলনকে কিভাবে দেখছেন? গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা বা হ্রাস করার সম্ভাবনা খাদ্য প্রদান কর্মসূচিতে আছে কি?
- খাদ্য সরবরাহ শুরু করার আগে কি ধরনের অবকাঠামো থাকা প্রয়োজন? ত্রয় ও চুক্তিবদ্ধ হবার পদ্ধতির নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন?

- খাদ্য প্রস্তুত ও শিশুদের খাদ্য প্রদান শুরু করার পূর্বে কি ধরনের অবকাঠামো থাকা প্রয়োজন?
- অফিস, গুদামঘর, যানবাহন রাখার ব্যবস্থা, টেলিযোগাযোগ, যানবাহন ও পরিবহণ রুট নির্দিষ্ট করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন?
- পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ এবং অতিরিক্ত শিক্ষার্থী গ্রহণ ও স্থান সংকুলান করার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো আছে কি? খাদ্য কর্মসূচি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাধাগ্রস্ত করে ফেলবে এমন কোন আশংকা আছে কি?
- খাদ্য প্রদান কি টেকসই হবে? যদি হয় তাহলে কেন? খাদ্য সহায়তা স্কুল থেকে প্রত্যাহার করার কৌশল কি? শিক্ষার উপর এটা কি প্রভাব ফেলবে?
- একই এলাকা বা নিকটবর্তী কোনো এলাকায় অন্য কোনো মানবিক সহায়তা দানকারী সংস্থা শিক্ষা নিয়ে কাজ করছে কি? তারা কি তাদের শিক্ষা কার্যক্রমে খাদ্যকে একটি সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছে? যদি করে থাকে তাহলে কিভাবে? তারা কি সমন্বয় করতে সম্মত আছে? বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা খাদ্য কি নিয়ম মাসিক ও ন্যায় সঙ্গতভাবে ব্যবহৃত হবে? অসঙ্গতিপূর্ণ ও অনিয়মিতভাবে খাদ্য প্রদান এক স্কুল থেকে কিভাবে অন্য স্কুলকে প্রভাবিত করবে?
- আমাদের বা আমাদের সহযোগীদের জন্য কর্মী সংশ্লিষ্টতা কি কি? বর্তমান শিক্ষা কর্মীরা তাদের বর্তমান দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে সরে না গিয়ে খাদ্য সহায়তাপূর্ণ শিক্ষা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট কি? কোন গুরুত্বপূর্ণ বৃদ্ধি (scale-up) প্রয়োজন কিনা?

খাদ্য নির্বাচন ও পুষ্টিগত বিবেচনাসমূহ

- কি ধরনের খাদ্য সরবরাহ করা হতে যাচ্ছে?
- এই কর্মসূচিতে খাদ্য বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে কি? কর্মসূচি কিভাবে মনিটরিং করা হবে?
- কি কি খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যাবে?
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে রোগব্যাদি, অপুষ্টি এবং উপদ্রবের কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা আছে কি? যদি থাকে তাহলে পণ্যসামগ্রী ও পুষ্টিগত খাদ্য নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো সুনির্দিষ্ট অনুপুষ্টির (micronutrient) ঘাটতি মেটানো যায় কিনা?
- স্কুলের শিশুদের কাছে সামাজিকভাবে কোন্ স্বাদের ও ধরনের খাদ্য পছন্দ?

খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

- স্কুলগুলোতে সেনিটেশন ও পানীয় জলের সুব্যবস্থা আছে কি না?
- খাদ্য বিতরণকারীদের (food handlers) প্রশিক্ষিত ও ক্ষমতায়ন করার জন্য কর্মসূচি পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা?
- দূষণের ঝুঁকি কিভাবে প্রশমন করা যাবে?
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আন্ত্রিক কৃমির (Intestinal helminthes) উপদ্রবের কোন সমস্যা

আছে কি না? স্কুলে খাদ্য প্রদান কর্মসূচির প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে নিয়মিত কুমিমুক্তকরণ (deworming) চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না?

- শিক্ষার্থীদের জন্য এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধমূলক শিক্ষা কর্মসূচি আছে কিনা?
- শিক্ষা কর্মসূচির পরিকল্পনা করার সময় এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধমূলক শিক্ষা কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যায়?
- যদি কোনো শিক্ষক এইচআইভি/এইডস রোগে আক্রান্ত হয় তার জন্য কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণের পরিকল্পনা থাকবে কি ?

সময়সীমা

- সহায়তা কার্যক্রমের কতদিন চলবে?
- কার্যক্রমের প্রত্যেকটি পর্যায়ের (প্রারম্ভিক নিরূপণী, baseline জরিপ, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন) জন্য তথ্য আছে কি না?
- খাদ্য কখন পাওয়া যাবে?
- কর্মসূচি শুরু করার পূর্বে কি কি দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যাবলী গ্রহণ করা হবে? কার্যক্রম শুরুর সম্ভাব্য তারিখ কবে হবে?
- ত্রাণ সহায়তা (পরবর্তীতে পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাওয়া, (after recovering) কিভাবে প্রত্যাহার করা হবে এবং প্রযোজ্য স্থানে উন্নয়নের পরবর্তী ধাপে/পর্যায়ে একটি নির্ধারিত উত্তরণ কিভাবে অর্জন করা যাবে?

দাতাগোষ্ঠী

- কারা সম্ভাব্য দাতা? দানকৃত সম্পদ কবে পাওয়া যাবে?
- একটি আদর্শ কর্মসূচির প্রেক্ষাপটের বিষয়ে দাতাদের জন্য একটি সার্বিক ও বিস্তারিত কর্মসূচির প্রারম্ভিক রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে কি?
- দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে কতদিন খাদ্য পাওয়া যাবে? কয়েক মাস, না কি ১-২ বৎসর বা ৫-১০ বৎসর। (যদি দাতাদের কাছ থেকে খাদ্য কয়েকমাস সময়ের জন্য পাওয়া যায়/ এটা স্কুলে খাদ্য প্রদান কর্মসূচির চেয়ে শিক্ষকদের উৎসাহ প্রদানের

(incentives)

খাদ্য কর্মসূচি চালু করতে লাগে। কেন

জন্য ব্যবহার করা যুক্তিসংগত হবে, কারণ স্কুল

সময় প্রয়োজন হবে)।

করে, একটি নিয়মিত সময়সূচি প্রদান করে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি আশার অনুভূতি সঞ্চার করে। শিক্ষার্থীদের উপর মানসিক ও সামাজিক প্রভাব প্রশমন শিক্ষা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে, বিশেষত শিক্ষক ও স্কুলের পরিচালকগণকে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা উচিত।

শিক্ষা সেবাসমূহের এটা স্বীকার করা দরকার যে মানুষ বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন গতিতে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং শিখনপ্রক্রিয়ায় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়। কার্যকরভাবে শিখনের জন্য শিক্ষার্থী-কেন্দ্রীক পদ্ধতিসহ অংশগ্রহণমূলক শিখন ও পদ্ধতিসমূহ, অনুসরণ করা প্রয়োজন সকল মানুষের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শিখনদক্ষতার, ব্যক্তিগত উন্নয়নের সামাজিক কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তায় সহায়তা করবে। বয়স্কদের জন্য শিখন হচ্ছে সমস্ত জীবনব্যাপী এবং পরীক্ষামূলক, তাদের শিখন আরও বর্ধিত হবে যতক্ষণ না তারা যা শিখল তার উদ্দেশ্য, মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা দেখতে পারবে এবং তাদেরকে নিজেদের শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হওয়ার সুযোগ দেয়া হবে।

যখন ঐ শিখন প্রশিক্ষণবিহীন হবে, তখন এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা শুধু মৌলিক বিষয়েই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে না বরং জরুরি পরিস্থিতির জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয়েও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর মনো-সামাজিক প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য অধিকতর প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন হবে।

দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠী জানতে চায় যে, সরকার তাদের শিশুদের শিক্ষার স্বীকৃতি দেবে কি না? এবং তাদের শিশুরা উচ্চতর শিক্ষায় ও চাকুরিতে নিয়োগের অধিকার পাবার জন্য তাদের শিক্ষণকে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে কি না?। মূল বিষয় (concern) হচ্ছে সরকার, শিক্ষণ সংস্থাসমূহ নিয়োগ কর্তাগণ এই পাঠ্যসূচি ও ফলাফলের প্রত্যয়নপত্রের স্বীকৃতি দেবে কিনা। শিক্ষার্থীর পরীক্ষার কৃতিত্বকে পৃথক/আলাদা/সরিয়ে রেখে, স্নাতক ডিগ্রির প্রত্যয়নপত্র শিক্ষার্থীর সাফল্যে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদেরকে স্কুলে যাবার জন্য প্রেরণা যোগায়। শরণার্থী অবস্থায় প্রত্যয়ন আদর্শগতভাবে, আশ্রয়দাতা ও নিজ দেশ উভয়ের সাথেই একটি উল্লেখযোগ্য আলাপ-আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত। দীর্ঘ মেয়াদি শরণার্থী অবস্থায় পাঠ্যসূচি আশ্রয়দানকারী দেশ ও নিজ দেশ, উভয় জায়গায় গ্রহণযোগ্য হতে হয়। বিভিন্ন দেশের শিক্ষণকার্যক্রম ও শরণার্থী caseload এর সমন্বয় সাধনের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়।

সকলের জন্য সমান মানের যোগসূত্র

যে প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষা সাড়াদান গড়ে তোলা ও বাস্তবায়ন করা হয় তা এর কার্যকরতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশটুকু সকল শ্রেণীর জন্য সমমান সহযোগে ব্যবহার করতে হবে, যা সামাজিক অংশগ্রহণ, স্থানীয় সম্পদ, প্রারম্ভিক নিরূপণ, সাড়াদান, মনিটরিং ও মূল্যায়ন সব কিছুকেই আওতাধীন করবে, বিশেষত এর যথোপযুক্ততা ও মান নিশ্চিত করার জন্য বিপন্ন গোষ্ঠীগুলোসহ দুর্যোগে পীড়িত জনগণের অংশগ্রহণ সর্বোচ্চ করতে হবে।

করে, একটি নিয়মিত সময়সূচি প্রদান করে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি আশার অনুভূতি সঞ্চার করে। শিক্ষার্থীদের উপর মানসিক ও সামাজিক প্রভাব প্রশমন শিক্ষা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে, বিশেষত শিক্ষক ও স্কুলের পরিচালকগণকে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা উচিত।

শিক্ষা সেবাসমূহের এটা স্বীকার করা দরকার যে মানুষ বিভিন্নভাবে ও বিভিন্ন গতিতে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং শিখনপ্রক্রিয়ায় মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়। কার্যকরভাবে শিখনের জন্য শিক্ষার্থী-কেন্দ্রীক পদ্ধতিসহ অংশগ্রহণমূলক শিখন ও পদ্ধতিসমূহ, অনুসরণ করা প্রয়োজন সকল মানুষের টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় শিখনদক্ষতার, ব্যক্তিগত উন্নয়নের সামাজিক কার্যক্রম ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তায় সহায়তা করবে। বয়স্কদের জন্য শিখন হচ্ছে সমস্ত জীবনব্যাপী এবং পরীক্ষামূলক, তাদের শিখন আরও বর্ধিত হবে যতক্ষণ না তারা যা শিখল তার উদ্দেশ্য, মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা দেখতে পারবে এবং তাদেরকে নিজেদের শিখনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী হওয়ার সুযোগ দেয়া হবে।

যখন ঐ শিখন প্রশিক্ষণবিহীন হবে, তখন এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা শুধু মৌলিক বিষয়েই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে না বরং জরুরি পরিস্থিতির জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয়েও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে। অতীত জনগোষ্ঠীর মনো-সামাজিক প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য অধিকতর প্রশিক্ষণেরও প্রয়োজন হবে।

দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠী জানতে চায় যে, সরকার তাদের শিশুদের শিক্ষার স্বীকৃতি দেবে কি না? এবং তাদের শিশুরা উচ্চতর শিক্ষায় ও চাকুরিতে নিয়োগের অধিকার পাবার জন্য তাদের শিক্ষণকে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে কি না?। মূল বিষয় (concern) হচ্ছে সরকার, শিক্ষণ সংস্থাসমূহ নিয়োগ কর্তাগণ এই পাঠ্যসূচি ও ফলাফলের প্রত্যয়নপত্রের স্বীকৃতি দেবে কিনা। শিক্ষার্থীর পরীক্ষার কৃতিত্বকে পৃথক/আলাদা/সরিয়ে রেখে, স্নাতক ডিগ্রির প্রত্যয়নপত্র শিক্ষার্থীর সাফল্যে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদেরকে স্কুলে যাবার জন্য প্রেরণা যোগায়। শরণার্থী অবস্থায় প্রত্যয়ন আদর্শগতভাবে, আশ্রয়দাতা ও নিজ দেশ উভয়ের সাথেই একটি উল্লেখযোগ্য আলাপ-আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত। দীর্ঘ মেয়াদি শরণার্থী অবস্থায় পাঠ্যসূচি আশ্রয়দানকারী দেশ ও নিজ দেশ, উভয় জায়গায় গ্রহণযোগ্য হতে হয়। বিভিন্ন দেশের শিক্ষণকার্যক্রম ও শরণার্থী caseload এর সমন্বয় সাধনের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের প্রয়োজন হয়।

সকলের জন্য সমান মানের যোগসূত্র

যে প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষা সাড়াদান গড়ে তোলা ও বাস্তবায়ন করা হয় তা এর কার্যকরতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশটুকু সকল শ্রেণীর জন্য সমমান সহযোগে ব্যবহার করতে হবে, যা সামাজিক অংশগ্রহণ, স্থানীয় সম্পদ, প্রারম্ভিক নিরূপণ, সাড়াদান, মনিটরিং ও মূল্যায়ন সব কিছুকেই আওতাধীন করবে, বিশেষত এর যথোপযুক্ততা ও মান নিশ্চিত করার জন্য বিপন্ন গোষ্ঠীগুলোসহ দুর্যোগে পীড়িত জনগণের অংশগ্রহণ সর্বোচ্চ করতে হবে।

ন্যূনতম মান : এগুলো প্রকৃতিতে গুণবাচক এবং শিক্ষা-সাড়াদান ব্যবস্থায় একটা ন্যূনতম পর্যায় অর্জন করার বিষয়টি উল্লেখ করে।

মূল মানদণ্ড : এটা হচ্ছে সেই সংকেত যা মান অর্জিত হয়েছে কি না তা নির্দেশ করে। এগুলো ব্যবহৃত কর্মসূচি এবং প্রক্রিয়া- পদ্ধতির প্রভাব বা ফলাফল পরিমাপ করা ও আদান-প্রদান করার উপায় জানিয়ে দেয়। মানদণ্ডসমূহ গুণগত ও পরিমাণগত উভয়ই হতে পারে।

পরিচালনা সহায়িকা : এটাতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মান ও মানদণ্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ বিবেচনা করা, বাস্তব সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করার নির্দেশনা প্রদান এবং অগ্রাধিকারমূলক ব্যাপারে পরামর্শ প্রদানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। এতে আরও অন্তর্ভুক্ত থাকে মান ও মানদণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ, উভয় সংকট এবং সাম্প্রতিক জ্ঞানের পরস্পরবিরোধিতা ও ঘাটতির বিবরণ দেয়। সংযোজনী-২-এ তথ্যসূত্রসমূহের একটি তালিকা অন্তর্ভুক্ত আছে, যা এ অংশের সাথে সম্পর্কিত ও সাধারণ বিষয় ও সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত বিষয়সমূহ, উভয়েরই তথ্যের উৎস নির্দেশ করে।

শিক্ষণ ও শিখন মান ১ পাঠ্যসূচি

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের জন্য সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভাষাগতভাবে প্রাসঙ্গিক পাঠ্যসূচি ব্যবহার করা হয় যা নির্দিষ্ট জরুরি পরিস্থিতির জন্য যথার্থ।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের বয়স ও উন্নয়নের পর্যায়, ভাষা, সাংস্কৃতিক ধারণ ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে যথার্থতা নিরূপণের জন্য বিদ্যমান পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা, ব্যবহৃত, অভিযোজিত এবং সমৃদ্ধ হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ১-৩ দেখুন)
- যেখানে পাঠ্যসূচি উন্নয়ন ও অভিযোজন ও সংযোজন প্রয়োজন হয়, এটা সংশ্লিষ্ট পক্ষদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে করা হয় এবং এতে শিক্ষার্থীদের সর্বোত্তম স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ১-৩ দেখুন)
- পাঠ্যসূচিতে জীবন দক্ষতা অক্ষরজ্ঞান, সক্ষমতা, সংখ্যাজ্ঞান, গণিতজ্ঞান এবং মৌলিক শিক্ষার সামর্থ্য (Core competencies) যা জরুরি পরিস্থিতির একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের সাথে প্রাসঙ্গিক, সে বিষয় বিবেচনা করে। (পরিচালনা সহায়িকা ৪-৫ দেখুন)
- পাঠ্যসূচি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক কল্যাণের প্রয়োজনের ব্যাপারে সহায়তা করে এই উদ্দেশ্যে যাতে জরুরি পরিস্থিতির সময় ও পরে তারা জীবনের সাথে ভালভাবে খাপ খাওয়াতে পারে। (পরিচালনা সহায়িকা ৬ দেখুন)
- বিশেষভাবে শিখনের শুরু বহুরঙলোতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিজের ভাষায় শিখনসূচি, উপকরণ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৭ দেখুন)
- পাঠ্যসূচি ও নির্দেশনাদানের পদ্ধতিসমূহ শিক্ষার্থীদের বর্তমান প্রয়োজন মেটায় এবং ভবিষ্যৎ শিখন সুযোগকে সহায়তা করে। (পরিচালনা সহায়িকা ৮ দেখুন)
- পাঠ্যসূচি ও নির্দেশনাদানের পদ্ধতিসমূহ জেডার-স্পর্শকাতর, বৈচিত্রপূর্ণ এবং শিক্ষার্থীর সম্মানের জন্য সহায়ক হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৯ দেখুন)
- প্রাসঙ্গিক শিক্ষা কার্যবলীতে সহায়তা করার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষণ ও শিখন উপকরণ, প্রয়োজন মারফিক যথাসময়ে প্রদান/সরবরাহ করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ১০ দেখুন)

পরিচালনা সহায়িকা

১. একটি পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট করতে হবে: শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো ও দক্ষতার

শিক্ষণ ও শিখন মান ১ পাঠ্যসূচি

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের জন্য সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও ভাষাগতভাবে প্রাসঙ্গিক পাঠ্যসূচি ব্যবহার করা হয় যা নির্দিষ্ট জরুরি পরিস্থিতির জন্য যথার্থ।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে আক্রান্ত শিক্ষার্থীদের বয়স ও উন্নয়নের পর্যায়, ভাষা, সাংস্কৃতিক ধারণ ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে যথার্থতা নিরূপণের জন্য বিদ্যমান পাঠ্যসূচি পর্যালোচনা, ব্যবহৃত, অভিযোজিত এবং সমৃদ্ধ হয়।
(পরিচালনা সহায়িকা ১-৩ দেখুন)
- যেখানে পাঠ্যসূচি উন্নয়ন ও অভিযোজন ও সংযোজন প্রয়োজন হয়, এটা সংশ্লিষ্ট পক্ষদের অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে করা হয় এবং এতে শিক্ষার্থীদের সর্বোত্তম স্বার্থ ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ১-৩ দেখুন)
- পাঠ্যসূচিতে জীবন দক্ষতা অক্ষরজ্ঞান, সক্ষমতা, সংখ্যাজ্ঞান, গণিতজ্ঞান এবং মৌলিক শিক্ষার সামর্থ্য (Core competencies) যা জরুরি পরিস্থিতির একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের সাথে প্রাসঙ্গিক, সে বিষয় বিবেচনা করে। (পরিচালনা সহায়িকা ৪-৫ দেখুন)
- পাঠ্যসূচি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক কল্যাণের প্রয়োজনের ব্যাপারে সহায়তা করে এই উদ্দেশ্যে যাতে জরুরি পরিস্থিতির সময় ও পরে তারা জীবনের সাথে ভালভাবে খাপ খাওয়াতে পারে। (পরিচালনা সহায়িকা ৬ দেখুন)
- বিশেষভাবে শিখনের শুরু বহুরঙলোতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিজের ভাষায় শিখনসূচি, উপকরণ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৭ দেখুন)
- পাঠ্যসূচি ও নির্দেশনাদানের পদ্ধতিসমূহ শিক্ষার্থীদের বর্তমান প্রয়োজন মেটায় এবং ভবিষ্যৎ শিখন সুযোগকে সহায়তা করে। (পরিচালনা সহায়িকা ৮ দেখুন)
- পাঠ্যসূচি ও নির্দেশনাদানের পদ্ধতিসমূহ জেডার-স্পর্শকাতর, বৈচিত্রপূর্ণ এবং শিক্ষার্থীর সম্মানের জন্য সহায়ক হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৯ দেখুন)
- প্রাসঙ্গিক শিক্ষা কার্যবলীতে সহায়তা করার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষণ ও শিখন উপকরণ, প্রয়োজন মারফিক যথাসময়ে প্রদান/সরবরাহ করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ১০ দেখুন)

পরিচালনা সহায়িকা

১. একটি পাঠ্যক্রম নির্দিষ্ট করতে হবে: শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো ও দক্ষতার

যা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে। এটাতে শিখন উদ্দেশ্য, শিখনসূচি, শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল, নির্দেশিকা উপকরণসমূহ এবং নিরূপণের পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি একটি পাঠ্যসূচি দ্বারা পরিচালিত হয় যা শিক্ষার্থীর মান, অভিজ্ঞতা ও পরিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। ন্যূনতম মানের জন্য নিম্নলিখিত সংজ্ঞাগুলো ব্যবহার করা হয়।

- শিখন উদ্দেশ্য, জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ চিহ্নিত করে যা শিক্ষা কার্যাবলীর মাধ্যমে গড়ে উঠবে।
- শিখনসূচি হচ্ছে এমন উপাদানসমূহ (জ্ঞান দক্ষতা, মূল্যবোধ ও মনোভাব) যা পর্যবেক্ষিত (studied) ও জ্ঞাত (learned) হতে হবে।
- শিখনসূচি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে যে কৌশল বেছে নেয়া এবং ব্যবহার করা হয় শিখন পদ্ধতি তার উল্লেখ করে।
- শিখন কৌশল ও পছা বা পদ্ধতির অংশ এবং সার্বিক পদ্ধতিগুলো পরিচালনা করার জন্য প্রক্রিয়া গড়ে তোলে, এবং
- শিখন উপকরণ বই, পোস্টার ও অন্যান্য শিক্ষণ ও শিখনের উল্লেখ করে।

প্রাসঙ্গিক আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাসূচিতে মানসম্পন্ন উপাদান থাকতে হবে যা জেভার শিখন পর্যায়ের জন্য যথার্থ এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা উভয়েই বুঝতে পারে এমন ভাষায় রচিত। শিখনে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা রাখতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি পাঠ্যসূচির একটি অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে। (মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক শিক্ষা বিষয়ক সংজ্ঞার জন্য ৯১ পৃষ্ঠার সংযোজনী ১: পরিভাষা দেখুন)

২. সময় উপযোগিতা (age-appropriate) এবং উন্নয়নের পর্যায় : পাঠ্যসূচি পরীক্ষা করে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, এটা শুধু যথার্থই নয় বরং শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির সাথেও সুসংগত। দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই সময় ও উন্নয়নের পর্যায় ব্যাপকভাবে হেরফের হতে পারে, যার জন্য পাঠ্যসূচি ও পদ্ধতিতে অভিযোজন/সংযোজনের প্রয়োজন হয়।

যথোপযোগী (age-appropriate) শব্দটি কালনুক্রমিক সময়ের বিন্যাস (range) এবং উন্নয়নগতভাবে যথার্থ (development appropriate) শব্দটি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত প্রয়োজন এবং পারস্পরিক উন্নয়নের উল্লেখ করে।

৩. পাঠ্যসূচি তৈরি করা একটি দীর্ঘ ও দুরূহ প্রক্রিয়া। দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির পাঠ্যসূচি আশ্রয়দানকারী দেশ বা নিজ দেশ অথবা প্রতিবেশী বা পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা প্রায়শই প্রভাবিত হয়। এটা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ যে, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক পাঠ্যসূচি যুদ্ধরত বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট শিশু, নারী শিশু, মানের তুলনায় বেশি বয়স্ক শিক্ষার্থী, ঝরেপড়া এবং বয়স্ক শিক্ষার্থীসহ সকল শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা করে। এটা নিশ্চিত করা

সমানভাবে গুরত্বপূর্ণ যে, পাঠ্যসূচি-পরিকল্পনায় ও শিক্ষা-কার্যক্রমের পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনায় সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। শিক্ষার্থী, মানবিক কর্মী, শিক্ষক, সহায়তাকারী, শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ ও কর্মসূচি-ব্যবস্থাপকসহ একদল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের সাথে পরামর্শ করা যেতে পারে।

জরুরি পরিস্থিতির সময়ে ও পরে যেখানে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, সেখানে স্বীকৃত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পাঠ্যসূচি- ব্যবহার এবং প্রয়োজন হলে অভিযোজন ও সমৃদ্ধকরণের বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শরণার্থীদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা- কার্যক্রমের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক প্রত্যাভাসনে সহায়তা করার জন্য নিজদেশের পাঠ্যসূচি গ্রহণ করা শ্রেয় বিবেচনা করা হয় (যদিও এটা সব সময় সম্ভব বা যথার্থ নয়)।

আংশিকভাবে, দীর্ঘমেয়াদি শরণার্থী অবস্থায় পাঠ্যসূচিকে আশ্রয়দানকারী ও নিজ দেশ উভয় জায়গায় গ্রহণযোগ্য হতে হয়। বিভিন্ন দেশের শিক্ষণ-কার্যক্রম ও শরণার্থীদের সমন্বয় সাধনের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের প্রয়োজন। ভাষাগত দক্ষতা ও প্রত্যয়নকৃত পরীক্ষার ফলাফলের স্বীকৃতিসহ সুনির্দিষ্ট বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৪. যথার্থ নির্দেশনা পদ্ধতি : জরুরি পরিস্থিতির প্রাথমিক পর্যায়ে নতুন পদ্ধতির বাস্তবায়ন অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী, পিতামাতা ও মানবিক কর্মীদের কাছে অত্যধিক অসুবিধাজনক মনে হতে পারে। জরুরি পরিস্থিতি বা পুনর্গঠনে পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি করছে, শিক্ষকদের এমন আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রস্তাব দিতে পারে। নির্দেশনা পদ্ধতিকে আরো বেশি অংশগ্রহণমূলক ও শিক্ষার্থী উপযোগী করার জন্য যথেষ্ট যত্ন নিতে হবে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা- কার্যক্রম স্বেচ্ছাসেবী, সঞ্চালক ও সহায়তা কর্মীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কেন্দ্রীক পছন্দসমূহ অধিকতর দ্রুততার সাথে চালু করা যেতে পারে।

৫. মূল যোগ্যতা (Core Competencies) মূল যোগ্যতা শিখনসূচি বা শিক্ষকপ্রশিক্ষণ- উপকরণ তৈরি বা সংযোজন করার আগেই চিহ্নিত করতে হবে। ব্যবহারিক অক্ষর ও সংখ্যাজ্ঞান ছাড়া 'মৌলিক শিক্ষার মূল যোগ্যতা' অপরিহার্য জ্ঞান, দক্ষতা, মনোভাব (attitude) এবং অনুশীলন যা জরুরি অবস্থা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর একজন শিক্ষার্থীর সমাজ বা দেশের কর্মী হিসাবে সক্রিয়ভাবে ও অর্থপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন হয়।

৬. মনস্তাত্ত্বিক প্রয়োজন ও উন্নয়ন দুর্ভোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির সকল পর্যায় এবং সংকট উত্তরণে শিক্ষার্থী ও শিক্ষককর্মীদের মানসিক প্রয়োজন ও উন্নয়নের বিষয় বিবেচনা ও উপস্থাপন করতে হবে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল শিক্ষাকর্মীকে শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগের লক্ষণ বোঝার প্রশিক্ষণ পেতে হবে এবং শিক্ষাপরিবেশের মধ্যে এই লক্ষণের বিষয়ে সাড়া দানের বিষয় বিবেচনা করতে হবে। অতিরিক্ত কষ্ট পাচ্ছে এমন শিক্ষার্থীদের অধিক সহায়তা দেয়ার জন্য সহায়ক কৌশলের রূপরেখা পরিকারভাবে শিক্ষার্থীদের জানাতে

হবে। গুরুতর আঘাতের ফলে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছে এমন শিশু ও কিশোরদের জন্য শিক্ষণ-পদ্ধতিতে যুদ্ধকালীন ধ্বংসরোধী কাঠামো, দ্রুত শিখন পদ্ধতি ইতিবাচক শৃঙ্খলা-পদ্ধতি এবং শিখন-কার্যাবলিতে ও খেলাধুলায় সকল শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততা থাকবে।

শিক্ষণ-কর্মীদের মনোসামাজিক প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন, যেহেতু তাদের ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং শিক্ষার্থীর মতোই দুর্দশা ও রোগের সম্মুখীন হতে পারে। প্রশিক্ষণ, মনিটরিং ও অনুবর্তী সহায়তার ক্ষেত্রে এইসব বিষয় বিবেচনা করতে হবে। (মনস্তাত্ত্বিক চেকলিস্টের জন্য ৫৭ পৃষ্ঠায় পরিশিষ্ট ১ দেখুন) (আরো দেখুন ৫২ পৃষ্ঠায় অভিজ্ঞমততা ও শিখন পরিবেশ মান ২ এবং ৮৩ পৃষ্ঠায় শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষণকর্মী মান ৩)।

৭. ভাষা আশ্রয়দাতা দেশে বলতে পারে, শরণার্থীদের জন্য পাঠ্যসূচিতে তাদের ভাষা ও পাঠ্যক্রম ব্যবহার করতে হবে। তবে, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ বিবেচনা করাটা গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত যারা জরুরি পরিস্থিতির পরেও তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে চায়। শরণার্থীরা যাতে তাদের নিজেদের জাতীয় ভাষায় অধ্যয়ন করতে পারে তার অনুমতি দানের জন্য মানবিক কর্মীরা আশ্রয়দানকারী সরকারকে উৎসাহিত করে। যদি এ অনুমতি দেয়া হয় তবে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের দেশীয় ভাষায় লিখিত নয় এমনসব উল্লেখযোগ্য শিখনউপাদান, শিক্ষক-নির্দেশিকা, শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই এবং অন্যান্য লিখিত ও audio visual শিক্ষা উপকরণ, নির্দেশনা অনুবাদ করে নেয়ার প্রয়োজন হবে। এটার যদি অনুমতি না দেয়া হয় তবে শিক্ষার্থীদের নিজের ভাষায় সম্পূর্ণক বাড়াতি ক্লাস শিক্ষা-কার্যাবলি গড়ে তুলতে হবে।

৮. শিখনসূচি ও মূল ধারণা

শিখনসূচি নির্ধারণের ক্ষেত্রে জরুরি পরিস্থিতির প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও ভাষার বিষয় বিবেচনা করতে হবে এবং একই সাথে সেই দক্ষতা বিবেচনা করবে জরুরি পরিস্থিতির সময় ও পরে তাদের স্বাধীন ও গঠনমূলক (productive) জীবন যাপনের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিখনসুযোগ পাবার অধিকার অর্জনের প্রচেষ্টা চালু রাখার বিষয়।

যথার্থ শিখনসূচি এবং মূল ধারণা নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর নির্ভর করবে

- দক্ষতা নির্ভর স্বাস্থ্যশিক্ষা (বয়স ও পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য)
- প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা, প্রজননস্বাস্থ্য, যৌন সংগঠিত রোগসমূহ, এইচআইভি/এইডস।
- মানবাধিকার ও মানবীয় মানদণ্ড/নিয়ম, সক্রিয় নাগরিকতা, অহিংসা, প্রতিরোধ শিশু সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও নির্বিঘ্নতা।
- সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন- গান, নাচ, নাটক, ক্রীড়া ও খেলাধুলা।
- নতুন পরিবেশে জীবনধারণ, ভূমিমাইন ও অন্যান্য স্থানান্তর, এবং সেবা/সহায়তা পাবার অধিকার সম্পর্কিত তথ্য।
- শিশু উন্নয়ন ও বয়ঃসন্ধি এবং জীবনমান দক্ষতা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ।

৯. **বৈচিত্র্য** দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির সকল পর্যায়ে শিক্ষা-কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিশেষত বৈচিত্র্যপূর্ণ শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্তিতে, বৈচিত্র্যময় পটভূমি থেকে আগত সহায়তাকারীগণকে সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করার জন্য যে সব বিষয় বিবেচনা করা হয় তাতে অন্যান্যের সাথে জেভার, সংস্কৃতি, জাতীয়তা, নৃতাত্ত্বিকতা, ধর্ম, শিখনক্ষমতা, বিশেষ শিখন প্রয়োজনযুক্ত শিক্ষার্থী এবং বহুমাত্রিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

১০. **স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত উপকরণসমূহ** দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির শুরুতেই শিক্ষার্থীদের জন্য স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত উপকরণসমূহের ব্যবস্থা করতে হবে, যা উন্নয়নকৃত বা সংগৃহীত এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এমন। সকল উপকরণের গুদামজাতকরণ, বিতরণ ও ব্যবহারবিধির মনিটরিং প্রয়োজন, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসূচির সাথে অঙ্গীভূত হতে সক্ষম হতে হবে এবং উপকরণসমূহ প্রতিফলন ঘটাবে ও শিক্ষার্থীর সমাজ/সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

শিক্ষণ ও শিখন মান ২: প্রশিক্ষণ

প্রয়োজনীয়তা ও পরিস্থিতি অনুসারে শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষণকর্মীরা পর্যায়ক্রমিক, প্রাসঙ্গিক ও কাঠামোগত প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- প্রশিক্ষণ অগ্রাধিকারমূলক প্রয়োজন, শিক্ষণ কার্যাবলির উদ্দেশ্যসমূহ এবং শিক্ষাসূচির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ১-২)
- প্রশিক্ষণ, যেখানে প্রযোজ্য, প্রাসঙ্গিক শিক্ষণ-কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্বীকৃত ও অনুমোদিত হয়। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৩-৪)
- যোগ্যতাসম্পন্ন প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেন এবং মাঠপর্যায়ের এবং নবায়নী প্রশিক্ষণের জন্য ক্রমাগত, সহায়তা ও নির্দেশনা, যথাযথ পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখা হয়। (দেখুন পরিচালনা সহায়িকা ৫)
- Follow-up পরিবীক্ষণসহ প্রশিক্ষণ, শিক্ষাপরিবেশের মধ্যে শিক্ষকদের সহায়তাকারী হতে
- উৎসাহিত করে, শিখনের অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে সহায়তা করে এবং শিখন উপকরণসমূহ ব্যবহারের উপায়/নিয়ম প্রদর্শন করে।

সংস্থাপনো বিদ্যমান পরিবর্তনমূলক কাঠামো এবং সংস্থাসমূহ যারা চাকুরিকালীন এবং চাকুরিপূর্ব (in-service and pre-service) প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তাদের শক্তিশালী করার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৪. স্বীকৃতি ও অনুমোদন : জাতীয় ও স্থানীয় শিক্ষণ-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্বীকৃতি ও অনুমোদন চাওয়া হয় কিছু অত্যাসন্ন পরিস্থিতিতে মান ও স্বীকৃতি নিশ্চিত করার জন্য এবং বিশেষত জরুরি পরিস্থিতি পরবর্তী উদ্দেশ্যে। শরণার্থী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে আশ্রয়দানকারী বা নিজ দেশ বা এর অন্তত যে কোনো একটির শিক্ষণ কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণের স্বীকৃতি দেবে। এই উদ্দেশ্যে এটা অপরিহার্য যে, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ সুসংগঠিত এবং সুনির্ধিত হবে এবং শিক্ষণ-কর্তৃপক্ষের শিক্ষকদের যোগ্যতার এবং জরুরি পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো অতিরিক্ত অংশের চাহিদা মেটানো।

শিক্ষণ এবং শিখন মান ও : নির্দেশনা

নির্দেশনা হচ্ছে শিক্ষার্থী কেন্দ্রীক, অংশগ্রহণমূলক ও সামুদায়িক (inclusive)

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)।

- নিজেদের শিখনে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার সুযোগ শিক্ষার্থীকে দেয়া হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ১ দেখুন)
- নিজেদের শিখন শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততায় সহায়তা করা ও শিখনপরিবেশ উন্নত করার জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের সাথে অনুশীলন ও যোগাযোগের মাধ্যমে, শিক্ষকগণ শিক্ষা সূচির একটি বোধগম্যতা এবং প্রশিক্ষণ কোর্স চলাকালীন শিক্ষকদের অর্জিত দক্ষতার প্রদর্শন করে।
- বিশেষ প্রয়োজনযুক্ত শিক্ষার্থীসহ নির্দেশনা সকল শিক্ষার্থীর প্রয়োজন বিবেচনা করে সামগ্রিকতায় সহায়তার দ্বারা এবং শিখনে বাধাবিপত্তি হ্রাসকরণের দ্বারা। (পরিচালনা সহায়িকা ২ দেখুন)
- পিতামাতা ও সামাজিক নেতারা শিখন-উপাদান এবং ব্যবহৃত শিক্ষণপদ্ধতি বুঝেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। (পরিচালনা সহায়িকা ৩ দেখুন)

পরিচালনা সহায়িকা

১. সক্রিয় অংশগ্রহণ (Active engagement) শিক্ষা হবে পারস্পরিকভাবে সক্রিয় এবং অংশগ্রহণমূলক। এটা উন্নয়নগতভাবে (developmentally) যথার্থ শিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতির ব্যবহার করবে। অন্যান্য পদ্ধতির সাথে এতে জড়িত থাকবে, দলবদ্ধ

সংস্থাপ্তো বিদ্যমান পরিবর্তনমূলক কাঠামো এবং সংস্থাসমূহ যারা চাকুরিকালীন এবং চাকুরিপূর্ব (in-service and pre-service) প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তাদের শক্তিশালী করার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৪. স্বীকৃতি ও অনুমোদন : জাতীয় ও স্থানীয় শিক্ষণ-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে স্বীকৃতি ও অনুমোদন চাওয়া হয় কিছু অত্যাসন্ন পরিস্থিতিতে মান ও স্বীকৃতি নিশ্চিত করার জন্য এবং বিশেষত জরুরি পরিস্থিতি পরবর্তী উদ্দেশ্যে। শরণার্থী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে আশ্রয়দানকারী বা নিজ দেশ বা এর অন্তত যে কোনো একটির শিক্ষণ কর্তৃপক্ষ প্রশিক্ষণের স্বীকৃতি দেবে। এই উদ্দেশ্যে এটা অপরিহার্য যে, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ সুসংগঠিত এবং সুনির্ধারিত হবে এবং শিক্ষণ-কর্তৃপক্ষের শিক্ষকদের যোগ্যতার এবং জরুরি পরিস্থিতির সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো অতিরিক্ত অংশের চাহিদা মেটানো।

শিক্ষণ এবং শিখন মান ও : নির্দেশনা

নির্দেশনা হচ্ছে শিক্ষার্থী কেন্দ্রীক, অংশগ্রহণমূলক ও সামুদায়িক (inclusive)

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)।

- নিজেদের শিখনে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকার সুযোগ শিক্ষার্থীকে দেয়া হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ১ দেখুন)
- নিজেদের শিখন শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততায় সহায়তা করা ও শিখনপরিবেশ উন্নত করার জন্য অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- শিক্ষার্থীদের সাথে অনুশীলন ও যোগাযোগের মাধ্যমে, শিক্ষকগণ শিক্ষা সূচির একটি বোধগম্যতা এবং প্রশিক্ষণ কোর্স চলাকালীন শিক্ষকদের অর্জিত দক্ষতার প্রদর্শন করে।
- বিশেষ প্রয়োজনযুক্ত শিক্ষার্থীসহ নির্দেশনা সকল শিক্ষার্থীর প্রয়োজন বিবেচনা করে সামগ্রিকতায় সহায়তার দ্বারা এবং শিখনে বাধাবিপত্তি হ্রাসকরণের দ্বারা। (পরিচালনা সহায়িকা ২ দেখুন)
- পিতামাতা ও সামাজিক নেতারা শিখন-উপাদান এবং ব্যবহৃত শিক্ষণপদ্ধতি বুঝেছেন এবং গ্রহণ করেছেন। (পরিচালনা সহায়িকা ৩ দেখুন)

পরিচালনা সহায়িকা

১. সক্রিয় অংশগ্রহণ (Active engagement) শিক্ষা হবে পারস্পরিকভাবে সক্রিয় এবং অংশগ্রহণমূলক। এটা উন্নয়নগতভাবে (developmentally) যথার্থ শিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতির ব্যবহার করবে। অন্যান্য পদ্ধতির সাথে এতে জড়িত থাকবে, দলবদ্ধ

কাজ, প্রকল্পের কাজ, Peer Education, অভিনয়, খেলাধুলা, চলচ্চিত্র ও গল্প ইত্যাদি। সক্রিয় শিখন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোসামাজিক কল্যাণ গড়ে ওঠা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। (দেখুন অভিজ্ঞতা ও শিখন পরিবেশ মান ২, পরিচালনা সহায়িকা ৬, পৃষ্ঠা ৫৩)

২. **শিখনে বাধাসমূহ (Learning barriers)** দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা-কার্যাবলির গুরুত্ব সম্বন্ধে পিতামাতা, মানবিক কর্মী, নেতৃত্বদ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য শিক্ষকদের উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষিত হতে হবে এবং বৈষম্যহীনভাবে সকলকে সম্পৃক্ত করা ও তাদের কাছে পৌছানোর বিষয়েও আলোচনা করতে হবে।

৩. **নির্দেশনা পদ্ধতি বাছাই (choice) ও ব্যবহার** করতে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষকের প্রয়োজনের বিষয়ে বিবেচনা করা দরকার হবে। শিক্ষকদের পরিবর্তিত উপাদান এবং শিক্ষকদের সচেতনতা ও আচরণের প্রত্যাশিত পরিবর্তনের সাথে পরিচিত হবার প্রয়োজন হবে। সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য নির্দেশনা কার্যাবলি ও পদ্ধতি আরও সঠিক করার ক্ষেত্রে পিতামাতা, সমাজ এবং ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্ততা ও স্বীকৃতি মূল ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষণ ও শিখন মান ৪ : নিরূপণ

শিখন অর্জন/সাফল্য মূল্যায়ন ও যথার্থ/বৈধ (validate) করার জন্য যথাযথ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- পর্যায়ক্রমিকভাবে ও যথাযথভাবে শিখন নিরূপণের জন্য পৃথক (differentiate) পর্যায়ক্রমিক নিরূপণী ও মূল্যায়ন পদ্ধতি বিদ্যমান আছে। (পরিচালনা সহায়িকা ১ দেখুন)
- শিক্ষার্থীর সাফল্যকে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং সে অনুসারে মান (credit) বা শিক্ষাসমাপনী প্রত্যয়নপত্র দেয়া হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ২ দেখুন)
- শিক্ষার্থীদের কাছে নিরূপণী ও মূল্যায়ন পদ্ধতি নির্ভরযোগ্য এবং ভীতিদায়ক নয় এমন মনে হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৩ দেখুন)

পরিচালনা সহায়িকা

১. **কার্যকর নিরূপণী ও মূল্যায়ন পদ্ধতি ও পছাঙলো বিদ্যমান থাকবে যা বিবেচ্য এই বিষয়সমূহ প্রতিফলিত করবে যে:**

- প্রাসঙ্গিকতা (যেমন নির্বাচনী পরীক্ষা এবং পরীক্ষাসমূহ শিক্ষার্থীর প্রাসঙ্গিকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও যথাযথ)।
- সঙ্গতিপূর্ণ (যেমন সকল শিক্ষকের দ্বারা এবং সকল স্থানে মূল্যায়নপদ্ধতি একইভাবে পরিচিত ও প্রয়োগকৃত হয়।)
- সুযোগ (অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের অন্য একটি নিরূপণী সুযোগের প্রস্তাব দেয়া হবে)।
- সময় (নির্দেশনার সময়ে এবং এর শেষে নিরূপণ করা হয়)।
- পুনঃপুনঃ সংঘঠন (যা দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত (affected) হতে পারে)।
- যথার্থভাবে স্থাপন – appropriate setting (একটি যথার্থ স্থাপনা/গঠন বা সুবিধা আনুষ্ঠানিক নিরূপণীর সময় পাওয়া সম্ভব হয় যা যথোপযুক্ত শিক্ষণকর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়)।
- শিক্ষার্থীর নিয়মিত মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল শিক্ষার্থী এবং তাদের পিতামাতাকে জানাতে হবে।

২. নিরূপণী ফলাফল

আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-কর্মসূচির ক্ষেত্রে নিরূপণ এমনভাবে পরিচালিত হতে হবে যে, আশ্রয়দানকারী দেশ বা নিজ দেশের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের দ্বারা শিক্ষার্থীর সাফল্য এবং পরীক্ষার ফল স্বীকৃত হয়। শরণার্থী পরিস্থিতির ক্ষেত্রে নিজ দেশ বা অঞ্চলের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে স্বীকৃতি পাবার ব্যাপারে প্রচেষ্টা নিতে হবে। ডিপ্লোমা ও গ্রাজুয়েশনের প্রত্যয়নপত্র সহ সকল প্রকার প্রত্যয়নপত্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৩. নিরূপণী নীতিমালা

Assessment code of ethics আদর্শ নিরূপণ নীতিমালা নিরূপণী এবং মূল্যায়ন একটি নীতিমালা বিধি অনুসারে গঠিত এবং বাস্তবায়িত হবে। নিরূপণ ও মূল্যায়ন পক্ষপাতহীন এবং নির্ভরযোগ্য এবং এমনভাবে পরিচালিত হতে হবে যেন ভীতি এবং আঘাতের সম্ভাবনা বৃদ্ধি না করে। এমন সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে যেন স্কুলে বা কর্মসূচির মধ্যে ভালো ফলাফল পাওয়া বা উন্নীত হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীকে কোনো হয়রানির সম্মুখীন না হতে হয়।

৪. শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষণকর্মী

সূচনা

প্রতিবন্ধকতা এবং বিপদসংকুল (কখনও কখনও) পরিবেশে কাজ করছে এমন শিক্ষাকর্মী ও সেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা, জ্ঞান এবং অঙ্গীকারের উপর মানবিক সহায়তার সকল বিষয় নির্ভর করে। তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব বিবেচ্য হতে পারে এবং যদি তাদের ন্যূনতম মান অর্জন করতে হয় সেক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য যে, তারা যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবীক্ষণকৃত হয় এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় উপকরণ, সহায়তা ও পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা দেয়া হয়।

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষক ও শিক্ষণকর্মী নিয়োগ ও নির্বাচন অবশ্যই অংশগ্রহণমূলক এবং স্বচ্ছ ও নির্ধারণ মাপকাঠির ভিত্তিতে হতে হবে। যদি সম্ভব হয় দুর্যোগ কবলিত মানুষের মধ্য থেকে শিক্ষণ কর্মী নিয়োগ করতে হবে। এটা শিক্ষণ-কর্মসূচির সাথে সামাজিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রথা ও অভিজ্ঞতার সংযুক্তির অনুমতি দেয় যা ইতিবাচক রীতি ও আক্রান্ত মানুষের প্রয়োজন বিবেচনা করে।

নিয়োগপ্রাপ্ত হবার পর শিক্ষক ও শিক্ষণকর্মীদের একটি আচরণবিধি ও কাজের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সমাজের সকলের সাথে একত্রে কাজ করা উচিত। শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষণকর্মীর একটি স্বচ্ছ চুক্তি সম্পাদন ব্যবস্থার আওতায় নিয়োগকৃত হতে হবে যা তাদের পাবার অধিকার (বেতন, উৎসাহভাতা, কার্যদিবস ও কর্মঘণ্টা, কাজের পরিবেশ ইত্যাদি) দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দেশ করবে। আচরণবিধি শিক্ষক ও শিক্ষণকর্মীদের জন্য পরিষ্কার আচরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করবে এবং যারা এই মানদণ্ড অনুসরণ করবেন না তাদের পরিণতিও উল্লেখ করবে। শিক্ষার জন্য ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর সহায়তা পাবার ব্যাপারটি

নিয়োগ প্রক্রিয়া, শিক্ষক ও শিক্ষকর্মীদের ধরে রাখা এবং শিক্ষকর্মীদের স্কুলে যাবার ব্যাপারে পিতামাতার আগ্রহকে বাড়িয়ে দেবে। সংকটপূর্ণ এলাকায় শিক্ষক ও শিক্ষকর্মীদের, সমাজের আর সবার মতোই, তিক্ত অভিজ্ঞতা মেনে নিতে হবে এবং তাদের জীবন পুনর্গঠন করার চেষ্টা করতে হবে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কর্মসূচির কর্মীদের জরুরি পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে এবং দুর্ভোগ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে সৃষ্ট আঘাত ও দুর্দশায় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারেও সহায়তার প্রয়োজন হয়। সহায়তার কৌশল এমন হতে হয় যা তাদের নিজেদের পরস্পরকে সহায়তা করার জন্য সাহায্য করতে পারে এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পছন্দ ও দক্ষতায় প্রস্তুত করার ব্যবস্থা দিতে হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষার সাফল্যের জন্য শিক্ষক ও শিক্ষকর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ। (শিক্ষণ এবং শিখন অংশে প্রশিক্ষণের মান দেখতে পাওয়া যাবে।)

শিক্ষক ও শিক্ষকর্মীদের পর্যবেক্ষণের আকারে (in the form of supervision) সহায়তার প্রয়োজন হয়। সামাজিক পর্যায়ে মাতাপিতা, গ্রামীণ নেতৃত্ব, সামাজিক শিক্ষা কমিটি এবং স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তাদের নিজ এলাকায় কীভাবে শিক্ষা-কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং সহায়তা করা হবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। যখন আক্রান্ত জনগোষ্ঠী তাদের শিক্ষকর্মসূচির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, তারা তাদের স্বনির্ভর হওয়ার অধিকার অনুশীলন করে এবং নিজেরাই তাদের সমস্যার সমাধান খুঁজে পায়। শিক্ষার্থীদের সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে সামাজিক অংশগ্রহণ শিখন পরিবেশে সমাজ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি গঠনমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলায় সহায়তা করে।

আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর অবিরাম সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য স্কুল ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকর্মীর সাফল্য (performance) ক্রমাগত মনিটরিং ও মূল্যায়ন করতে হবে। মনিটরিং ও মূল্যায়ন শুধু নিয়ন্ত্রণের আকারে নয় বরং পরিচালনা সহায়তার আকারে হবে। মনিটরিং ও অংশগ্রহণমূলক মূল্যায়ন শিক্ষকদের সাফল্য ও আচরণ সমৃদ্ধ করার জন্য অপরিহার্য। যতটা সম্ভব কর্মীদের কৃতিত্বের মূল্যায়ন শিক্ষকদের জন্য একটি ইতিবাচক শিখন-অভিজ্ঞতা হিসাবে দেখা দেবে।

সকলের জন্য সমান মানের যোগসূত্র

যে প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষা-সাড়াদান পদ্ধতি গড়ে তোলা ও বাস্তবায়ন করা হয় তা এর কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশটুকু সকল শ্রেণীর জন্য সমমান সহযোগে ব্যবহার করতে হবে, যা সামাজিক অংশগ্রহণ, স্থানীয় সম্পদ, প্রারম্ভিক নিরূপণ, সাড়াদান, মনিটরিং ও মূল্যায়ন সব কিছুকেই আওতাধীন করবে। বিশেষত এর যথোপযুক্ততা ও মান নিশ্চিত করার জন্য বিপন্ন গোষ্ঠীগুলোসহ দুর্ভোগে পীড়িত জনগণের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

ন্যূনতম মান : এগুলোর বৈশিষ্ট্য গুণবাচক এবং শিক্ষা-সাড়াদান ব্যবস্থায় একটা ন্যূনতম পর্যায় অর্জন করার বিষয়টি উল্লেখ করে।

মূল মানদণ্ড : এটা হচ্ছে সেই সংকেত, যা মান অর্জিত হয়েছে কি না তা নির্দেশ করে। এগুলো ব্যবহৃত কর্মসূচি এবং প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির প্রভাব বা ফলাফল পরিমাপ করা ও আদান-প্রদান করার উপায় জানিয়ে দেয়। নির্দেশকসমূহ গুণগত ও পরিমাণগত উভয়ই হতে পারে।

পরিচালনা সহায়িকা : এটাতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মান ও নির্দেশক প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ বিবেচনা করা, বাস্তব সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করার নির্দেশনা প্রদান এবং অধিকারমূলক ব্যাপারে পরামর্শ প্রদানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। এতে আরও অন্তর্ভুক্ত থাকে, মান ও নির্দেশকের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এবং চলতি অভিজ্ঞতার উভয় সংকট, বিরোধিতা ও ঘাটতির বিবরণ। সংযোজনী-২-এ তথ্যসূত্রসমূহের একটি নির্বাচন-তালিকা অন্তর্ভুক্ত আছে, যা এ অংশের (section) সাথে সম্পর্কিত ও সাধারণ বিষয় ও সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত বিষয়সমূহ, উভয়েরই তথ্যের উৎস নির্দেশ করে।

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষণকর্মী

মান ১ নিয়োগ ও নির্বাচন (Recruitment and Selection)

বৈচিত্র্য ও
ন্যায়পরায়ণতা
(equity)
প্রতিফলিত করে এমন
নির্বাচনী মানদণ্ডের
উপর ভিত্তি করে
একটি অংশগ্রহণমূলক
ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার
মাধ্যমে পর্যাপ্ত সংখ্যক
যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন
শিক্ষক ও অন্যান্য
শিক্ষণকর্মী নিয়োগ
করা হয়।

মান ২ কাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা/পরিবেশ (conditions of work)

শিক্ষক এবং অন্যান্য
শিক্ষণকর্মীর স্বচ্ছভাবে
বর্ণিত/ব্যাখ্যায়িত
কাজের
অবস্থা/পরিবেশ আছে,
তারা একটি
আচরণবিধি অনুসরণ
করে এবং তাদের
যথাযথ ক্ষতিপূরণ
দেয়া হয়।

মান ৩ সহায়তা ও তত্ত্বাবধান (support and supervision)

শিক্ষক ও অন্যান্য
শিক্ষণকর্মীর জন্য
তত্ত্বাবধান ও
সহায়তার
কৌশল/পছা প্রতিষ্ঠিত
করা হয়েছে এবং তা
নিয়মিত ব্যবহার করা
হয়।

পরিশিষ্ট ১ (Appendix-1)

আচরণবিধি (Code of Conduct)

সংযোজনী ২ : তথ্যসূত্র ও সম্পদ সহায়িকা/নির্দেশিকা
Teachers and other personnel section

শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষণকর্মী মান ১ : নিয়োগ ও নির্বাচন

বৈচিত্র্য ও ন্যায়পরায়নতা প্রতিফলিত করে এমন নির্বাচনী মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে একটি অংশগ্রহণমূলক ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পর্যাপ্ত সংখ্যক যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষণকর্মী নিয়োগ করা হয়।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার আগে একটি স্বচ্ছ ও যথাযথ দায়িত্ববিবরণী (Job description) তৈরি করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ১ দেখুন)
- নিয়োগপ্রক্রিয়ার জন্য স্বচ্ছ নীতিমালা বিদ্যমান থাকে।
- সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্তিতে গঠিত একটি নির্বাচনী কমিটি, যারা প্রার্থীর যোগ্যতার স্বচ্ছতা নিরূপণের ভিত্তিতে এবং জেভার, বৈচিত্র্য ও সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয় বিবেচনা করে শিক্ষক নির্বাচন করে। (পরিচালনা সহায়িকা ২ ও ৫ দেখুন)
- প্রয়োজনীয় পরিমাণ শিক্ষকের ক্ষমতার অধিক ক্লাস প্রতিরোধ করে নিয়োগ অর্থবহ করতে হবে। (পরিচালনা সহায়িকা ৬ দেখুন)

পরিচালনা সহায়িকা

১. জব ডেসক্রিপশন (Job description): দায়িত্ব বিবরণীতে অন্যান্য অংশের সাথে ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য, clear reporting times এবং আচরণবিধি অন্তর্ভুক্ত আছে।

২. অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা: দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে স্বীকৃত যোগ্যতাসহ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করাই উদ্দেশ্য হবে, কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে, কম অভিজ্ঞ অথবা অনভিজ্ঞ শিক্ষকদের বিবেচনা করা প্রয়োজন। এইসব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে। যদি যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের কোনো প্রত্যয়নপত্র বা দলিলপত্র না থাকে সেক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে যাচাই করার বিকল্প উপায় যেমন আবেদনকারীর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যেখানে শিক্ষকের ন্যূনতম বয়স ধরা হয়েছে ১৮ বৎসর, সেখানে কম বয়স্ক শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন হতে পারে, শিক্ষণ কাজে আগ্রহ আছে এমন নারী শিক্ষকদের নিয়োগদান করা এবং জেভার সমতা উৎসাহিত করার জন্য যেখানে সম্ভব এবং যথার্থ, নিয়োগের মানদণ্ড বা প্রক্রিয়া সমন্বিত করা প্রয়োজন।

যেসব সংখ্যালঘু শিক্ষার্থী তাদের নিজের ভাষা নয় এমন ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে তাদের জন্য শিক্ষার্থীর নিজের ভাষায় কথা বলতে পারে এমন শিক্ষক নিয়োগ করা প্রয়োজন। যেখানে সম্ভব এবং যথার্থ, জাতীয় এবং/অথবা আশ্রয়দানকারী দেশের ভাষায় নিবিড়

(intensive) পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। (দেখুন শিক্ষণ এবং শিখন মান ১, পরিচালনা সহায়িকা ৭, পৃষ্ঠা ৬৯)।

৩. মানদণ্ডে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে

- পেশাগত যোগ্যতা : প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা (academic), শিক্ষণ ও মনো-সামাজিক অভিজ্ঞতা, অন্যান্য দক্ষতা/অভিজ্ঞতা, প্রাসঙ্গিক ভাষার যোগ্যতা/সামর্থ্য।
- ব্যক্তিগত যোগ্যতা : বয়স, জেভার (নিয়োগকারীরা সম্ভব হলে জেভার সমতার দিকে লক্ষ্য রাখবেন) নৃতাত্ত্বিক ও ধর্মীয় পটভূমি, বৈচিত্র্য (সমাজের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য)।
- অন্যান্য যোগ্যতা : আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর অঙ্গীভূত হয়ে সমাজের দ্বারা স্বীকৃত এবং সমাজের সাথে পারস্পরিকভাবে সক্রিয় হওয়া।

৪. নির্বাচন : শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষককর্মীর প্রাথমিকভাবে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে নির্বাচন করতে হবে। কিন্তু প্রয়োজন হলে বাইরে থেকেও নিয়োগ করা যাবে, যদি শরণার্থী বা অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর জন্য একটি নির্বাচিত স্থান প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাহলে যদি এটা ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক হয় তবে যোগ্য স্থানীয় প্রার্থীদের কাছ থেকেও আবেদনপত্র গ্রহণ করা যাবে। সমাজ, আশ্রয়দাতা সমাজ (host) এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শের মাধ্যমে নির্বাচনপ্রক্রিয়া পরিচালনা করতে হবে।

৫. সূত্র : জরুরি পরিস্থিতিতে, শিক্ষার্থীদের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলবে এবং / অথবা তাদের অধিকারের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা নেই এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ থেকে বিরত থাকার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষককর্মীদের সূত্র যাচাই/পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. ধারণক্ষম শ্রেণীকক্ষ শ্রেণীকক্ষের আকার (size) নির্ধারণের জন্য একটি স্থানীয়ভাবে বাস্তবসম্মত মান নির্ধারণ করতে হবে এবং মানের থেকে বড় ধরনের বিচ্ছৃতি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। শিক্ষাদানের (schooling) বিভিন্ন পর্যায়ে অতিরিক্ত ছাত্র বিশিষ্ট শ্রেণীকক্ষের (over sized class) সংখ্যা মনিটরিং প্রতিবেদনে নির্দেশ (Indicate) করতে হবে।

শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মী মান ২ : কাজের পরিবেশ/পরিস্থিতি

শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষণকর্মীর স্বচ্ছভাবে বর্ণিত/ ব্যাখ্যায়িত কাজের অবস্থা/ পরিবেশ আছে, তারা একটি আচরণবিধি অনুসরণ করে এবং তাদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- ক্ষতিপূরণ ও কাজের পরিবেশের বিষয়টি কাজের চুক্তিতে উল্লেখিত থাকে এবং পেশাদারিত্বের পর্যায় ও কাজের দক্ষতার সাথে সঙ্গতি রেখে ক্ষতিপূরণ নিয়মিত ভিত্তিতে দেয়া হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ১-২ দেখুন)
- আন্তর্জাতিক পক্ষগণ একটা যথার্থ কৌশল গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ, সামাজিক শিক্ষা কমিটি এবং এনজিওদের সাথে সমন্বয় করে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর ও পর্যায়ের শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষণকর্মীর জন্য একটি ন্যায্য, গ্রহণীয় এবং স্থিতিশীল বেতন কাঠামো ব্যবহার করতে সম্মত হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ২ দেখুন)
- আচরণবিধি ও কাজের শর্তাবলি, শিক্ষণকর্মী ও মানবিক কর্মীদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে একটি অংশগ্রহণমূলক উপায় গড়ে তোলা হয় এবং একটি স্বচ্ছ বাস্তবায়ন নীতিমালা থাকে। (পরিচালনা সহায়িকা ১ এবং ৩ দেখুন)
- আচরণবিধি স্বাক্ষরিত ও শিক্ষাকর্মীদের দ্বারা অনুসরণ করা হয় এবং অসদাচরণ এবং/অথবা আচরণবিধি ভঙ্গের জন্য যথাযথ উপায় লিখিত ও তা প্রয়োগ করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৩-৪ দেখুন)

পরিচালনা নির্দেশিকা

১. কাজের পরিবেশ কার্যবিবরণী, ক্ষতিপূরণ উপস্থিতি, কাজের ঘণ্টা/দিন, চুক্তির ব্যাপ্তি, সহায়তা ও তত্ত্বাবধান কৌশল এবং দ্বন্দ্ব নিরসন কৌশলের উল্লেখ করে। (উপরে বর্ণিত মান ১ এবং পরিচালনা সহায়িকা ১ দেখুন)

২. ক্ষতিপূরণ আর্থিক বা আর্থিক নয় এমন হতে পারে, যা যথার্থ হবে (যেমন সম্মত) এবং নিয়মিত প্রদান করা হবে, সম্পৃক্ত সকল পক্ষের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করে একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের পর্যায় নির্ধারণ করা হবে। এটা একটা পর্যায়ে অবস্থানের (level) জন্য লক্ষ্যস্থির করবে যা পেশাদারিত্ব ও চাকুরির ধারাবাহিকতা, পর্যায়ক্রমিকতা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে। বিশেষভাবে, এটা তাদের মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য আয়ের অতিরিক্ত উৎস অনুসন্ধান করার চেয়ে পেশাগত কাজের প্রতি শিক্ষকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সক্ষম করার জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। কাজের ধরণ ও নীতিমালা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

এমন পরিস্থিতি সতর্কতার সাথে পরিহার করা দরকার যেখানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে

আগত (নাগরিক ও শরণার্থী) শিক্ষকরা বিভিন্নরকমের বেতন পেয়ে থাকে। মূল চালকদের একটা স্থিতিশীল ক্ষতিপূরণ পদ্ধতির জন্য দীর্ঘমেয়াদি কৌশল তৈরির কাজে সম্পৃক্ত হতে হবে। ক্ষতিপূরণে সকলের জন্য একই পর্যায় নির্ধারণ করার জন্য জাতিসংঘের সংস্থাসমূহসহ, এনজিও, শিক্ষণ-কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় থাকা উচিত/থাকতে হবে। (নমুনা আচরণবিধির জন্য ৮৫ পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট ১ দেখুন)।

৩. আচরণবিধি শিক্ষককর্মীদের আচরণের একটা স্বচ্ছ মান নির্ধারণ করবে এবং যারা এই মান অনুসরণ করবে না সেইসব ব্যক্তির বাধ্যতামূলক পরিণতি উল্লেখ করবে। আচরণবিধি শিখনপরিবেশ ও শিক্ষণ-কর্মসূচি বা কার্যাবলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। বিধি এটা নিশ্চিত করবে যে, শিক্ষক ও শিক্ষণকর্মীরা একটা ইতিবাচক শিখনপরিবেশ এবং শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধির কাজে সহায়তা করবে। বিধি অন্যান্য বিষয়ের সাথে এটা বর্ণনা করবে যে, শিক্ষণকর্মীরা :

- উর্টু মানের আচরণ, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং নৈতিক ব্যবহার বজায় রাখার মাধ্যমে পেশাগত আচরণ প্রদর্শন করবে।
- সবার জন্য গ্রহণযোগ্য পরিবেশ তৈরিতে সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে।
- হয়রানি, (যৌন হয়রানিসহ) ভীতিপ্রদর্শন, খারাপ আচরণ এবং সহিংসতা ও বৈষম্য থেকে মুক্ত একটি নিরাপদ ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখবে।
- নিয়মিত উপস্থিতি ও সময়ানুবর্তিতা বজায় রাখবে।
- তাদের কাজে পেশাদারিত্ব ও দক্ষতা প্রদর্শন করবে।
- সমাজ ও শিক্ষণ সংশ্লিষ্ট পক্ষদের দ্বারা অনুমোদিত নয় এমন অন্যান্য আচরণ প্রদর্শন করবে।

৪. আচরণবিধি বাস্তবায়ন নীতিমালা : শিখনপরিবেশে কাজ করে এমন সব শিক্ষণ ও শিক্ষণ বহির্ভূত কর্মীদের আচরণবিধির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। আচরণবিধি বাস্তবায়নের উপর মনিটরিং এর জন্য সামাজিক শিক্ষা কমিটির সদস্য, শিক্ষণ তত্ত্বাবধায়ক এবং ব্যবস্থাপকদের তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর প্রশিক্ষণ ও সহায়তা দিতে হবে, স্কুল/অনানুষ্ঠানিক শিক্ষণ-কর্মসূচির কর্মপরিকল্পনায় আচরণবিধির মূল বিষয়সমূহ সংযুক্ত করার জন্যও তাদের সহায়তা করতে হবে। তত্ত্বাবধানের কৌশল স্বচ্ছ রিপোর্টিং এবং মনিটরিং পদ্ধতি গড়ে তুলবে যা সম্পৃক্ত সকল পক্ষের গোপনীয়তা রক্ষা করবে।

শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষণকর্মী মান ৩ : সহায়তা এবং তত্ত্বাবধান
শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষণকর্মীদের জন্য তত্ত্বাবধান ও সহায়তার কৌশল/পছা গড়ে তোলা হয় এবং নিয়মিত ব্যবহার করা হয়।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষণকর্মীর নিয়মিত নিরূপণী, পরিবীক্ষণ এবং সহায়তার জন্য একটি তত্ত্বাবধানমূলক কৌশল প্রতিষ্ঠা করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ১-২ দেখুন)
- কর্মীদের সাফল্যের মূল্যায়ন করা, লিখিত আকারে রচনা করা হয় এবং নিয়মিত সংশ্লিষ্ট মানুষের সাথে আলোচনা করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৩ দেখুন)
- শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষণকর্মীদের যথার্থ মনোসামাজিক (psychosocial) সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৪ দেখুন)

পরিচালনা সহায়িকা

১. তত্ত্বাবধান কৌশল : দুর্ভোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি আক্রান্ত প্রতিটি দেশ বা অঞ্চল শিক্ষক ও শিক্ষণকর্মীদের জন্য মান নির্ধারণ করবে এবং একটি সহায়তা ও তত্ত্বাবধান কৌশল গড়ে তুলবে ও বাস্তবায়ন করবে। সমাজের প্রতিনিধি (ঐতিহ্যবাহী ও ধর্মীয় নেতাসহ) সামাজিক স্কুল সংগঠন যেমন অভিভাবক শিক্ষক সমিতি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষক সমিতি সকলেই এই কৌশলে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। তত্ত্বাবধানের কৌশল সামাজিক শিক্ষা কমিটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হবে। কমিটি আচরণবিধির বিষয়ে পেশাদারিত্ব, কাজের দক্ষতা ও যথার্থ আচরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে এর কার্যপরিধির মধ্যে শিক্ষণকর্মীদের পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করবে। (দেখুন সামাজিক অংশগ্রহণ মান ১, পৃষ্ঠা ১৭)।

২. প্রশিক্ষণ : শিক্ষণকর্মী প্রশিক্ষণের তথ্যের জন্য দেখুন শিক্ষণ ও শিখন মান ২ পৃষ্ঠা ৬৬।

৩. কর্মীদের সাফল্যের মূল্যায়নে : শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষণকর্মীর দক্ষতা ও কার্যকারিতা নিরূপণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিষয় নির্ধারণ এবং follow-up কার্যাবলি গড়ে তোলার পরামর্শ দানের সুযোগ করে দেবেন যাতে সর্বসম্মত, মূল্যায়ন, যেখানে প্রযোজ্য স্বীকৃতি দেবে এবং শিক্ষণকর্মীদের প্রেষণা অনুপ্রেরণা দানের জন্য তাদের সাফল্য উদযাপন করবে। মনিটরিং ও অংশগ্রহণকারী মূল্যায়ন শিক্ষকদের প্রেরণাদান ও তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে।

৪. সংকটকালীন সহায়তা : এমনকি প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষণকর্মী নিজেদেরকে কোনো দুর্ঘটনা দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখতে পারেন অথবা শিক্ষার্থীদের

৮৪ শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকর্মী

সাথে সাথে নতুন চ্যালেঞ্জ ও দায়িত্বের সম্মুখীন হতে পারেন এবং তাদের সামাল দেয়ার সামর্থ ও কৃতিত্ব প্রাপ্ত সহায়তার উপর নির্ভর করে। জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করছে এমন শিক্ষক ও শিক্ষকর্মীদের সহায়তা করার জন্য সমাজে একটি সহায়তার কৌশল গড়ে তোলা প্রয়োজন।

শিক্ষণ এবং শিখন (Teaching and Learning) : পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট ১ : শিক্ষকদের আচরণবিধি

সকল সময়ে শিক্ষকগণ

- এমনভাবে কাজ করবেন যা পেশার সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখবে।
- একজন ছাত্র বিশ্বাসের সাথে যা কিছু বলে তার গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।
- যেসব বিষয়াবলি শিক্ষার্থীদের শিক্ষনকে বা তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে সে সব বিষয় থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে হবে।
- যেকোনোভাবে তার অবস্থানের কারণে লাভজনক হবে এমন কোনো সুযোগ তারা গ্রহণ করবেন না।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানি করবেন না বা কোনো শিক্ষার্থীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলবেন না।
- একজন ভালো সৎ অনুসরণীয় ব্যক্তি হবেন (role model)।

শ্রেণী কক্ষে একজন শিক্ষক

- একটি ইতিবাচক ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করেন।
- এমনভাবে শিক্ষাদান করেন যা সকল ছাত্রের অধিকার ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়।
- শিক্ষার্থীর আত্মসম্মান, আস্থা ও নিজের মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করেন।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে সহায়তা করেন এবং প্রত্যেক ছাত্রের মধ্যে তার সম্ভাবনা সৃষ্টি করতে/ অর্জন করতে সাহায্য করেন।
- সক্রিয় দায়িত্বশীল ও কার্যকরী শিক্ষার্থী রূপে গড়ে উঠতে ছাত্রদের উৎসাহিত করেন।
- বিশ্বাস / বিশ্বস্ততার একটি পরিবেশ / আবহ তৈরি করেন।

পেশাগত জীবনে শিক্ষক

- শিক্ষণপদ্ধতির এবং তার নিজের বিষয়ের উপর মৌলিক যোগ্যতা প্রদর্শন করেন।
- শিশুরা কীভাবে শিখবে এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গী (তার নিজের শিক্ষণে) প্রদর্শন করবেন।
- সবসময় শ্রেণীকক্ষে সময়মতো উপস্থিত হন এবং পাঠদানের জন্য প্রস্তুত থাকেন।
- শিক্ষার মানের উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলে এমন কোনো কার্যকলাপে জড়িত হন না।
- সকল পেশাগত উন্নয়নসুবিধার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং আধুনিক ও স্বীকৃত শিক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করেন।
- সৎ/ভালো নাগরিকত্ব, শান্তি ও সামাজিক দায়িত্বের নীতি শিক্ষা দেন।
- সৎভাবে প্রত্যেক ছাত্রের কৃতিত্ব ও পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন।

সামাজিক বিষয়ে একজন শিক্ষক

- শিশুদের শিক্ষণে সহায়তা ও অংশগ্রহণ করার জন্য পিতামাতাকে উৎসাহিত করেন।
- স্কুলে পরিবারের গুরুত্ব এবং সমাজের সম্পৃক্ততার স্বীকৃতি দেন।
- স্কুলের একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি (image) গড়তে সহায়তা করেন।

এখানে উল্লিখিত বিষয়ের বাইরেও আশা করা যাচ্ছে যে, শিক্ষক বৃহত্তর পারিপার্শ্বিকতার (wider environment) নিয়মকানুন ও নীতিমালা মেনে চলবেন।

৫. শিক্ষানীতি ও সমন্বয়

সূচনা

আন্তর্জাতিক দলিলপত্র ও ঘোষণা সকল মানুষের শিক্ষা পাবার অধিকার ঘোষণা করেছে যা সকল মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করেছে। মুক্ত মতামত প্রকাশের অধিকার, সমান অধিকার এবং সামাজিক ও শিক্ষানীতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, করার অধিকার হচ্ছে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ।

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে এটা দেখা গুরুত্বপূর্ণ যে, এই অধিকারগুলো সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানের অংশ হিসেবে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ ও মূল সংশ্লিষ্ট পক্ষ একটি শিক্ষা-পরিকল্পনা গড়ে তুলবে ও বাস্তবায়ন করবে যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষানীতিও বিবেচনায় রাখে, শিক্ষার অধিকার সমুন্নত করে এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর শিখন প্রয়োজনে সাড়া দেয়। এই কাঠামো শিক্ষার মান উন্নয়ন এবং স্কুলে যাবার অধিকার প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে এবং দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির সাড়াদান থেকে উন্নয়নের পর্যায়ে উত্তরণের বিষয়টি স্পষ্টভাবে দেখবে। দুর্যোগকালীন জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দানের সাফল্য নির্ভর করে কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার ওপর।

দুর্যোগকালীন জরুরি পরিস্থিতিতে প্রায়শই সমন্বয়ের অভাব দেখা যায়। কারণ এসময় বিভিন্ন পক্ষগুলো পৃথক পৃথকভাবে শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে থাকে। তাই সেখানে সমাজ, জেলা, জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে আন্তঃসংস্থা সমন্বয় কৌশল প্রয়োজন হয় এবং তা অবশ্যই হবে সামুদায়িক এবং স্বচ্ছ। এইরূপ কৌশল চাহিদা নিরূপণের, মানের প্রাথমিক অবস্থা গড়ে জেলা এবং সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে সম্পদ ও তথ্যে বিনিময় করার জন্য প্রয়োজন হয়।

খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, পানি এবং পয়ঃব্যবস্থা কার্যক্রমের বৃহত্তর প্রাথমিক মানবিক সাড়াদানের মধ্যে শিক্ষা সমন্বিত হতে হবে, যাতে বিদ্যমান রীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা সাড়াদান দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির সুনির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে থেকে সামাজিক প্রয়োজনের উপযোগী হবে। সকল বয়সের দলকে জীবন রক্ষার দক্ষতা, যেমন ভূমিমাইন, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা এবং এইচআইভি/এইডস বিষয়ে সচেতনতা প্রদান করতে হবে।

সকলের জন্য সমান মানের যোগসূত্র

যে প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষা সাড়াদান পদ্ধতি গড়ে তোলা ও বাস্তবায়ন করা হয় তা এর কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশটুকু সকল পর্যায়ের জন্য সমমান সহযোগে ব্যবহার করতে হবে, যা সামাজিক অংশগ্রহণ, স্থানীয় সম্পদ, প্রাথমিক নিরূপণ, সাড়াদান, মনিটরিং ও মূল্যায়ন সব কিছুকেই আওতাধীন করবে। বিশেষত এর যথোপযুক্ততা ও মান নিশ্চিত করার জন্য বিপন্ন গোষ্ঠীগুলোসহ দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠীর সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

ন্যূনতম মান : এগুলোর বৈশিষ্ট্য গুণবাচক এবং শিক্ষা সাড়াদান ব্যবস্থায় একটা ন্যূনতম পর্যায় অর্জন করার বিষয়টি উল্লেখ করে।

মূল নির্দেশক : এ গুলো হচ্ছে সেই সংকেত, যা মান অর্জিত হয়েছে কি না তা নির্দেশ করে। এগুলো ব্যবহৃত কর্মসূচি এবং প্রক্রিয়া বা পদ্ধতির প্রভাব বা ফলাফল পরিমাপ করা ও আদান-প্রদান করার উপায় জানিয়ে দেয়। নির্দেশকসমূহ গুণগত ও পরিমাণগত উভয়ই হতে পারে।

পরিচালনা সহায়িকা : এটাতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মান ও নির্দেশক প্রয়োগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ বিবেচনা করা, বাস্তব সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করার নির্দেশনা প্রদান এবং অত্যাধিকারমূলক ব্যাপারে পরামর্শ প্রদানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। এতে আরও অন্তর্ভুক্ত থাকে মান ও নির্দেশকের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এবং সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা, পরস্পর বিরোধিতা ও অসংগতি। সংযোজনী-২-এ তথ্যসূত্রসমূহের একটি নির্বাচন তালিকা অন্তর্ভুক্ত আছে, যা এ অংশের সাথে সম্পর্কিত এবং সাধারণ বিষয় ও সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত বিষয়সমূহ, উভয়েরই তথ্যের উৎস নির্দেশ করে।

শিক্ষানীতি ও সমন্বয়

মান ১ নীতি প্রণয়ন (formulation) এবং বিধিবদ্ধকরণ (enactment)

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সকলের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা পাবার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং কোনো দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে অন্তর্ভুক্তি (inclusion) ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য নমনীয় নীতিমালা বিধিবদ্ধ করে (enact)।

মান ২ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যাবলী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা নীতিমালা ও মান এবং আক্রান্ত/ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর শিখন প্রয়োজনের বিষয় বিবেচনায় নেয়।

মান ৩ সমন্বয়

সংশ্লিষ্ট পক্ষদের মধ্যে কার্যকরী তথ্যের বিনিময় সহ দুর্যোগ জনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যাবলীর জন্য একটি স্বচ্ছ সমন্বয় কৌশল আছে।

সংযোজনী ২ : তথ্যসূত্র ও সম্পদ সহায়িকা শিক্ষানীতি ও সমন্বয় পদ্ধতি
শিক্ষানীতি এবং সমন্বয় মান অধ্যায়

শিক্ষানীতি ও সমন্বয় মান ১ : নীতি প্রণয়ন এবং বিধিবদ্ধকরণ

শিক্ষা কর্তৃপক্ষ সকলের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা পাবার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয় এবং যে কোনো দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে অন্তর্ভুক্তি (inclusion) ও শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়তা করার জন্য নমনীয় নীতিমালা বিধিবদ্ধ করে (enact)।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিকালে ও পরবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিল ও ঘোষণায় উল্লিখিত শিক্ষা আইন ও নীতিমালা শিক্ষার অধিকার ঘোষণা করে।
(পরিচালনা সহায়িকা ১-২ দেখুন)
- আইন, বিধি ও নীতিমালা পীড়িত ও প্রান্তিক গোষ্ঠীর বিষয়ে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৩ দেখুন)
- আইন, বিধি ও নীতিমালা করা হয়েছে এটা নিশ্চিত করতে যে, শিক্ষার্থী বা শিক্ষার্থীর পরিবারের সীমিত সম্পদের কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ অস্বীকার করা যাবে না। (পরিচালনা সহায়িকা ৪ দেখুন)
- আইন, বিধি ও নীতিমালা শরণার্থীদের জন্য নিজ দেশ বা আশ্রয় দানকারী দেশের পাঠ্যসূচি ব্যবহার করতে স্কুলসমূহকে বিরত করে না।
- আইন, বিধি ও নীতিমালা শিক্ষাকর্তৃপক্ষের নির্দেশনা ও পরিদর্শন অনুসারে বেসরকারি পক্ষদের দ্বারা জরুরি শিক্ষাসুবিধা প্রতিষ্ঠা করতে অনুমতি দেয়।
- আইন, বিধি ও নীতিমালা এমন ভাবে প্রচার করা হয় যা সকল পক্ষের কাছে বোধগম্য হয়।
- নীতিমালা একটি জরুরি শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা (EMIS) তথ্যভাণ্ডার তৈরি ও ব্যবহারে সহায়তা করে যা শিক্ষা পাবার ও সমাপ্ত করার অধিকারের পরিবর্তনগুলি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৫ দেখুন)
- জাতীয় শিক্ষানীতি বৈধ ও বাজেট ভিত্তিক কাঠামোর দ্বারা সমর্থিত হয়, যা দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়াদানের অনুমতি দেয়। (পরিচালনা সহায়িকা ৬ দেখুন)

পরিচালনা সহায়িকা

১. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলপত্র ও ঘোষণা যে বিষয়সমূহকে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং তুলে ধরবে কিন্তু সীমিত রাখবে না তা হচ্ছে শিশুঅধিকার সংক্রান্ত জতিসংঘ সনদ (১৯৮৯); সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ (১৯৪৮); অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংক্রান্ত অঙ্গীকার (১৯৬৬); নারীদের প্রতি সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণের বিষয়ে

আন্তর্জাতিক সনদ এবং Daker Framework for Action সবার জন্য শিক্ষা (২০০০)। দুর্যোগ কবলিত মানুষের যত্নের ব্যাপারটি বিশেষ করে শিশু ও কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিনোদন, সংস্কৃতি ও নিপীড়ন থেকে রক্ষাসহ ছয় বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার ব্যাপারটি বিভিন্ন বৈধ কাঠামো নীতিমালার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইনে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। (দেখুন ৪৯ পৃষ্ঠার অভিজ্ঞমত্যা ও শিখন পরিবেশ মান ১ এবং পরিচালনা সহায়িকা ২)।

২. **শরণার্থী, স্থানচ্যুত এবং আশ্রয়দানকারী জনগোষ্ঠী** : সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে এটা সমর্থন করতে হবে যে, সকল গোষ্ঠী সমানভাবে শিক্ষার অধিকার পাবে। এটাতে শরণার্থীদের অধিকার সম্পর্কিত সনদ ১৯৫১, ২২ ধারা সমর্থনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে যা ঘোষণা করছে যে, দেশের নাগরিকদের মতো শরণার্থীদেরও প্রাথমিক পর্যায়ে একই শিক্ষা পাবার অধিকার থাকবে এবং উচ্চ পর্যায়ে শিক্ষা, প্রত্যয়নপত্রের স্বীকৃতি, ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, ফিস/charges থেকে অব্যাহতি এবং বৃত্তি পাবার অধিকার থাকবে যা বিদেশীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলি বলে কোনো ক্ষেত্রে কম সুবিধাজনক হবে না। যেক্ষেত্রে বিশেষ সুরক্ষা দেয়া সম্ভব হয় না সেক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীকে একই অধিকার প্রদান করা প্রয়োজন। এছাড়া সংস্থাস্থলোকে স্থানীয়, শরণার্থী আশ্রয়দানকারী দেশ বা অঞ্চল এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের অধিকারের কথা বলতে হবে।

৩. **প্রান্তিক গোষ্ঠী** হচ্ছে সমাজ বা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, জনগোষ্ঠী যাদের স্বার্থ মূল সমাজ ব্যবস্থায় প্রতিনিধিত্ব করে না। প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলো আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, যেমন ব্যক্তির আয় ও সম্পদ, নৃতাত্ত্বিকতা বা জাতি, জেভার, ভৌগলিক অঞ্চল, ধর্ম, নাগরিক অবস্থান, অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুতি এবং শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অনুসারে চিহ্নিত হয়। আশ্রয় প্রয়োজন, এমন শিশুরা শিক্ষার অধিকার পাবে যেহেতু শিশুঅধিকার সনদ দেশের সকল অঞ্চলে অবস্থিত ১৮ বৎসর বয়সের কম শিশু ও কিশোরীদের জন্য প্রযোজ্য। (দেখুন অভিজ্ঞমত্যা ও শিখন পরিবেশ মান ১, পরিচালনা সহায়িকা ১, ৪৮ পৃষ্ঠায়)।

৪. **শিক্ষার ব্যয়** : শিক্ষা গ্রহণের (cost of attendance) ব্যয় তা সে ফিস বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যয় যেমন শিখন, উপকরণ বা পোশাকের (uniform) যাই হোক না কেন, ব্যয় মেটানোয় অসমর্থ হবার জন্য কেন শিক্ষার্থীর শিক্ষা পাবার অধিকার অস্বীকার করা যাবে না। শিক্ষার পরোক্ষ ব্যয় যেমন পরিবহন ও আর্থিক ক্ষতি আয়ের সুযোগ নষ্ট হওয়া কমানোর জন্য প্রচেষ্টা নিতে হবে যাতে সকল শিশু, যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তি শিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয়।

৫. **EMIS উপাত্তসমূহ** বিশেষ জরুরি পরিস্থিতিপ্রবণ এলাকা বা জনগোষ্ঠীর তথ্যসমূহের সাথে যুক্ত করতে হবে। এটা একটা প্রস্তুতিমূলক কৌশল যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা-পরিকল্পনায় সামর্থ্য যোগাবে। শিক্ষা উপাত্ত, যেখানে সম্ভব, সমাজের মানুষেরা সংগ্রহ করবে এবং জাতীয় EMIS পদ্ধতিতে সরবরাহ করা হবে। সহায়ক সংগঠনসমূহের উচিত সেইসব

উপায় চিহ্নিত করতে সমাজের মানুষকে সহায়তা করা, যার দ্বারা ছাত্র ভর্তি, স্থিতি ও সমাপ্তি বৃদ্ধি করা যায় এবং সেইসাথে স্কুলে না-যাওয়া যুবসমাজের প্রয়োজনেও সহায়তা করা যায়। (দেখুন পর্যালোচনা মান ১, ২৪ পৃষ্ঠায় এবং পর্যালোচনা মান ৩, ২৯ পৃষ্ঠায়)।

৬. জরুরি পরিস্থিতি কাঠামো : জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি কাঠামোতে শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত এবং একটি কার্যকরী ও সময়োপযোগী শিক্ষা সাড়াদানের জন্য সম্পদের নিরাপত্তাবিধান করা প্রয়োজন। জাতীয় ও স্থানীয় শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে সহায়তাদানকারী আন্তর্জাতিক পক্ষগুলির কর্মসূচির অংশ হিসেবে দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা সাড়াদানের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজে সহায়তা করা প্রয়োজন।

শিক্ষানীতি ও সমন্বয় মান ২ : পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন

দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির শিক্ষা কার্যাবলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা নীতিমালা ও মান এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর শিখন প্রয়োজনের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়া।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- ত্রাণ ও উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিধিবদ্ধ কাঠামো ও নীতিমালার প্রতিফলন ঘটে। (পরিচালনা সহায়িকা ১ দেখুন)
- দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কর্মসূচি এমনভাবে পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হয় যা শিক্ষা খাতের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নকে সংহত করে।
- শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য মূল পক্ষ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির জন্য জাতীয় ও স্থানীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তা নিয়মিত পুনর্বিবেচনা/সংশোধনের জন্য একটি পদ্ধতি সৃষ্টি করে। (পরিচালনা সহায়িকা ২ দেখুন)
- দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির সময় ও পরে শিক্ষা সাড়াদানের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো একত্রে কাজ করে যা অতি সম্প্রতিক প্রয়োজনীয়তা নিরূপণের সাথে সংযুক্ত হয় এবং আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর পূর্বের শিক্ষা-অভিজ্ঞতা, নীতিমালা এবংরীতির উপর নির্ভর করে।
- শিক্ষা সাড়াদান, কার্যকরী পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং-এর জন্য আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে। (পরিচালনা সহায়িকা ৩ দেখুন)
- শিক্ষা-কার্যাবলির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানের সাথে সংযুক্ত। (পরিচালনা সহায়িকা ৪ দেখুন)

পরিচালনা সহায়িকা

১. **শিক্ষার অধিকার ও লক্ষ্য অর্জন (Meeting education rights and goals)** শিক্ষা কর্মসূচি আন্তর্জাতিক কাঠামো অনুসারে যেমন- শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯); সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮); সবার জন্য শিক্ষা কাঠামো (২০০০) এবং MDG (মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) এবং প্রাসঙ্গিক শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কাঠামো এবং নীতিমালা অনুযায়ী একটি সার্বিক শিক্ষা কর্মসূচি প্রদান করে।

২. **জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনা** : আন্ত-sector সমন্বয়ের জন্য কর্মসূচি, কর্মসূচী পরিচালনাকরী সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সমন্বয়, নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় বিবেচ্য ও কৌশলের বিষয়ে জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনায় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুর্ভোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে করণীয় সম্বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা দেয়। এই পরিকল্পনা যথাযথ শিক্ষানীতি ও কাঠামো দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। সম্ভাব্য প্রাকৃতিক দুর্ভোগের (যেমন- বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়) ক্ষেত্রে শিক্ষা খাতের জন্য এবং যেখানে প্রাসঙ্গিক সম্ভাব্য শরণার্থী অথবা প্রত্যাবর্তনকারীদের অবিরাম প্রবাহ যা স্থানীয় ও জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে সেক্ষেত্রে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। (দেখুন সামাজিক অংশগ্রহণ মান ১, পরিচালনা সহায়িকা ৫, ১৯ পৃষ্ঠায় এবং নিম্নে বর্ণিত মান ৩)।

৩. **সম্পদ** : কর্তৃপক্ষ, দাতাগোষ্ঠী, এনজিও এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে এটা নিশ্চিত করার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করা প্রয়োজন যে, জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষাদান কর্মসূচির জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যা মনো-সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিকল্পনাকৃত শিখন, বিনোদন ও সংশ্লিষ্ট কার্যাবলির প্রতি গুরুত্ব দেয়। দুর্ভোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে শৈশবকালীন উন্নয়ন, আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা এবং অন্যান্যের মধ্যে কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে শিক্ষা কর্মসূচির জন্য সুযোগ রাখা যেতে পারে। ভৌত উপাদান (যেমন অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ, পাঠ্যবই এবং শিক্ষণ ও শিখন উপকরণ) এবং গুণগত উপাদান (যেমন শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষণ কোর্স) বৃদ্ধি করার জন্য সম্পদের বন্টন সুসম হতে হবে।

৪. **ক্ষিয়ার (Sphere) ন্যূনতম মান** : নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষা-কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সাথে sphere ন্যূনতম মানের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা নিতে হবে :

- পানি, সেনিটেশন ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন
- খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি ও খাদ্য সহায়তা
- আশ্রয়, বসতি এবং খাদ্য বহির্ভূত বিষয়
- স্বাস্থ্যসেবা (ক্ষিয়ার মানের জন্য MSEE সিডি দেখুন)

শিক্ষানীতি ও সমন্বয় মান ৩ : সমন্বয়

সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে কার্যকরী তথ্যের বিনিময় করাসহ দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কার্যাবলীর জন্য একটি স্বচ্ছ সমন্বয় কৌশল/পন্থা আছে।

মূল নির্দেশক (পরিচালনা সহায়িকাসহ পড়তে হবে)

- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়াদানের জন্য শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ একটি আন্তঃসংস্থা সমন্বয় কমিটি গঠন করে যা দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা-কার্যাবলির পরিকল্পনা ও সমন্বয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করে।
(পরিচালনা সহায়িকা ১ দেখুন)
- যখন শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ থাকে না বা সমন্বয়কার্য পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়, তখন একটি আন্তঃসংস্থা সমন্বয় কমিটি শিক্ষা-কার্যাবলী ও কর্মসূচির নির্দেশনা ও সমন্বয়সাধন করে থাকে। (পরিচালনা সহায়িকা ১ দেখুন)
- শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ, দাতাগোষ্ঠী এবং অন্যান্য সংস্থা একটা আর্থিক কাঠামো গড়ে তোলে যা সমন্বয় সাধন করে এবং শিক্ষাকর্মসূচির পক্ষগুলোর কার্যাবলীতে সহায়তা করে।
(পরিচালনা সহায়িকা ২ দেখুন)
- সমন্বয়ের একটি সাধারণ উদ্দেশ্য হচ্ছে মানদণ্ড ও মনিটরিং পদ্ধতিকে সচল রাখা এবং শিক্ষাকর্মসূচির পক্ষগুলো এই কাঠামোর মধ্যে থেকে নিজেরা কাজ করার অঙ্গীকার করে এবং মূল তথ্য ও পরিসংখ্যানগুলো জনসাধারণের কাছে সহজপ্রাপ্য করে তোলে।
(পরিচালনা সহায়িকা ৩ দেখুন)
- আক্রান্ত জনগোষ্ঠী সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নেয়ায় অধিকারপ্রাপ্ত ও সমর্থ হন যা তাদেরকে সরাসরি বিশেষত তাদের নীতি-কর্মসূচি প্রণয়নে, বাস্তবায়নে ও পরিবীক্ষণে প্রভাবিত করে।
- পক্ষগুলোর নিজেদের মধ্যে এবং মূল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোর মধ্যে তথ্য বিনিময়ের একটি স্বচ্ছ ও সক্রিয় কৌশল বর্তমান থাকে। (পরিচালনা সহায়িকা ৪ দেখুন)

পরিচালনা সহায়িকা

১. আন্তঃসংস্থা সমন্বয় কমিটি (Inter Agency Coordination Committee): প্রতিনিধিরা যেখানে সম্ভব শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের অধীনে পক্ষগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে। দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক, জাতীয়, জেলা অথবা স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি প্রয়োজন হতে পারে। যেখানে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের দক্ষতা বা বৈধতার ঘাটতি থাকে, সেখানে চুক্তির মাধ্যমে ভিন্ন সংস্থা এই দায়িত্ব পালন করবেন কিন্তু কমিটিতে পদাধিকার বলে সবসময় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য থাকবেন। যখনই শর্তাবলি অনুমতি দেয়, সমন্বয়ের দায়িত্ব যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।

২. **অর্থ সংস্থান:** দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে শিক্ষা কর্মসূচির সফল ও সময়োপযোগী বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত তহবিলের প্রয়োজন। অর্থ সংস্থানের স্বচ্ছ ও সমন্বিত উপায় নিশ্চিত করার জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে, বিশেষভাবে যেখানে শিক্ষকদের বেতন প্রদান পদ্ধতি ও ক্ষতিপূরণ দান অপরিহার্য এবং অকার্যকর। দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে অর্থ সংস্থানের বিষয়ে স্থানীয় শ্রমবাজার ও ঐতিহ্য বিবেচনায় নিতে হবে এবং অগ্রগণ্যতা যা দীর্ঘস্থায়ী হবে না তা পরিহার করতে হবে।

৩. **সমন্বয়ের মূল চ্যালেঞ্জ :** ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য দুর্যোগজনিত প্রাথমিক পর্যায়ের শুরুতেই মূল সমন্বয়ের জায়গাগুলো চিহ্নিত ও উপস্থাপন করতে হবে। ভবিষ্যতে এটি সুসংগঠিত ও সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষা সেবা নিশ্চিত করবে। সমন্বয় বিষয়সমূহের মধ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, প্রত্যয়ন ও অর্থ প্রদান, পাঠ্যসূচি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ (পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষণ এবং শিখন সহায়তা), পাঠদানের কাঠামো ও পরীক্ষার স্বীকৃতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

৪. **যৌথ নীতি উন্নয়ন (joint policy development) ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা :** সূচ্য যোগাযোগ নিশ্চিত করতে, যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি ও অঙ্গীকারে সহায়তা করতে এবং শিক্ষা-পদ্ধতির সার্বিক উন্নয়ন বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ ও বহিরাগত পক্ষগুলোর সাথে একসাথে যৌথনীতি উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

সংযোজনীসমূহ (Annexes)

সংযোজনী ১: পরিভাষা (Terminology)

- **Access (অভিগম্যতা):** এ ক্ষেত্রে অভিগম্যতা হচ্ছে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক ভর্তি হওয়া, উপস্থিত হওয়া এবং সমাপ্ত করার অবাধ সুযোগ। ‘অবাধ সুযোগ’-এর অর্থ হচ্ছে কোনো ব্যবহারিক, আর্থিক, শারীরিক, নিরাপত্তা বিষয়ক, কাঠামোগত, প্রাতিষ্ঠানিক বা সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা থাকবে না যা শিশু, যুবসম্প্রদায় ও বয়স্কদের শিক্ষাকর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার এবং/অথবা কর্মসূচি সমাপ্ত করতে বাধার সৃষ্টি করবে।
- **Basic Education (মৌলিক শিক্ষা):** মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে আজীবন শিখন এবং মানবিক উন্নয়নের ভিত্তি এবং এটা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় শিক্ষা-কর্মসূচির মাধ্যমেই হতে পারে। শিশু, যুব সম্প্রদায় ও বয়স্ক প্রত্যেকেরই শিক্ষার সুযোগ থেকে সুফল পাওয়ার যোগ্যতা আছে যাতে তাদের মৌলিক শিখনপ্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। মৌলিক শিক্ষা চাহিদাগুলোর মধ্যে রয়েছে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য এবং বেঁচে থাকতে দক্ষতা বৃদ্ধি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকে উপযুক্ত করে তোলে এমন প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপাদান (যেমন স্বাক্ষরতা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বাচনিক অভিব্যক্তি, অংকজ্ঞান এবং সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত যোগ্যতা) এবং মৌল শিখন উপাদান (যেমন, জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও আচরণ)। মৌলিক শিখন উপাদানের সুযোগ এবং কিভাবে এগুলো মেটানো যাবে তা নির্ভর করে বিভিন্ন দেশ, সংস্কৃতি এবং অবশ্যই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে। ১
- **Children associated with fighting force (CAFF) শিশু সৈনিক:** দুর্ভোগজনিত জরুরি পরিস্থিতি ও সংকটকালে শিশুদের প্রায়ই রাষ্ট্র ও বিরোধী

1 World Education Forum, (26-28 April 2000). The Dakar Framework for Action Education for All (by 2015)

উভয় সৈন্যদলে অপহরণ, নিয়োগ ও বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্যদলে ভর্তি অথবা স্বেচ্ছামূলক কার্যক্রমে সংযুক্ত করা হয়। এই শিশুরা সবসময় অস্ত্র বহন করে না বরং কুলি, গুপ্তচর, রাঁধুনী এবং গুরুতরভাবে যৌনতার শিকারে পরিণত হয়। এই সকল শিশু যুদ্ধরত সৈন্যদলে থাকার অভিজ্ঞতা বহন করে এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাই সৈন্যদল ফিরিয়ে নেয়া বা পুনঃমোতায়েনের সময় এইসব শিশুদের আনুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক উভয় প্রকার শিক্ষার চাহিদার প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে। নজর দিতে হবে শিশুদের ক্রমবর্ধিত শিখন দক্ষতা বৃদ্ধি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপরও। বিশেষ করে মেয়ে শিশুদের উপর বেশি নজর দিতে হবে, কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পুনর্বাসন কর্মসূচির সময় এদের সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

- **Community education Committee (সামাজিক শিক্ষা কমিটি):** সামাজিক শিক্ষা কমিটি যেখানে প্রযোজ্য অভিভাবক এবং/অথবা অভিভাবক-শিক্ষক সমিতি, স্থানীয় সমিতি, সুশীল সমাজের সংগঠন, যুব ও নারী সম্প্রদায়ের দলগুলো এবং যেখানে প্রযোজ্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি নিয়ে সমাজের শিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত ও ব্যবস্থা নেয়ার জন্য গঠিত একটি কমিটি। এই কমিটির sub-committee থাকতে পারে যার সদস্যরা শিক্ষা কর্মসূচির প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন। কিছু ক্ষেত্রে সামাজিক শিক্ষাকমিটি একটি একক শিক্ষাকমিটির জন্য দায়ী থাকবেন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অনেকগুলো শিক্ষা-কর্মসূচির জন্যও দায়ী থাকতে পারেন।
- **Community Participation (সামাজিক অংশগ্রহণ):** সামাজিক অংশগ্রহণ সেইসব প্রক্রিয়ার বা কার্যাবলির উভয়ের উল্লেখ করে, যা সদস্যদেরকে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর কথা শুনতে অনুমতি দেয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়ার জন্য তাদের ক্ষমতায়ন করে এবং শিক্ষা বিষয়ে সরাসরি কাজ করার জন্য তাদের সামর্থ্য গড়ে তোলে। জনগোষ্ঠীর সক্রিয় সম্পৃক্ততা সমাজ নির্দিষ্ট শিক্ষা বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করে যা সেগুলোতে সহায়তা করতে কার্যকরী হয়। এ ছাড়া সামাজিক অংশগ্রহণ সমাজের স্থানীয় সম্পদ চিহ্নিতকরণ ও সমাবেশীকরণের কৌশল হিসাবে কাজ করে এবং শিক্ষা-কর্মসূচির জন্য মতৈক্য ও সমর্থন গড়ে তোলে। সামাজিক অংশগ্রহণ অবশ্যই বাস্তবধর্মী ও স্থিতিশীল ক্ষমতায়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত করবে এবং চলমান প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করবে।
- **Complex emergency (কঠিন/জটিল জরুরি পরিস্থিতি):** এটা হচ্ছে একটা পরিস্থিতি, যেখানে মানুষের জীবন, কল্যাণ এবং মর্যাদা বিভিন্ন সংকট, যেমন প্রাকৃতিক ও মানুষের তৈরি দুর্ভোগ, সামাজিক অস্থিরতা এবং সশস্ত্র দ্বন্দ্বসংঘাতের দ্বারা বিপন্ন হয়।
- **Curriculum (পাঠ্যসূচি):** একটা কর্মপরিকল্পনা, যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতার ভিত্তি

বিস্তৃত করতে/সহায়তা করে। ন্যূনতম মানের জন্য ‘পাঠ্যসূচি’কে একটি ছত্রছায়া (umbrella term) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় যা আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটাতে শিখনউদ্দেশ্য, শিক্ষণপদ্ধতি ও কৌশল, নির্দেশনা সহায়ক উপকরণ এবং নিরূপণ পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত থাকে। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষণ-কর্মসূচি একটি পাঠ্যক্রম দ্বারা পরিচালিত হয় যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে এবং অভ্যাসন পরিবেশের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়। ন্যূনতম মানের জন্য নিচের সংজ্ঞাসমূহ ব্যবহৃত হয়।

- **Learning objective (শিখন উদ্দেশ্য):** জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও আচরণ চিহ্নিত করে, যা শিক্ষা-কার্যাবলির মাধ্যমে গড়ে উঠবে।
- **Learning content (শিখনসূচি):** সেইসব উপাদান (জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও আচরণ), যা পাঠ করা এবং শেখা হয়।
- **Teaching Methodology (শিক্ষণ পদ্ধতি):** শিখনসূচি উপস্থাপন করার জন্য মনোনীত ও ব্যবহৃত উপায়কে বোঝায়।
- **Teaching technique or approach (শিখন কৌশল বা উপায়):** যা পদ্ধতির একটি অংশ এবং এটা সার্বিক পদ্ধতি সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত প্রক্রিয়া গড়ে তোলে। এবং
- **Instructional material (নির্দেশনা সহায়ক উপকরণ):** বই, পোস্টার এবং অন্যান্য শিক্ষণ এবং শিখন-উপকরণের বিষয় উল্লেখ করে।
- **Disaster:** দুর্যোগ একটি চরম দুর্দশাপূর্ণ অবস্থা যা জীবনহানী, বড় ধরনের মানবিক দুঃখদুর্দশা, দুঃখবেদনা এবং ব্যাপক মালামাল ধ্বংসের কারণ হয়।^২
- **Educational activities (শিখন কার্যাবলি):** আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিখন-কর্মসূচি, যা একটি বোধগম্য শিখন-ফলাফল প্রদানের লক্ষ্যে, শিশু ও যুবসমাজের শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষার এবং বয়স্কদের যথোপযুক্ত শিক্ষাসুযোগ প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।
- **Formal education programme (আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকর্মসূচি):** আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি হচ্ছে কতগুলি নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা যা নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা অর্জনের কথা বলে এবং অর্জিত শিক্ষার মাধ্যমে প্রত্যয়ন পত্র মিলবে। এটা সাধারণভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় শিক্ষা-কর্মসূচি, যা পরিচালিত হয় রাষ্ট্রীয় বা নিবন্ধিত বেসরকারি স্কুলের কাঠামোগত পদ্ধতি, জাতীয় পাঠ্যসূচি বা অন্যান্য

2 Definition taken from the sphere project: *Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response* (2004)

অনুমোদিত পাঠ্যক্রম ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে (অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত বেসরকারি ইন্সটিটিউট) প্রশিক্ষিত শিক্ষক এবং মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ও পরিদর্শকদের দ্বারা। তবে অনেক দুর্যোগজনিত জরুরি পরিস্থিতিতে, যেমন শরণার্থী বা অভ্যন্তরীণ স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কোনো শরণার্থী শিবিরে স্থাপন করা এবং শিবির কমিটির সহযোগিতায় বাস্তবায়নকারী সহযোগীদের দ্বারা পরিচালিত করা যেতে পারে অথবা এটা হতে পারে কোনো সম্প্রদায় বা ধর্মীয় স্কুলে মানবিক সাহায্য সম্প্রদায়ের সহায়তায় এবং শিক্ষা ও অন্যান্য উপকরণ- শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং স্কুল নির্মাণ বা পুনর্বাসনের সাহায্যে।

২ সংজ্ঞাটি কিয়ার প্রজেক্ট (২০০৪) থেকে নেওয়া হয়েছে।

- **Inclusion (অন্তর্ভুক্তি):** শিক্ষা-কর্মসূচিতে সকল শিক্ষার্থীর স্বীকৃতি এবং শিক্ষায় তাদের সমান অধিকারের উল্লেখ করে।
- **Non-formal education programme (অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকর্মসূচি):** আদর্শগতভাবে আনুষ্ঠানিক স্কুল-কাঠামো পদ্ধতির বাইরে পরিচালিত হয় এবং এটা স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যয়ন বা স্বীকৃতির দিকে ধাবিত হয় না, তবু, কিছু ক্ষেত্রে এটা স্কুলের সাথে সংযুক্ত হতে পারে অথবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানের আওতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এবং শিক্ষার্থীরা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-কর্মসূচিতে দেহের প্রবেশের জন্য ব্যবহার করতে পারে। এইরূপ কর্মসূচির একটি কর্মপরিকল্পনা থাকে যা শিখনউদ্দেশ্য, শিখনসূচি ও নির্দেশক উপকরণের রূপরেখা প্রদান করে এবং তাদের বিভিন্নতা, নমনীয়তা, সুনির্দিষ্ট শিক্ষার্থী দলের প্রতি প্রাসঙ্গিকতার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং শিশু ও বয়স্কদের নতুন শিক্ষণ-প্রয়োজনীয়তায় দ্রুত সাড়াদানে সক্ষম হয়। তাদের পাঠ্যসূচি মন্ত্রণালয়ের পাঠ্যসূচি থেকে শুরু করে শিখনের সম্পূর্ণ নতুন পাঠ্যসূচি ও নতুন উপায়/পন্থা পর্যন্ত বিন্যাসকৃত।
- **Non-governmental Organizations (NGO):** বেসরকারি সংস্থা বলতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় সংস্থাকে বোঝায় যারা সেই দেশের সরকারের থেকে পৃথকভাবে গঠিত।^৩
- **Other educational personnel (অন্যান্য শিক্ষণ কর্মী):** বলতে শিক্ষক ছাড়া অন্য ব্যক্তিদের বুঝায়, যারা একটি শিক্ষা-কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত আছে বা এতে সহায়তা করেন। এইসব ব্যক্তির মধ্যে, অন্যান্যদের সাথে, স্কুল তত্ত্বাবধায়ক, শিক্ষক-প্রশিক্ষক, শিক্ষা-কর্মকর্তা, পাঠ্যক্রমপ্রণেতা, স্কুল কারণিক এবং কোষাধ্যক্ষ, পাহারাকর্মী, রাঁধুনী এবং ধোপা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী অন্তর্ভুক্ত আছেন।
- **Quality education (মানসম্মত শিক্ষা) :** মানসম্মত শিক্ষায় অনেক উপাদান অন্তর্ভুক্ত থাকে। এতে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তাতেই সীমিত নয় তা হচ্ছে, ১)

নিরাপদ শিখনপরিবেশ, ২) দক্ষ ও সু-প্রশিক্ষিত শিক্ষক যারা বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন, ৩) শিক্ষণ ও শিখনের জন্য পর্যাপ্ত উপকরণ, ৪) নির্দেশনার অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি এবং ৫) যুক্তিসঙ্গত আকারের শ্রেণীকক্ষ। অধিকতর জরুরি পরিস্থিতিতে মানসম্পন্ন শিক্ষা একটি উপযোগী শিক্ষণ পরিবেশ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় কৌশলের বিষয় তুলে ধরে। বিনোদন, ক্রীড়া ও সংশ্লিষ্ট সৃষ্টিশীল কার্যাবলির উন্নয়ন এবং পড়াশোনা, খেলা, বিজ্ঞান ও জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা-কার্যাবলির ব্যবস্থার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। যাতে শিক্ষার্থীরা শুধু জ্ঞানগত দক্ষতা উন্নয়নেই সমর্থ হয় না বরং সামাজিক ও বংশপরম্পরায় ত্রোদ্বৈধ বিস্তার এবং মানবীয় ধ্বংসাত্মক প্রবণতা পরিহার করে।

- **Relevant education (প্রাসঙ্গিক শিক্ষা):** প্রাসঙ্গিক শিক্ষা বলতে কী শেখা হয়েছে, কেমনভাবে শেখা হয়েছে এবং কার্যকরী ও মানসম্পন্ন শিখনের মাত্রা বুঝায়। শিক্ষাকে প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য শিক্ষার মধ্যে স্থানীয় ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠান, ভালো আচার ও বিশ্বাস এবং নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর চাহিদা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এছাড়া আগামী দিনগুলোতে শিশুর কি চাহিদা থাকতে পারে তাও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- **Special education needs (বিশেষ শিক্ষণ প্রয়োজনীয়তা):** এই শব্দটি বলতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষার্থী (সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক বৈষম্যসহ) এবং প্রতিবন্ধী (চিন্তাশীলতা, শারীরিক ও আবেগীয় ঘাটতিসহ) শিক্ষার্থীদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজনকে বোঝায়।^৪
- **Stakeholder (সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ):** স্টেকহোল্ডার হচ্ছে একদল মানুষ যারা কোনো নির্দিষ্ট কাজ বা এর ফলাফলে লাভবান বা এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।^৫
- **Teacher (একজন শিক্ষক):** আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-কর্মসূচির একজন নির্দেশক শিক্ষাব্রতী বা অনানুষ্ঠানিক কর্মসূচির একজন সহায়তাকারী বা সঞ্চালক, তাঁর আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে।

4 Institute for Education Policy Studies: Graduate School of Education and Human Development, *Enhancing Participation, Enhancing Access: The Double Axis of Sustainable Education Development*. http://www.edpolicy.gwu.edu/resources/enhance=ing/part_b.html

5 Welsh, T. and McGinn, N. F. (1998), 'Toward a Methodology of Stakeholder Analysis', in Costin, H. (Ed.) *Readings in Strategy and Strategic Planning*, Dryden Press, Orlando, Florida.

Annex 2: References and Resource Guide

If any of these links do not work, please go to INEE's core reference and advocacy materials page, where links are updated: <http://ineesite.org/core/default.asp>

General Resources

Aguilar, Pilar and Gonzalo Retamal (1998), Rapid Educational Response in Complex Emergencies, Geneva: International Bureau of Education: <http://ineesite.org/core/default.asp>

Bethke, Lynne and Scott Braunschweig (2004), Global Survey on Education in Emergencies: http://www.womenscommission.org/pdf/Ed_Emerg.pdf

Boyden, Jo with Paul Ryder (1996), Implementing the Right to Education in Areas of Armed Conflict, Oxford: <http://meltingpot.fortunecity.com/lebanon/254/boyden.htm>

Brookings Institution (1999), Handbook for Applying the Guiding Principles of Internal Displacement: <http://www.brook.edu/fp/projects/idp/articles/guiding.htm>

Crisp, Jeff, Christopher Talbot and Daiana Cipollone (eds.) (2001), Learning for a Future: Refugee Education in Developing Countries, Geneva: UNHCR. <http://www.unhcr.ch/pubs/epau/learningfuture/learningtoc.htm>.

- Education in emergencies – Margaret Sinclair
- On school quality and attainment – James H. Williams
- Improving quality and attainment in refugee schools; the case of the Bhutanese refugees in Nepal – Timothy Brown
- Peace education and refugee youth – Marc Sommers
- Vocational training for refugees: a case study from Tanzania – Erik Lyby

INEE, Technical Resource Kit for Emergency Education: http://ineesite.org/about/team_LMR.asp (A digital copy can be ordered free of charge on the INEE website and is included on the INEE CD-ROM Technical Kit.)

Inter-Agency Standing Committee (2002), Growing the Sheltering Tree: Protecting Rights through Humanitarian Action, New York: UNICEF. <http://www.icva.ch/files/shelteringtree.pdf>

Nicolai, Susan (2003), Education in Emergencies: A Tool Kit for Starting and Managing Education in Emergencies, Save the Children, UK: <http://ineesite.org/core/default.asp>

Nicolai, Susan and Carl Triplehom (2003), The Role of Education in Protecting children in

Conflict, Humanitarian Practice Network Paper no. 42.

<http://www.odihpn.org/pdfbin/networkpaper042.pdf>

Pigozzi, Mary Jane (1999), Education in Emergencies and Reconstruction: A Developmental Approach, Working Paper Series, New York: UNICEF.

<http://www.unicef.org/girlseducation/EduceEmerg.PDF>

Sinclair, Margaret (2002), Planning Education in and After Emergencies, Fundamentals of Educational Planning vol. 73, Paris: UNESCO IIEP.

www.unesco.org/iiep/eng/publications/pubs.htm

Sinclair, Margaret and Carl Triplehorn (2001), Matrix of Activities and Support Needed for Implementing an Emergency Education Program: <http://www.ineesite.org/core/matrix.asp>

Smith, Alan and Tony Vaux (2002), Education and Conflict, London: Department for International Development: <http://ineesite.org/core/default.asp>

Sommers, Marc (2001), Youth: Care and Protection of Children in Emergencies: A Field Guide, Save the Children USA: <http://ineesite.org/core/default.asp>

Sommers, Marc (2002), Children, Education and War: Reaching Education for All (EFA) Objectives in Countries Affected by Conflict, World Bank, Conflict Prevention and Reconstruction Unit, <http://www.eldis.org/static/DOC15001.htm>

Sommers, Marc (2003), The Education Imperative, Educating Refugee Children, Academy for Educational Development and Women's Commission for Refugee Women and Children: www.aed.org/ToolsandPublications/upload/EducationImperative.pdf.

Sphere Project (2004), Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, Geneva: The Sphere Project. <http://www.sphereproject.org>

Triplehorn, Carl (2001), Education: Care and Protection of Children in emergencies: A Field Guide, Save the Children, USA: <http://ineesite.org/core/default.asp>

United Nations (1989), Convention on the Rights of the Child, New York, UN <http://www.unhchr.ch/thml/menu3/b/k2crc.htm>

United Nations (1988), Guiding Principles on Internal Displacement from UN document E/CN.4/1998/53/Add2, 11 February 1998 http://www.unhchr.ch/html/menu2/7/b/principles.htm#*

United Nations (2000), Millennium Development Goals, New York, UN.

<http://www.un.org/millenniumgoals/>

United Nations (2000), United Nations Millennium Declaration, New York, UN.

<http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>

UNESCO (2000), The Dakar Framework for Action: Education for All: Meeting Our Collective Commitments, derived from the World Education Forum proceedings, Dakar. Paris. UNESCO.

http://www.unesco.org/education/efa/ed_for_all/dakfram_eng.shtml

UNESCO (2002), Education for All: An International Strategy to Put the Dakar Framework for Action on Education for All into Operation, Paris: UNESCO.

<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001266/126631eo.pdf>

UNESCO (2003), Guidelines for Education in Situations of Emergency and Crisis: EFA Strategic Planning, UNESCO: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/00128214e.pdf>

UNESCO (2000), Thematic Study on Education in Situations of Emergency and Crisis: Assessment EFA 2000, Paris: UNESCO Emergency Education Assistance Unit.

<http://www.unesco.org>

UNHCR (1994), Refugee Children: Guidelines on Protection and Care, UNHCR,

<http://www.unhcr.ch>

UNHCR (2003), Revised Education Field Guidelines, Geneva: UNHCR.

<http://inesite.org/core/default.asp>

UNHCR (1995), Revised Guidelines for Educational Assistance to Refugees, Geneva, UNHCR:

<http://www.unhcr.ch/>

UNHCR and Save the Children (2000), Action for the Rights of Children (ARC): Education, Critical Issues, Geneva:

<http://www.unhcr.ch/cgi-bin/tehis/vtx/home/opensdoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3bb821334&page=PROTECT>

UNICEF (1999), Humanitarian Principles Training: A Child Rights Protection Approach to Complex Emergencies, UNICEF: <http://coe-dmha.org/unicef/unicef2fs.htm>

Working Group on Children Affected by Armed Conflict and Displacement (1996),

Promoting Psychosocial Well-Being Among Children Affected by Armed Conflict and

Displacement: Principles and Approaches, Geneva: International Save the Children Alliance.

<http://www.savethechildren.org/publications/psychowellbeing2.pdf>

Community Participation

INEE Good Practice Guides – Assessment, Monitoring and Evaluation

<http://www.ineesite.org/assess/default.asp>

INEE Good Practice Guides – Community Participation in Assessment and Development of Education Programmes: http://www.ineesite.org/assess/com_part.asp

INEE Good Practice Guides – Education Structures and Management Education Systems Management: <http://www.ineesite.org/edstruc/manage.asp>

INEE Good Practice Guides – Training and capacity Building: Community Education Committees : <http://www.ineesite.org/training/committee.asp>

Jain, S P and Polman, Wim (2003), A Handbook for Trainers on Participatory Local development, FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=DOCREP?006/AD346E/AD346e00.HTM

Shaeffer, Sheldon (1994), Participation for Educational Change: A Synthesis of Experience, IIEP, UNESCO: http://unesco.org/education/pdf/11_197.pdf

Uemura, Mitsue (1999), Community Participation in Education: What Do We Know? HDNED, World Bank: <http://poverty.worldbank.org/library/view/14064/>

World Health Organization (1999), Community Emergency Preparedness: A Manual for

Managers and Policy-Makers, WHO:

<http://whqlibdoc.who.int/publications/9241545194.pdf>

Analysis

Boyden, Jo with Paul Ryder (1996), Implementing the Right to Education in Areas of Armed Conflict, Oxford: <http://meltingpot.fortunecity.com/lebanon/254/boyden.htm>

Gosling, Louisa with Mike Eduwards (1995), Toolkits: A Practical Guide to Assessment, Monitoring, Review and Evaluation, London, Save the Children.

INEE Good Practice Guides – Assessment, Monitoring and Evaluation.

<http://www.ineesite.org/assess/default.asp>

- Assessing resource needs and capacities in an initial emergency
<http://www.ineesite.org/assess/needs.asp>
- Assessment of school-age children:
<http://www.ineesite.org/assess/schoolage.asp>
- Assessment of out-of-school youth and youth leaders:
http://www.ineesite.org/assess/ex_school.asp
- Assessing and analyzing community non-formal educational needs:
http://www.ineesite.org/assess/com_needs.asp
- Partner assessment and selection:
<http://www.ineesite.org/assess/partner.asp>
- Monitoring systems for emergency education:
<http://www.ineesite.org/assess/monitor.asp>
- School data and information systems:
<http://www.ineesite.org/assess/data.asp>

Inter-Action Working Protection Group (2004), Making Protection A Priority: A Guidebook for Incorporating Protection into Data Collection in Humanitarian Assistance, Inter Action:
<http://www.interaction.org/protection/index.html>

Isaac, Annette (2002), Education, Conflict and Peace building: A Diagnostic Tool, CIDA:
http://www.acdi-cida.gc.ca/cida_ind.nsf/0/02e83504b7a1b1c085256bb900800f8b?OpenDocument

Johannessen, Eva Marion (2001), Guidelines for Evaluation of Education Projects in Emergency Situations, Oslo, Norwegian Refugee Council.

Nicolai, Susan (2003), 'Steps in Planning' within Education in Emergencies: A Tool Kit for Starting and Managing Education in Emergencies, Save the Children UK:
<http://www.ineesite.org/core/steps.pdf>

Nicolai, Susan and Carl Triplehorn (2003), 'The immediately, sooner, later matrix of response' Annex 1 in The Role of Education in Protecting Children in Conflict, Network Paper 42, London: HPN. www.odihpn.org/publist.asp

OECD (2002), Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management, Evaluation and Aid Effectiveness No. 6, Paris: OECD.

Rubin. F. (1995), A Basic Guide to Evaluation for Development Workers, Oxford: Oxfam.

Save the Children (2002), Measuring Change in Education, SC UK Quality Education Guidelines, London: Save the Children.

Save the Children (2000), Guidelines for Emergency Preparedness Planning, London: Save the Children.

Access and Learning Environment

Bergeron, G. and J. Del Rosso (2001), Food for Education Indicator Guide, Food and Nutrition Technical Assistance Project, Washington DC, Academy for Educational Development.
<http://www.pronutrition.org/files/food%20for%20Education%20Indicators%20Measurement%20Guide.pdf>

Bracken, P. and C. Petty (eds.) (1998) Rethinking the Trauma of War, Save the Children.

INEE Good Practice Guides – Assessment, Monitoring and Education

- School site/environmental assessment: <http://www.ineesite.org/assess/site.asp>

INEE Good Practice Guides – Education Structures and Management

- Clothing and hygiene: <http://www.ineesite.org/edstruc/clothing.asp>

INEE Good Practice Guides – Inclusive Education

- Toward full participation: <http://www.ineesite.org/inclusion/participation.asp>
- Gender equality/girls' and women's education:
<http://www.ineesite.org/inclusion/gender.asp>
- Adult ex-combatants and child soldiers: <http://www.ineesite.org/inclusion/soldiers.asp>
- Children in especially difficult circumstances:
<http://www.ineesite.org/inclusion/difficult.asp>
- Persons with disabilities: <http://www.ineesite.org/inclusio/disabled.asp>

INEE Good Practice Guides – School Environment and Supplies

- Student learning materials: <http://www.ineesite.org/school/materials.asp>
- School seating and school furniture: <http://www.ineesite.org/school/seating.asp>
- School and educational equipment: <http://www.ineesite.org/school/equip.asp>
- Shelter and school construction: <http://www.ineesite.org/school/shelter.asp>
- Children-friendly spaces: <http://www.ineesite.org/school/friendly.asp>
- Safety and security measures: <http://www.ineesite.org/school/safety.asp>
- Water and sanitation: <http://www.ineesite.org/school/water.asp>
- School feeding: <http://www.ineesite.org/school/feeding.asp>

INEE Good Practice Guides – Training and Capacity Building

- The roles of national NGOs: <http://www.ineesite.org/training/ngo.asp>

Loury, Mary Anne and A. Ager (2001), The Refugee Experience: Psychosocial Training Module. Oxford: Refugee Studies Centre, revised edition:
<http://www.earlybird.qeh.ox.ac.uk/rfgex/>

Nicolai, Susan (2003), 'Project Approaches', within Education in Emergencies: A Tool Kit for Starting and Managing Education in Emergencies, Save the Children UK:

<http://www.ineesite.org/core/approaches.pdf>

Tolfree, David (1996), Restoring Playfulness: Different Approaches to Assisting Children who are Psychologically Affected by War or Displacement, Radda Barnen, Sweden.

World Food Programme (2001), School Feeding Works for Girls' Education, Rome: WFP:

<http://www.wfp.org>

World Food Programme, Planning for School Feeding in the Emergency Setting – Situation Analysis, Designing the Programme and Implementation, WFP: <http://www.wfp.org>

World Health Organization (2003), Mental Health in Emergencies, Geneva, WHO:

<http://www.who.int/disasters/repo/8656.pdf>

Teaching and Learning

Baxter, Pamela (2001), INEE Peace Education Kit, within the Technical Resource Kit for Emergency Education, INEE: http://ineesite.org/about/team_LMR.asp (A digital copy can be ordered free of charge on the INEE website and is included on the INEE CD-ROM Technical Kit.)

Boyden, Jo with Paul Ryder (1996), implementing the Right to Education in Areas of Armed Conflict, Oxford: <http://www.meltingpot.fortunecity.com/lebanon/254/boyden.htm>

Brochmann, Helge et al (2001), Human Rights: A Teacher's Guide, Oslo: Norwegian Refugee Council: <http://www.ineesite.org/core/default.asp>

Bush, Kenneth D. and Diana Saltarelli (eds) (2000), The Two Faces of Education in Ethnic Conflict: Towards a Peace building Education for Children, UNICEF Innocenti Insight:

<http://www.unicef-icdc.org/publications/pdf/insight4.pdf>

INEE Good Practice Guides – Educational Content and Methodology

- Training teachers to meet psychosocial needs:
http://www.ineesite.org/edcon/psy_soc.asp
- Curriculum and testing: <http://www.ineesite.org/edcon/curriculum.asp>
- Revising and negotiating the curriculum:
http://www.ineesite.org/edcon/revise_curr.asp
- Life skills an complementary education programme (health education, landmine awareness, peace education): http://www.ineesite.org/edcon/life_skills.asp
- Early childhood development: <http://www.ineesite.org/edcon/early.asp>
- Secondary school education: <http://www.ineesite.org/edcon.second.asp>
- Tertiary education – university, colleges and vocational schools :

<http://www.ineesite.org/edcon/tertiary.asp>

- Community information campaigns: http://www.ineesite.org/edcon/com_info.asp
- Adult education: <http://www.ineesite.org/edcon/adult.asp>
- Out-of-school programmes: http://www.ineesite.org/edcon/out_school.asp

INEE Good Practice Guides - Education Structures and Management

- School administration: <http://www.ineesite.org/edstruc/admin.asp>

INEE Good Practice Guides - School Environment and Supplies

- School supplies and teaching materials: <http://www.ineesites.org/school/supplies.asp>

INEE Learning Materials Task Group (2001), Teaching - Learning materials for Education in

Situations of Emergency and Crisis: An Overview, INEE: <http://www.ineesite.org>

Inter-Agency Standing Committee (2003), Revised Guidelines for HIV/AIDS Interventions in Emergency Settings, United Nations.

<http://www.humanitarianinfo.org/iasc/IASC%20products/FinalGuidelines17Nogv2003.pdf>

Lorey, Mark (2001), Child Soldiers: Care and Protection for Children in Emergencies: A Field Guide, Save the Children USA: <http://www.ineesite.org/core/default.asp>

Lowicki, Jane (2000), Untapped Potential: Adolescents Affected by Armed Conflict. A Review of Programs and Policies, Women's Commission for Refugee Women and Children.

Lowicki, Jane (2004), Youth Speak Out: New Voices on the Protection and Participation of Young People Affected by Armed Conflict, Women's Commission for Refugee Women and Children: http://www.womenscommission.org/pdf/cap_youth.pdf

Lowicki, Jane (2004), Refugee Guide: Adolescent and Youth Education, Women's Commission for Refugee Women and Children: http://www.womenscommission.org/pdf/cap_ones.pdf

McConnan, Isobel and S. Uppard (2001), Children Not Soldiers: Guidelines for Working with Child Soldiers and Children Associated with Fighting Forces, London: Save the Children: <http://www.reliefweb.int/library/documents/2002/sc-children-dec01.htm>

Nicolai, Susan (2003), 'Framework for Learning' within Education in Emergencies: A Tool Kit for Starting and Managing Education in Emergencies, Save the Children, UK:

<http://www.ineesite.org/core/framework.pdf>

Norwegian Refugee Council (with UNESCO-PEER) (2000), Teacher Emergency Package:

Teacher's Guide: Basic Literacy, Numeracy and Themes for Everyday Living, Norwegian Refugee Council, Oslo: <http://www.ineesite.org/about/TTLMBKLT.pdf>

Norwegian Refugee Council (2000), Teacher Emergency Package: Trainer's Support Manual, Norwegian Refugee Council: <http://www.ineesite.org/about/TTLMBKLT.pdf>

Norwegian Refugee Council (2001), *Strategies: Spearheading Core Activities in Phases of Conflict*. One organisation's definition of emergency scenarios and programming opportunities: http://www.ineesite.org/core/core_act1.asp

Save the Children (1999), *Mines-Beware! Starting to Teach Children Safe Behaviour*, Radda Barnen, Sweden.

Tawil, Sobhi and Alexandra Harely (2002), *Curriculum Change and Social Cohesion in Conflict-Affected Societies*, report of technical meeting, UNESCO IBE: http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/curric_change_social_cohensio-bih_enl_t05.pdf

Tawil, Sobhi and Alexandra Harely (eds.) (2004), *Education, Conflict and Social Cohesion* (Studies in Comparative Education), Geneva: UNESCO IBE.

UNESCO, *Teacher Emergency Package (TEP)* with links to the TEP for Angola and the UNICEF-UNESCO TEP Programme in Rwanda:

http://www.portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=13446&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNHCR (2001), *HIV/AIDS Education for Refugee Youth: The Window of Hope*, Geneva: UNHCR.

UNICEF, *International Guidelines for Landmine and Unexploded Ordinance Awareness Education*, New York, UNICEF: <http://www.members.iinet.net.au/-pictim/mines/unicef/mineawar.pdf>

UNICEF, UNESCO, WHO and the World Bank (2000), *Focusing Resources on Effective School Health: A FRESH Start to Enhancing the Quality and Equity of Education*, New York, UNICEF: <http://www.unesdoc.unesco.org/images/001/001240/124086mo.pdf>

Welbourn, Alice (1995), *Stepping Stones: A Training Package on HIV/AIDS. Communication and Relationship Skills*, London: ActionAid: <http://www.steppingstonesfeedback.org/index.htm>

Teachers and Other Education Personnel

INEE Good Practice Guides - Assessment, Monitoring and Evaluation

- Assessment of teacher/facilitator availability and capacity, including selection:

<http://www.ineesite.org/assess/teacher.asp>

INEE Good Practice Guides - Education Structures and Management

- School administration: <http://www.ineesite.org/edstruc/admin.asp>

- Compensation and payment of education staff:

<http://www.ineesite.org/edstruc/payment.asp>

INEE Good Practice Guides - Training and Capacity Building

- Certification and accreditation: <http://www.ineesite.org/training/certificate.asp>

Inter-Agency Standing Committee (2002), Plan of Action and Core Principles o Codes of Conducts on Protection from Sexual Abuse and Exploitation in Humanitarian Crisis, United Nations: <http://www.humanitarianinfo.org/iasc/poalsexualexploitation.doc>

Policy and Coordination

INEE Good Practice Guides - Education Structures and Management

- School fees: <http://www.ineesite.org/edstruc/fees.asp>
- Repatriation and reintegration: <http://www.ineesite.org/edstruc/repatriate.asp>

INEE Good Practice Guides - Training and Capacity Building

- Pre-service, in-service, in the school: <http://www.ineesite.org/training/service.asp>
- Teacher observation and lesson planning:
<http://www.ineesite.org/training/observation/asp>
- On-site teacher training an support - mobile trainers and mentors:
<http://www.ineesite.org/training/on-site.asp>
- The role of national government: <http://www.ineesite.org/training/government.asp>
- The role of international NGOs: http://www.ineesite.org/training/int_ngo.asp
- The roles of UN agencies: <http://www.ineesite.org/training/un.asp>

Sommers, Marc (2004), Co-coordinating Education During Emergencies and Reconstruction: Challenges and Responsibilities, Education in Emergencies and Reconstruction: Thematic Policy Studies, Paris: UNESCO IIEP.

Annex 3: Acknowledges

INEE Working Group on Minimum Standards for Education in Emergencies

CARE Canaa (Nancy Drost)* CARE USA (Hassan Mohammed)* Catholic Relief Services (*Mike Pozniak and Christine Carneal)* International Rescue Committee (Rebecca Winthrop and Wendy Smith)* Norwegian Church Aid (Birgit Villumstad)* Norway UN Association/Norwegian Refugee Council (Helge Brochmann)* Refugee Education Trust (Tim Brown)* Save the Children UK (Susan Nicolai)* Save the Children USA (Christine Knudsen)* UNESCO (Christopher Talbot)* UNHCR (Nemia Temporal)* UNICEF (Pilar Aguilar)* World Education/The Consortium (Fred Ligon)

Transition team for establishing a Working Group on Minimum Standards

CARE USA (Jane Benhow)* Catholic Relief Services (Mike Pozniak)* Inter-Agency Network for Education in Emergencies (Nancy Drost)* The International Rescue Committee (Wendy Smith)* Norwegian Refugee Council (Eldrid Midttun)* Save the Children Alliance (Susan Nicolai)* Save the Children USA (Christopher Knudsen)

Donors to the minimum standards process

Canadian International Development Agency (CIDA)* Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)* International Rescue Committee* International Save the Children Alliance * Save the Children Norway* UNESCO* UNHCR* UNICEF* World Bank

INEE Steering Group Members

CARE International * International Rescue Committee * International Save the Children Alliance * Norwegian Refugee Council * UNESCO * UNHCR * UNICEF * World Bank

INEE Secretariat

Allison Anderson, Focal Point on Minimum Standards (hosted by the International Rescue Committee)

Beverly Roberts, Network Coordinator (hosted by UNESCO)

Coeril Tomren, Assistant Network Coordinator (hosted by UNESCO)

INEE Donors

CARE USA *The International Save the Children Alliance * The Mellon Foundation * Norwegian Agency for Development (NORAD) * Norwegian Ministry of Foreign Affairs * UNESCO * UNHCR * UNICEF * World Bank

Regional Consultation Delegates

*=Consultation Host

(OC)=Regional Consultation Organising Committee Member

Africa Collective Consultation (Nairobi, Kenya, 21-23 January 2004, hosted by CARE Canada and Norwegian Church Aid): Catherine Arnesen, Norwegian Refugee Council, Liberia; Jean-Marie Mukoka Betukameso, Service Centrale Education a la Vie/UNFPA, DRC; Mudiappasamy Devadoss, Ph.D., UNESCO PEER, Kenya; Mike Foley, Jesuit Refugee Services, Sudan, Martha Hewison, Windle Trust International/Hugh Pilkington Charitable Trust, Uganda, Vick Shiverenjelkobwa, UNHCR Kenya; Joyce Ishengoma, CARE Tanzania; Davidson Oboyah Jonah, Christian Children's Fund Sierra Leone; Celestin Kamori Banga, Norwegian Refugee Council DRC; M.R. Warue Kariuki (OC), Save the Children UK, Kenya; Thomas Ngolo Katta, Center for the Coordination of Youth Activities, Sierra Leone; Levi Khamis, Norwegian Church Aid; Yoboune N'da Kouassi, Ministry of Education, Cote of d'ivoire; Nderikyo Elizabeth Ligate, Southern Africa Extenswion Unit, Tanzania; Elena Locatelli, AVSI (Associazione Volontari Servizio Internazionale) Northern Uganda; Gilbert Sanya Lukhoba, Windle Trust Keyna; Changu Mannathoko (OC), UNICEF, Southern and Eastern Africa (Africa Organizing Committee member); Walter Matoke, Consultant; Clement Mhlanga, Save the Children UK, Zimbabwe; Carlinda Maria Rodrigues, Monteiro, Christian Children's Fund Angola; Enema Ndayishimiye, Ministry for National Education, Burundi; Marangu Njogu, CARE Kenya; Mima Perisic, UNICEF Sudan; Jolly Rubagiza, Kigali Institute of Education; Guinea; Christiana Thorpe, Forum for African Women Educationalists, Sierra Leone; David Walker (OC), International Rescue Committee Sierra Leone; Joyce Wanican, International Rescue Committee Uganda; John Yuggu Tileyi, Catholic Relief Services Sudan; Kassaye Yimer, CARE Ethiopia

INEE Working Group and Steering Group representatives: Allison Anderson, INEE; Pamela Baxter, UNHCR; Helge Brochmann, Norwegian Refugee Council; Tim Brown, Refugee Education Trust; Christine Carneal, Catholic Relief Services; Nancy Drost*, CARE Canada; Beverly Roberts, INEE; Birgit H. Villumstad* Norwegian Church Aid

Asia and Pacific Collective Consultation (Kathmandu, Nepal, 21-23 April 2004, hosted by the International Save the Children Alliance): Emmanuelle Abrioux (OC)*, Save the Children, Nepal; Feny de los Angeles-Bautista, Community of Learners Foundation and Philippine Children's Television Foundation; Steve Aswin, UNICEF Indonesia; Ranjinie Chandrika Jayewardene, Commonwealth Education Fund, Sri Lanka; Helina Alia Dost, International Rescue Committee Pakistan; Uaiporn Daouanchai, Consortium Thailand (World Education and World Learning); Seema Gaikwad, Sphere India; Abdul Ghaffar, Save the Children USA, Pakistan; Dr Abdul Samad Ghafoori, UNICEF Afghanistan; Roza Gul, Ockenden International, Pakistan; Mir Abdul Malik Hashemi, GTZ BEFAre (Basic Education for Afghan Refugees),

Pakistan, Ung Ngo Hok, Ministry of Education, Yough and Sport, Cambodia; A.Z.M. Sakhawat Hossain, BRAC Education program, Government of Banglaesh Partnership Unit; Teresita G. Inciong, Department of Education, Government of the Philippines; Shakir Ishaq, BEFARe, Pakistan; Ingrid Iversen, International Institute for Educational Planning (IIEP) UNESCO; Umesh Kumar Kattel, World Health Organization, Nepal; Laxman Khanal, Department of Education, Government of Nepal; Chirharu Kondu, UNICEF Nepal; Samphre Llalungpa, UNICEF Nepal; Udaya Manandhar, Save the Children USA, Nepal; Rachel McKinney (OC), International Rescue Committee Afghanistan; N. Vind Chandra Menon (OC), UNICEF India; Geeta S. Menon, CARE Inia; Abdul Aziz Muslim, Non Violence International and Aceh Peace Education Program; Janardhan Nepal, Department of Education, Government of Nepal; Patricia Omidian, Quaker Service, Afghanistan; W. Sterling Perera, Education Consultant, Sri Lanka; Anna Pinto, CORE (Centre for Organization Research and Education), India; Loknath Pokhrel, CARITAS Nepal; N. M. Prusty, Sphere Inia and CARE India; Alexandra Pura, Oxfam Great Britan, Philippines Office; Kasturi Sengupta, Catholic Relief Services, India; Helen Sherpa, World Education, Nepal; Anil Sharma, Department of Education, Government of Nepal; Sanjay Singh, Catholic Relief Services, India; Deepesh Sinha, Disaster Mitigation Institute, Gujaraqat, India; Sarah Smith, Concern Bangladesh; Marc van der Stouwe, ZOA Refugee Care, Thailand; Dr. Sudiono, Ministry of Education, Indonesia; Anne Thomas, Education and Community Development Consultant, Cambodia; Leela Raj Upadhyay, World Food Program, Nepal.

INEE working Group representatives: Allison Anderson, INEE; Helge Brochmann, Norwegian Refugee Council; Christine Knudsen, Save the Children US*; Fred Ugon, Consortium Thailand (World Education an World Learning); Susan Nicolai*, Save the Children UK; Michael Pozniak, Catholic Relief Services; Carl Triplehorn, Save the Children US*

Latin America and Caribbean Collective Consultation (Panama City, Panama 5-7 May 2004, hosted by UNICEF): Fernando Jiovani Arias Morales, Fundacion os Mundos, Colombai, Luis Yezid Beltran Bautista, Project Counseling Service, Colombia, Caremen Liliana Biebertach, Fundacion para la Igualdad de Oportunidades, Panama; Roy Bowen, UNICEF Belze; Juan Pablo Bustamante, UNICEF Ecuador; Claudia Beatriz Cardenas Becerra, SPM Latinoamerica Consultores S.A Estrategia International; Claudia Ernestina Carrillo Ramirez, Comite de Familiares de Victimas del "Caracazo" febrero de 1989, Venezunela; Milton Xavier Castellanos Mosquera, ICRC, Panama; Joseph Marc Cesar, Ministry o Education and Culture, Haiti; Renee Cuijpers, UNHCR Panama; Iris Isalia Currillo de Reyes, Ministry of Education, El Salvador; Victoria inja, World Food Programme, Panama; Diego Vidal Gutierrez Santos,

Ministry of Education, Government of Panama; Nirvah Jean-Jacques (OC), The Haitian Foundation for Private Education (FONHEP), Haiti; Francis Joseph, Christian Children's Fund, Dominica and St. Vincent; Martha Llanos, Ph.D; Education and Human Development Specialist; Garren Lumpkin(OC)*, UNICEF TACRO, Panama; Gladys Maria Minaya Urena, Ministry of Education, Dominican Republic, Marina Rocio Mojica Carvajal, Save the Children UK, Colombia; Maria Paz bermeja, UNHCR SURGE, Panama; Richard Pelczar, UNESCO; Gerardo Perez Holguin (OC), CEDEDIS-Corporation for Community Development and Social Integration, Colombia, Nidya Quiroz (OC)*, UNICEF-TACRO Consuelo Ramirez, Secretaria de Education Publica, Mexico; Flor Alba Romero Medina, Universidad Nacional de Colombia; Raisa Ruiz, UNICEF Panama; Unai Sacona Benegas, UNICEF Dominican Republic; Anyoli Sanabria Lopez, UNICEF Nicaragua; Jose Alejandro Santander Narvaez, Organization Panamericana de la Salud, Ecuador; Yasluhiro Taniguchi, UN OCHA, Panama; David Martin Villarroel Garcia (OC, Save the Children Alliance, Bolivia; Miloody Phanie Vincent, Ministry of Education and Culture, Haiti; Sofia Westberg, UNICEF Peru INEE Working Group representatives: Allison Anderson, INEE; Maria Lopez Anselme, Refugee Education Trust; Rebeca Winthrop, IRC.

Middle East, North Africa and Europe Collective Consultation (Amman, Jordan, 19-21 May 2004, co-hosted by UNESCO and UNHCR); Nader Anton Abu Amsha, East Jerusalem YMCA Rehabilitation Program and YMCA Beit-Sahour; Ziad Abu Laban, International Committee of the Red Cross (ICRC), Jerusalem; Pushpa Acharya, World Food Programme, Middle East, Central Asia and Eastern Europe, Egypt; Inna Kimaevna Airapetyan, CARE North Caucasus, Chechnya; Faye Ahmad Al-Fasfous, Early Childhood Resource Centre, West Bank; Steven Anderson, ICRC, Jerusalem; Staneala M. Beckley (OC), UNICEF Middle East and North Africa Region, Jordan; Khoudja Beldjilali, Ministry of Education, Algeria; Leila Boumghar, Ministry of Education, Algeria; Yaser Mohamed Daoud, Nabaa Lebanon; Veronique Ehlen, UNHCR Jordan; Malika Elatifi, Save the Children, Morocco; Holly Hughson, University of California at Berkeley; Shaikh Kabiroddin, UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Far East (UNRWA); Doris Knoechel (OC), World Vision International; Zahra Mirghani (OC)*, UNHCR, Lebanon; Dr. Ahmed Mirza, Saladhaddin University, Iraq; Robert Mizzi (OC), Kosovo Educator Development Project; Issa Nassar; Ministry of Education, Government of Jordan; Robert Parua (OC)*, UNISCO Jordan; Jacqueline Peters, UNICEF Jordan; Amela Piric, Organization for Security & Cooperation in Europe, Sarajevo; Shao Potung, UNICEF Occupied Palestinian Territory; Basri A.S. Salmoodi, Ministry of Education and Higher Education, Palensinian Authority; Kabir Shaikh, UNRWA, Jordan; Adina Shapiro, Middle East Children's Association, Israel; Aferdita Spahiu, UNICEF Kosovo; Martine Storti, Ministry of Education

France; Mohammed Farakhan, UNRWA, Jordan; Geeta Verma, UNICEF Jordan; Jamine Williams (OC), Save the Children UK, Egypt; Isuf Zeneli, Ministry of Education, Science and Technology, Kosovo.

INEE Working Group on Minimum Standards and Steering Group representatives: Allison Anderson, INEE; Eldrid Midttun, NRC; Susan Nicolai, Save the Children UK; Beverly Roberts, INEE; Christopher Talbot*, UNESCO IIEP, Nemia Temporal*, UNHCR.

Peer Review Facilitator: Joan Sullivan-Owomoyela

Peer Review Analysis Consultant: Margaret Sinclair

Minimum Standards Intern: Christine Pagen

INEE gratefully acknowledges the assistance of the Academy for Educational Development and the Global Learning Portal in the Peer Review Process.

Peer Reviewers: Chris Berry, UK Department for International Development (DFID); Lynee Bethke, InterWorks; Marilyn Blaeser, CARE; Beverlee Bruce, Social Science Research Council; Peter Buckland, World Bank; Dana Burde, Columbia University; Jim DiFrancesca, Harvard University/Makerere University; Jason Hart, Oxford; Martha Hewison, Windle Trust; Dorothy Jobolingo, International Rescue Committee Uganda; Alison Joyner, Sphere; Ellen Van Kalmthout, UNICEF; Jackie Kir, McGill University; Jane Lowicki, International Rescue Committee; Gilberto Mendez, Christian Children's Fund (CCF); Eldrid Midttun, NRC; Micheal Montgomery, CIDA; Claus Nelson, Red Barnet; John Rhodes Paige, St. Edwards; Delia Rarella-Barcelona, UNFPA; Margaret Sinclair, Consultant; Marc Sommers, Consultant; Martine Storti, Ministry of Education, France; Carl Triplehorn, Save the Children US; Julian Watson, Consultant; Michael Wessells, CCF and Randolph Macon; Jim Williams, George Washington University; Sharon Wright, CARE Sudan Basic Education Program/University of Massachusetts; and all WGMSEE members.

INEE's WGMSEE is also grateful for the guidance of the Sphere Project staff, with special thanks to Nan Buzard and Allison Joyner.

Handbook Editor: David Wilson

While INEE gratefully acknowledges the contribution of everyone who participated in the local consultation process, INEE list-serve consultations and feedback on the MSEE, it would take more than 20 pages to list individual names, and space does not allow this. However, a full listing of all contributors can be found on the INEE website at:

<http://www.ineesite.org/standards/msee.asp> as well as on the MSEE CD-ROM, which is available through the website.

**INEE Minimum Standards for Education in Emergencies
Feedback form**

Name: _____

Job title and organization: _____

Address: _____

Phone/e-mail: _____

Date: _____

In responding to the following questions, please be specific, and where possible, provide evidence-based background or references for your suggestion.

1) What general comments or feedback do you have on any part of the INEE Handbook on Minimum Standards for Education in Emergencies?

2) Are there indicators that need adjusting?

3) Is there new information that should be reflected in the guidance notes?

4) Are there additional tools that should be listed as appendices or within the References and Resource Guide Annex?

**Please send this form to the INEE Focal Point on Minimum Standards
for Education in Emergencies: Allison Anderson**

C/o International Rescue Committee / 122 East 42nd Street / New York, NY 10168-1289

Tel: (+1212) 551 3107 / Fax (+ 1212) 5513185 / allison@theirc.org

For more information on INEE and/or the minimum standards process, please visit the website at <http://www.ineesite.org>